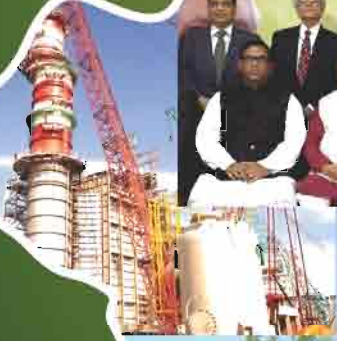


বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০১৩-১৪

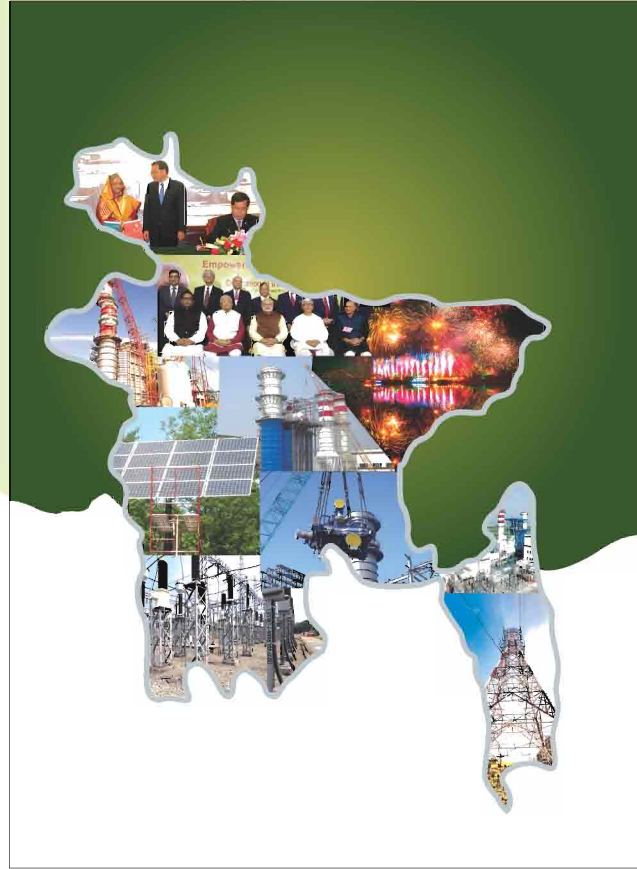


বিদ্যুৎ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০১৩-১৪



বিদ্যুৎ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০১৩-১৪



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
০৭ বৈশাখ ১৪২২
২০ এপ্রিল ২০১৫

বর্ন

বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের উপর ২০১৩-১৪ অর্থবছরের “বার্ষিক প্রতিবেদন” প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাই।

‘বিদ্যুৎ’ আধুনিক সভ্যতার প্রয়োজনীয় উপাদান ও উন্নয়নের পূর্বশর্ত। ২০২১ সালের মধ্যে “সবার জন্য বিদ্যুৎ”- এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর বিদ্যুৎ খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ শুরু করে।

বিদ্যুৎ ঘাটতি মোকাবেলায় নতুন নতুন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি কয়লা, নিউক্লিয়ার, ডিজেল ও ফার্নেস অয়েল, ডুয়েল ফুয়েল এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। আমাদের সম্যোচিত পদক্ষেপের ফলে গত ছয় বছরে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৩ হাজার ২৬৫ মেগাওয়াটে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছি।

“পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান-২০১০” বাস্তবায়নের জন্য ২০২১ সালে ২৪ হাজার মেগাওয়াট এবং ২০৩০ সালে ৪০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষে আমরা ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছি এবং এর বাস্তবায়ন এগিয়ে চলেছে। একই সাথে “পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান-২০১৫” প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বেজ লোড চাহিদা পূরণের লক্ষে কয়লা ও গ্যাসভিত্তিক বড় বড় বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। আমরা রাশিয়ার সাথে পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছি। পাবনার রূপপুরে পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলছে। উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার অংশ হিসেবে ভারত থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে, যা এখানে নবদিগন্তের সূচনা করেছে। ভারত থেকে আরও ৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষে গৃহীত পরিকল্পনার বাস্তবায়ন এবং বিদ্যুৎ খাতে অর্জিত সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে নিরলসভাবে কাজ করার আহ্বান জানাই।

আমি বিদ্যুৎ বিভাগের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।


শেখ হাসিনা







ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী বীর বিক্রম
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি
ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা

বর্ন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বিদ্যুৎ খাতে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। তাঁর দূরদর্শিতা, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতায় বিদ্যুৎ খাতে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সরকার ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো-দ্রুততার সাথে ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, আইপিপি ও পিকিং পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন, গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি ডুয়েল ফুয়েল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, ভারত হতে বিদ্যুৎ আমদানি, কয়লাভিত্তিক বৃহৎ ও সশ্রয়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, সোলার হোম সিস্টেম চালুকরণসহ নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার সম্প্রসারণ, সাসটেইনেবল এন্ড রিনিউয়েবল এনার্জি ডেভলপমেন্ট অথরিটি (শ্রেডা) গঠন ও নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে কার্যক্রম গ্রহণ প্রভৃতি। জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে জাতীয় প্রয়োজনের নিরিখে গবেষণা পরিচালনার জন্য “বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০১৫” প্রণীত হয়েছে, যা শীঘ্রই বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় জি টু জি সহযোগিতার মাধ্যমে কয়লাভিত্তিক বৃহৎ প্রকল্প স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যা ২০২১ সালে মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে বিদ্যুৎ বিভাগের কার্যক্রমকে তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন একটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা হয়ে থাকবে।

এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী বীর বিক্রম







নসরুল হামিদ এমপি
প্রতিমন্ত্রী
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বর্ন

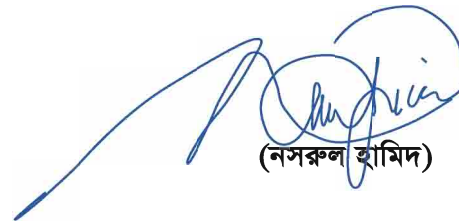
বিদ্যুৎ বিভাগ ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে তথা 'ভিশন-২০২১' এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিদ্যুৎ সবচেয়ে কার্যকর ও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। আগামী ২০১৮ সাল নাগাদ গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি তরল জ্বালানি, কয়লা, ডুয়েল ফুয়েল এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি শক্তি ব্যবহার করে নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে জ্বালানি সংরক্ষণ, নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য আমদানিকৃত যন্ত্রাংশের উপর ট্যাক্স মওকুফ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও সৌর বিদ্যুতের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে বিল্ডিং কোড সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের উৎকর্ষতা আনয়ন ও জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে “বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০১৫” মহান সংসদে পাশ হয়েছে। বিদ্যুৎ সাশ্রয় এবং লোড নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দেশব্যাপী প্রি-পেমেন্ট মিটারিং পদ্ধতি চালুর কার্যক্রম চলমান আছে। বিদ্যুৎ খাতের সংস্থাসমূহে সুশাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের জন্য Key Performance Indicators (KPI) নির্বাচনপূর্বক লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে দেয়া হয়েছে। অন-লাইনের মাধ্যমে নতুন সংযোগের আবেদন গ্রহণ ও মোবাইলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধির জন্য তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমের তথ্যাদি ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে সংযোজিত হয়েছে। এ খাতের সাথে সংশ্লিষ্টদের কর্মক্ষেত্রে এ বার্ষিক প্রতিবেদন সহায়ক হবে বলে আমি আশা করি।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং এ প্রতিবেদনের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।


(নসরুল হামিদ)







মনোয়ার ইসলাম
সচিব
বিদ্যুৎ বিভাগ



মুখবন্ধ

বিদ্যুৎ সন্তোষের অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি। সরকার বিদ্যুৎ খাতকে অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করে বিভিন্ন মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়নে সরকার যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করেছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছর শেষে মোট সঞ্চালন লাইনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯৫৩৬ সার্কিট কিলোমিটার। বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন ৩,০২,৭৬০ কিলোমিটারে উন্নীত হয়েছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি গ্রাহকসেবার মানবৃদ্ধি ও অধিক সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনার লক্ষ্যে সমন্বিত বিদ্যুৎ বিতরণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের শেষে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতাভুক্ত জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে শতকরা ৬৮ ভাগ। এসময়ের মধ্যে বিদ্যুতের সামগ্রিক সিস্টেম লস ছিল শতকরা ১৪.১৩ ভাগ।

বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে বিনিয়োগ অত্যন্ত পুঞ্জিঘন। পূর্বে বিদ্যুৎ খাতের বিনিয়োগ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার ঋণ নির্ভর ছিল। ২০০৯ সালে সরকার স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং ২০১০ সালে ২০৩০ পর্যন্ত বিদ্যুৎ খাতের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রাথমিক জ্বালানির যোগান এবং বিনিয়োগ অন্যতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়। সরকার ট্র্যাঙ্কজিক পলিসির অংশ হিসেবে বেসরকারি খাত, জয়েন্ট ভেঞ্চার এবং ইনোভেটিভ ফাইন্যান্সিং এর মাধ্যমে এ খাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার ও সম্প্রসারণ এর লক্ষ্যে সরকার নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। এ লক্ষ্যে সরকার ৫০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। অফ গ্রীড এলাকায় বর্তমানে সোলার হোম সিস্টেম ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে। অফ গ্রীড এলাকায় স্থাপিত সোলার হোম সিস্টেম সারা বিশ্বে সমাদৃত হয়েছে। বায়ু থেকে বিদ্যুৎ আহরণের লক্ষ্যে উইন্ড ম্যাপিংসহ বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

দেশের বিদ্যুৎ সংকট সমাধানে জরুরী ভিত্তিতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করে জ্বালানি বহুমুখীকরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। মানব সম্পদ উন্নয়ন, গ্রি-গ্রেইড মিটার স্থাপন, অন-লাইনে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধসহ সকল কাজে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে বিদ্যুৎ খাতে অর্জিত সাফল্য এবং সঠিক সিদ্ধান্ত ও দিক নির্দেশনার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বার্ষিক প্রতিবেদন বিদ্যুৎ বিভাগের একটি নিয়মিত প্রকাশনা। উক্ত প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এ ধারা অব্যাহত থাকলে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিদ্যুৎ খাত যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে আমি আশা করি।


(মনোয়ার ইসলাম)





সূচিপত্র

বিদ্যুৎ বিভাগ : ভিশন ও মিশন	এক-ছয়
বিদ্যুৎ খাতের অর্জন	সাত-আট
প্রথম অধ্যায় বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা	০১-০৪
দ্বিতীয় অধ্যায় বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন	০৫-১০
তৃতীয় অধ্যায় সঞ্চালন খাত	১১-১৪
চতুর্থ অধ্যায় বিতরণ খাত	১৫-১৮
পঞ্চম অধ্যায় বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	১৯-২২
ষষ্ঠ অধ্যায় বিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগ	২৩-২৬
সপ্তম অধ্যায় দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা	২৭-৩০
অষ্টম অধ্যায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী কার্যক্রম	৩১-৩৮
নবম অধ্যায় বিদ্যুৎ খাত সংস্কার ও পুনর্গঠন	৩৯-৪৪
দশম অধ্যায় আইন/বিধি ও নীতিমালা	৪৫-৪৬
একাদশ অধ্যায় বিদ্যুৎ খাতে তথ্য প্রযুক্তি	৪৭-৫০
দ্বাদশ অধ্যায় মানব সম্পদ উন্নয়ন	৫১-৫৪
ত্রয়োদশ অধ্যায় বিশেষ কার্যক্রম	৫৫-৫৬
চতুর্দশ অধ্যায় ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ	৫৭-৫৮



পঞ্চদশ অধ্যায়

বিদ্যুৎ বিভাগের সংস্থা/কোম্পানী	৫৯
বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর	৬০-৬১
পাওয়ার সেল	৬২-৬৩
টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (শ্রেডা)	৬৪
বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো)	৬৫-৭০
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো)	৭১-৭৩
ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী (ডিপিডিসি) লিমিটেড	৭৪-৭৯
ঢাকা ইলেকট্রিক সাগ্রাই কোম্পানী (ডেসকো) লিমিটেড	৮০-৮৪
ওয়েস্টজোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী (ওজোপাডিকো) লিমিটেড	৮৫-৮৬
পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি) লিমিটেড	৮৭-৮৯
রুরাল পাওয়ার কোম্পানী (আরপিসিএল) লিমিটেড	৯০-৯২
ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানী অব বাংলাদেশ (ইজিসিবি) লিমিটেড	৯৩-৯৪
আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিমিটেড (এপিএসসিএল)	৯৫-৯৭
নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড (নওপাজেকো)	৯৮-১০১
কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী বাংলাদেশ লিমিটেড	১০২-১০৩
বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশীপ পাওয়ার কোম্পানী লিমিটেড	১০৪-১০৫
২০০৯ থেকে অদ্যাবধি নিজস্ব অর্থায়নে এবং ECA অর্থায়নে প্রকল্প তালিকা	১০৬-১১০
প্রকাশনা ও সম্পাদনা কমিটি	১১১



ভিশন ও মিশন বিদ্যুৎ বিভাগ

প্রধান অতিথি

শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আলাক
উৎসব ২০১৩



পরিচিতি

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ১৯৯৮ সালের ২৫ মার্চ তারিখের মপবি-৪/১/৯৪ বিধি/২৩(১০০) নং পঞ্জাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়কে 'বিদ্যুৎ বিভাগ' এবং 'জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ' নামে দু'টি বিভাগ গঠন করা হয়। বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণে দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও এ সংক্রান্ত কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত 'বিদ্যুৎ বিভাগ' গঠন করা হয়। পরবর্তীতে বিদ্যুৎ বিভাগের কাজের গুরুত্ব ও পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় সময়ে সময়ে প্রণীত আইন/ বিধি/ নীতিমালা/ নির্দেশনা দ্বারা কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

বিদ্যুৎ বিভাগ এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ নিয়ে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় গঠিত। সরকারের জঁষবং ডভ ইংরহবৎ অনুযায়ী প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সার্বিক দায়িত্বে থাকেন মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী/ প্রতিমন্ত্রী। প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে সচিব নিজ মন্ত্রণালয়/বিভাগসহ অধঃস্তন সংস্থা/সংযুক্ত দপ্তরসমূহের কার্যাদি সংশ্লিষ্ট প্রয়োজ্য আইন/বিধিমালায় আলোকে নিষ্পন্নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। এছাড়া প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার হিসেবে বিভাগ/মন্ত্রণালয়/ অধঃস্তন সংস্থা/ সংযুক্ত দপ্তরসমূহের ব্যয়ের যথার্থতা নিশ্চিতকরণের দায়িত্বও সচিব এর উপর ন্যস্ত।

ভিশন

সবার জন্য মানসম্মত বিদ্যুৎ যৌক্তিক ও সহনীয় মূল্যে সরবরাহ নিশ্চিত করা।

মিশন

বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার সমন্বিত উন্নয়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে দেশের সকল জনগণের জন্য নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- বিদ্যুৎ খাতে সময়োপযোগী নতুন আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন এবং হালনাগাদ করা;
- বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ সংক্রান্ত কাজের ব্যবস্থাপনা;
- বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার সংস্কার, ক্ষমতা বর্ধন এবং আধুনিকায়ন;
- যৌথ বিনিয়োগ সহ বিদ্যুৎ খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা;
- পল্লী বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবন-যাত্রার মানোন্নয়ন;
- বিদ্যুৎ খাতের সংস্থাসমূহের বাণিজ্যিক ও রাজস্ব আদায় কার্যক্রম তদারকি করা;
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন এবং বিদ্যুতের দক্ষ ও সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে ভারত, নেপাল, ভূটান ও মায়ানমার হতে বিদ্যুৎ আমদানির উদ্যোগ গ্রহণ;
- বিদ্যুৎ খাতের প্রকল্পসমূহের জন্য Export Credit Agency (ECA) এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অর্থায়নের উদ্যোগ গ্রহণ;
- বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মবন্টন অনুযায়ী অন্যান্য দায়িত্ব সম্পাদন।



ছবি-১ : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক আলোক উৎসব উদ্বোধন

কৌশলগত পরিকল্পনা

ক) বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা:

- ২০২১ সালের মধ্যে ২৪,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করা;
- ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করা;

খ) সঞ্চালন লাইন:

- ২০২১ সালের মধ্যে প্রায় ৬ হাজার কিলোমিটার সঞ্চালন লাইন নির্মাণ;
- ২০৩০ সালের মধ্যে প্রায় ১১ হাজার কিলোমিটার সঞ্চালন লাইন নির্মাণ;
প্রয়োজনীয় অবকাঠামো যেমন- উপকেন্দ্র নির্মাণ/ ক্ষমতা বর্ধন;

গ) বিতরণ লাইন:

২০২১ সালের মধ্যে আরও ১ লক্ষ কিলোমিটার বিতরণ লাইন নির্মাণ

ঘ) বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রাথমিক জ্বালানির সরবরাহ নিশ্চিত করা;

ঙ) বেসরকারি বিনিয়োগের পাশাপাশি সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়নে ২০২১ সালের মধ্যে প্রায় ১৫ বিলিয়ন টাকার সংস্থান করা;

চ) মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ন্যূনতম ১০% নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে উৎপাদন;

ছ) আঞ্চলিক গ্রীডের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে ৬ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি নিশ্চিত করা;

জ) ২০২১ সালে মধ্যে প্রায় ৬ হাজার মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করা;

ঝ) ২০১৭ সালের মধ্যে দেশব্যাপী গ্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা;

ঞ) সিস্টেম লস সিঙ্গেল ডিজিটে ট্রাস করা;

ট) বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সাক্ষরী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে ১৫% জ্বালানি অপচয় ট্রাস করা;

ঠ) গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধিতে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ও ডিজিটাল পদ্ধতির প্রবর্তন;

ড) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতের দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১৬ সালের মধ্যে একটি পৃথক সমন্বিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গঠন;

ঢ) কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণ ১০০ জনঘন্টায় উন্নীত করা।



ছবি-২ : হরিপুর ৪১২ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র

বিদ্যুৎ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো

বিদ্যুৎ বিভাগের উপর ন্যস্ত দায়িত্বাবলী সম্পাদনের জন্য এ বিভাগে 'উন্নয়ন', 'প্রশাসন' ও 'পরিকল্পনা' অনুবিভাগ রয়েছে। উক্ত অনুবিভাগ ৩টির অধীনে ৭টি অধিশাখা রয়েছে এবং অধিশাখাসমূহের অধীনে ১৬টি শাখা রয়েছে। প্রতিটি অনুবিভাগের দায়িত্বে একজন অতিরিক্ত-সচিব/যুগ্ম-সচিব/যুগ্ম-প্রধান, অধিশাখার দায়িত্বে একজন উপ-সচিব/উপ-প্রধান এবং শাখার দায়িত্বে সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান রয়েছে।

অনুমোদিত জনবল কাঠামো অনুযায়ী এ বিভাগে ৩১ জন প্রথম শ্রেণীর ও ২৬ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা এবং ২৩ জন তৃতীয় শ্রেণীর ও ২৬ জন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী রয়েছে। 'পরিকল্পনা' অনুবিভাগ এবং 'বিধি ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি' অধিশাখার দায়িত্বে রয়েছেন ০১ জন অতিরিক্ত সচিব। বিদ্যুৎ বিভাগের মোট জনবল ১০৬ জন।

অনুমোদিত ১০৬ জন জনবলের বিপরীতে বর্তমানে ৬৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত রয়েছে। সহকারী সচিব ৪টি, সহকারী প্রধান ১টি, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ৭টি ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তার ৮টি সহ সর্বমোট ৩৯টি পদ বর্তমানে শূন্য রয়েছে।

বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা

ক্রমিক নং	পদবী	সংখ্যা	কর্মরত	শূন্যপদ
০১	সচিব	১	১	০
০২	অতিরিক্ত সচিব	১	১	০
০৩	যুগ্ম-সচিব	২	৩	০
০৪	যুগ্ম-প্রধান	১	১	০
০৫	উপ-সচিব	৬	৬	০
০৬	উপ-প্রধান	১	১	০
০৭	সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	১৩	৯	৪
০৮	সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান	৩	২	১
০৯	প্রোগ্রামার	১	১	০
১০	সহকারী প্রোগ্রামার	১	১	০
১১	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১	১	০
১২	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৪	৭	৭
১৩	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১২	৪	৮
১৪	সহকারী হিসাব রক্ষক	১	০	০
১৫	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	৬	৪	২
১৬	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	১৩	৯	৪
১৭	কম্পিউটার অপারেটর	১	০	১
১৮	ক্যাশিয়ার	১	০	১
১৯	ক্যাশ সরকার	১	১	০
২০	ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর	১	১	০
২১	এম এল এস এস	২৫	১৪	১১
	মোট	১০৬	৬৭	৩৯

ছক-১: বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীর পরিসংখ্যান

বিদ্যুৎ বিভাগের অধীনস্থ সংস্থা/কোম্পানীসমূহ

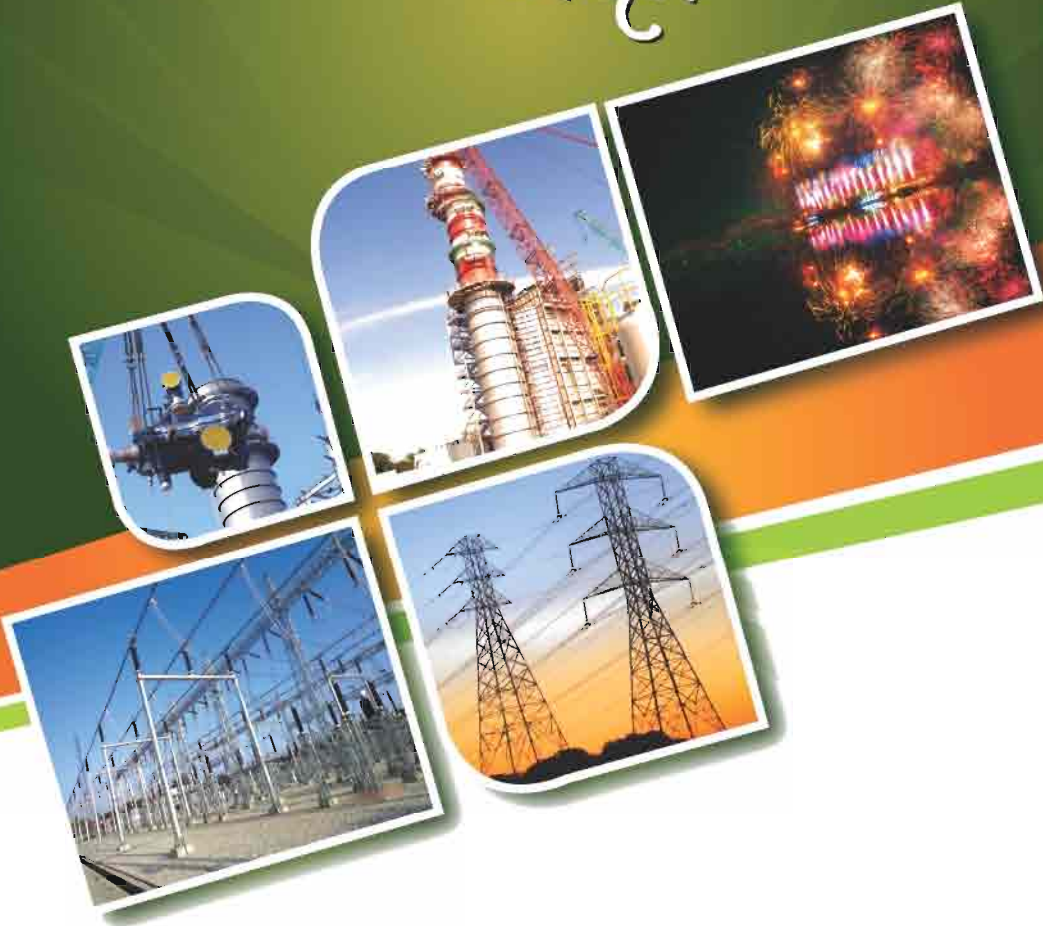
- বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর (www.eacei.gov.bd);
- পাওয়ার সেল (www.powercell.gov.bd);
- টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা) (www.sreda.gov.bd);
- বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) (www.bpdb.gov.bd);
- বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) (www.reb.gov.bd);
- ঢাকা পাওয়ার ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী (ডিপিডিসি) লিঃ (www.dpdc.org.bd);
- ঢাকা পাওয়ার সাপ্লাই কোম্পানী (ডেসকো) লিঃ (www.desco.org.bd);
- ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী (ওজোপাডিকো) লিঃ (www.wzpdcl.gov.bd);
- পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি) লিঃ (www.pgcb.org.bd);
- ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানী (ইজিসিবি) লিঃ (www.egcb.com.bd);
- আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ (এপিএসসিএল) (www.apscl.com);
- রুরাল পাওয়ার কোম্পানী লিঃ (আরপিসিএল) (www.rpcl.org.bd);
- নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী (নওজোপাজেকো) লিঃ (www.nwpgcl.org.bd);
- কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী বাংলাদেশ (সিপিজিসি) লিঃ(www.cpgcbl.gov.bd);
- বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশীপ পাওয়ার কোম্পানী লিঃ

বিদ্যুৎ খাতের ব্যবস্থাপনা কাঠামো



চিত্র-২ : বিদ্যুৎ খাতের ব্যবস্থাপনা কাঠামো

বিদ্যুৎ শাস্ত্রের অর্জন



বিদ্যুৎ খাতের অর্জন

সরকার বিদ্যুৎ খাত উন্নয়নে যে ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে করছে তারই ফলশ্রুতিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে উর্ধ্বগতি, শিল্পখাতে ঐতিহাসিক প্রবৃদ্ধি এবং নগরায়নে দ্রুত অগ্রগতি অর্জিত হচ্ছে। ফলে বিদ্যুতের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।



ছবি-৩ : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক হরিপুর ৪১২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধন

বিদ্যুৎ খাতের সফলতায় সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হলো বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর হার ৬৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এছাড়া মাথাপিছু বিদ্যুতের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং লোডশেডিং ত্রাসের তুলনামূলক চিত্র থেকেও বিদ্যুৎ উৎপাদনের অগ্রগতি প্রতীয়মান হয়। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বর্তমানে ১৩,২৬৫ মেগাওয়াটে (ক্যাপটিভসহ) উন্নীত হয়েছে। নিম্নে এক নজরে এক বছরে বিদ্যুৎ খাতের অর্জন দেখানো হলো:

বিষয়		২০১৩	২০১৪
উৎপাদন ক্ষমতা	মেগাওয়াট	১০,২৬৪	১১,২৬৫*
সর্বোচ্চ উৎপাদন	মেগাওয়াট	৬,৬৭৫	৭,৪১৮**
সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী	%	৬২%	৬৮%
মাথাপিছু উৎপাদন	কি.ও. আওয়ার	৩২১	৩৪৮
গ্রাহক সংখ্যা	লক্ষ	১৪৩	১৫৪
মোট বিতরণ লাইন	কি. মি	২,৯৯,৮৫২	৩,০২,৭৬০
মোট সঞ্চালন লাইন	সার্কিট কি. মি.	৯,০০৩	৯,৫৩৬
গ্রীড সাব-স্টেশন ক্ষমতা	এমভিএ	১৮,৭৭৭	২৩,০০০
সিস্টেম লস	%	১৪.৩৬%	১৪.১৩%

* বর্তমানে ১৩,২৬৫ মেগাওয়াট (ক্যাপটিভসহ)

** ২০ মে ২০১৫ তারিখে বিদ্যুতের সর্বোচ্চ উৎপাদন ৭,৭৪৭ মেগাওয়াট

ছক-২: এক নজরে বিগত এক বছরে বিদ্যুৎ খাতের অর্জন



ছবি-৪ : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গোপালগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির আওতায় নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ উদ্বোধন



প্রথম অধ্যায়
বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা

১.০ বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা

জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিদ্যুৎ মূল চালিকা শক্তি। দেশে বিদ্যুৎ চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকার ২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন মহাপরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে বিদ্যুৎ বিভাগ বিভিন্ন মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধিসহ এ খাতের সার্বিক ও সুসম উন্নয়নে মেয়াদ ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনায় গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি কয়লা, তুরল জ্বালানি, ডুয়েল ফুয়েল, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও নিউক্লিয়ার এনার্জি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ খাতে দেশি-বিদেশী উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে রোড-শো আয়োজন, দাতা সংস্থাসমূহের সাথে সভা, যুগোপযোগী আইন/নীতিমালা প্রণয়ন/হালনাগাদকরণ, দরপত্র প্রক্রিয়াকরণে স্বচ্ছতা আনয়নসহ বিনিয়োগ অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিদ্যুতের অপরিসীম গুরুত্ব বিবেচনা করে বিদ্যুতের ঘাটতি জনিত সমস্যার সমাধানসহ এ খাতের ধারাবাহিক বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন একটি জটিল প্রক্রিয়া। সবসময় বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের সময়সীমা রক্ষা করা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনা। ২০২১ সাল পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিবর্তিত পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

বছর	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	মোট
সরকারিখাত (মেঃওঃ)	১২১৮	৭৭০	২২০২	৮৪৬	২০৭০	১০০০	২৪০০	১০৫০৬
বেসরকারি খাত (মেঃওঃ)	১১৩০	১০১৭	৭৯৯	১২৭০	৫৬৪	১২৪৭	১৯১২	৭৯৩৯
মোট	২৩৪৮	১৭৮৭	৩০০১	২১১৬	২৬৩৪	২২৪৭	৪৩১২	১৮৪৪৫

ছক-৩: ২০১৫ সাল হতে ২০২১ সাল পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা

১.১ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন

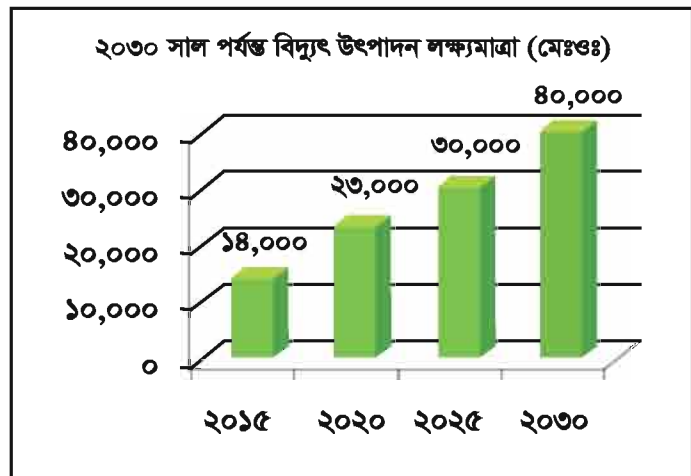
পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান-২০১০ এ বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনায় কয়লাকে মূল জ্বালানি হিসেবে বিবেচনা করে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনায় ২০৩০ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৫০% অর্থাৎ প্রায় ২০,০০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে ২০২৪ সালের মধ্যে সরকারি/জয়েন্ট ভেঞ্চার/আইপিপি/পিপিপি খাতে দেশীয় উৎপাদিত/আমদানিকৃত কয়লা ভিত্তিক প্রায় ১২,০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম চলছে।

১.২ পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান-২০১০ অনুযায়ী পরিকল্পনা

বিদ্যুৎখাতের উন্নয়নে সুদূর প্রসারী ও সমন্বিত কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে 'পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান (পিএসএমপি)-২০১০' প্রণয়ন করা হয় যা সরকার কর্তৃক অনুমোদনের পর ফেব্রুয়ারি ২০১১ এ প্রকাশিত হয়েছে। পিএসএমপি-২০১০ অনুযায়ী দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার আওতায় আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ বিদ্যুৎ উৎপাদনের নিম্নবর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে:

সাল	মেগাওয়াট
২০১৫	১৪,০০০
২০২০	২৩,০০০
২০২৫	৩০,০০০
২০৩০	৪০,০০০

ছক-৪: বিদ্যুৎ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা (পিএসএমপি-২০১০)



চিত্র-৩: বিদ্যুৎ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা (পিএসএমপি-২০১০)

পিএসএমপিতে বর্ণিত বিদ্যুৎ উৎপাদন মহাপরিকল্পনায় একক জ্বালানির উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে জ্বালানির বহুমুখীকরণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে পিএসএমপিতে তরল জ্বালানি (ফার্নেস অয়েল ও ডিজেল), নবায়নযোগ্য শক্তি, গ্যাস, নিউক্লিয়ার ইত্যাদি জ্বালানি নির্ভর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পিএসএমপিতে জ্বালানি বহুমুখীকরণের যে প্রস্তাব করা হয়েছে তা হলো-তেল-৫%, আমদানিকৃত কয়লা-২০%, নিজস্ব কয়লা-৩০%, গ্যাস-২৫%, নিউক্লিয়ার, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও আন্তঃদেশীয় সংযোগ-২০%।

১.৩ নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা

নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালায় ২০১৫ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৫% এবং ২০২০ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ১০% নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে ২০১৫ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে ৮০০ মেগাওয়াট এবং ২০২০ সালের মধ্যে ২০০০ মেগাওয়াট পরিবেশ বান্ধব ও নিরাপদ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

১.৪ পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র উৎপাদন পরিকল্পনা

সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদনে বহুমুখী জ্বালানি ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিউক্লিয়ার এনার্জি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় ২০৩০ সালের মধ্যে নিউক্লিয়ার এনার্জি হতে ৪,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনার আওতায় ২০২২ সালের মধ্যে নিউক্লিয়ার এনার্জি হতে ২,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

১.৫ আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিদ্যুৎ আমদানির পরিকল্পনা

বিদ্যুৎ উৎপাদনের দীর্ঘ মেয়াদী মহাপরিকল্পনা পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান-২০১০ এ উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা কার্যক্রমের আওতায় ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতসহ অন্যান্য দেশ হতে ৩,৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির পরিকল্পনা রয়েছে। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে স্বাক্ষরিত ফ্রেমওয়ার্ক সমঝোতা স্মারকের আওতায় ভারতের বহরমপুর হতে বাংলাদেশের ভেড়ামারা পর্যন্ত ১০০ কিঃমিঃ ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন ও ভেড়ামারা HVDC (High Voltage Direct Current) বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র নির্মাণ শেষে নভেম্বর ২০১৩ হতে ভারত থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি শুরু হয়েছে। ভারতের ত্রিপুরা থেকে ১০০ মেগাওয়াটসহ আরও ৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির কার্যক্রম চলছে। গত ২৭/১১/২০১৪ তারিখ নেপালের রাজধানী কাঠমন্ডুতে অনুষ্ঠিত SAARC শীর্ষ সম্মেলনে “SAARC Framework Agreement for Energy Cooperation (Electricity)” স্বাক্ষরিত হয়। বর্তমানে নেপাল, ভূটান, মায়ানমার ও ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে জলবিদ্যুৎ আমদানির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের সাথে আলোচনা অব্যাহত আছে।

১.৬ পুরাতন ও অদক্ষ বিদ্যুৎ কেন্দ্র রি-পাওয়ারিং এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন ১৫/২৫ বছরের পুরাতন ও অদক্ষ বিভিন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র রি-পাওয়ারিং, সিম্পল সাইকেল হতে কন্সট্রাক্ট সাইকেলে রূপান্তর এবং রক্ষণাবেক্ষনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। পুরাতন বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোকে সংস্কার/ পুনর্বাসনের পাশাপাশি কেন্দ্রগুলোর জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যও বেশ কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনায় সিম্পল সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে কন্সট্রাক্ট সাইকেলে রূপান্তরের বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।



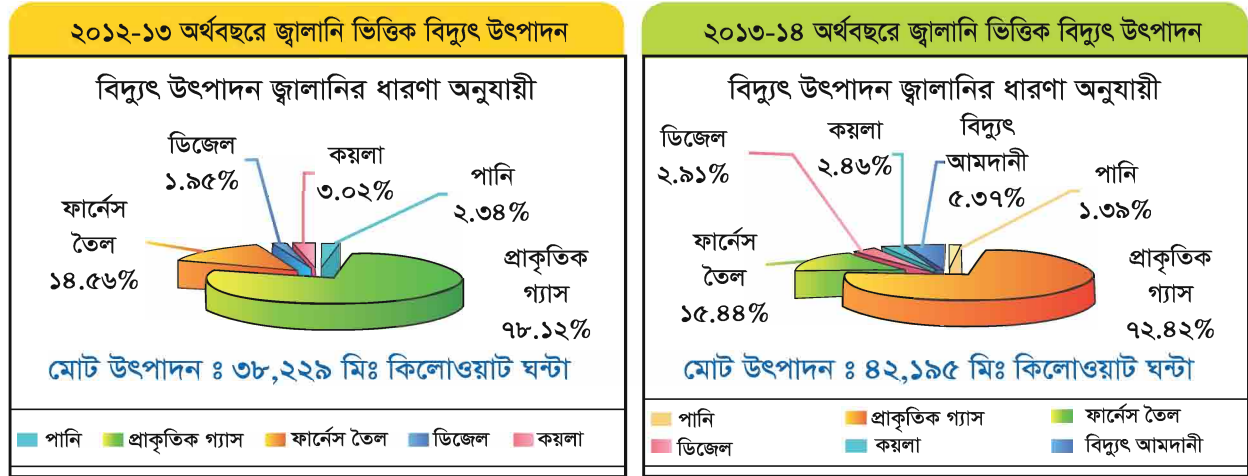
ছবি-৫ : আশুগঞ্জ ৫৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র

১.৭ বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিভিন্ন প্রকার জ্বালানির ব্যবহার পরিকল্পনা

বিভিন্ন প্রকার জ্বালানি পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার দরের পরিবর্তনের ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় পরিবর্তিত হতে থাকে। ফলে উৎপাদন ব্যয় এবং বিদ্যুৎ ট্যারিফের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে কোন প্রকার জ্বালানি হতে কি পরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে তা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া, বিভিন্ন প্রকার জ্বালানি পণ্যের প্রাপ্তব্যতাও বিদ্যুৎ উৎপাদন কৌশলকে প্রভাবিত করে। একইসাথে পরিবেশ-বান্ধব জ্বালানি ব্যবহারের প্রসার, বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, ভবিষ্যতে বিভিন্ন প্রকার জ্বালানি প্রাপ্তব্যতা এবং আন্তর্জাতিক বাজার দর বিবেচনা করে জ্বালানি বৈচিত্রায়ণকে কৌশল হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে ক্রমান্বয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাসের উপর নির্ভরশীলতা কমে আসছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে বর্তমানে মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের ৭৩ শতাংশ গ্যাস হতে উৎপাদিত হচ্ছে, যা ২০০৯ সালে ছিল ৮৯ শতাংশ। নিম্নের সারণিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিভিন্ন প্রকার জ্বালানি ব্যবহারের হার (%) দেখানো হ'ল:

অর্থ বছর	মোট উৎপাদন (মি.কি.ও.ঘ.)	গ্যাস ভিত্তিক	কয়লা ভিত্তিক	তরল জ্বালানি ভিত্তিক	পানি ভিত্তিক	আমদানি ভিত্তিক
২০০৮-০৯	২৬,৫৩৩	৮৮.৪৪	৪.০২	৫.৯৩	১.৬১	--
২০০৯-১০	২৯,২৪৭	৮৯.২১	৩.৫৩	৪.৭৬	২.৫০	--
২০১০-১১	৩১,৩৫৫	৮২.১২	২.৪৯	১২.৬১	২.৭৮	--
২০১১-১২	৩৫,১১৮	৭৯.১৫	২.৫২	১৬.১৩	২.২১	--
২০১২-১৩	৩৮,২২৯	৭৮.১২	৩.০২	১৬.৫১	২.৩৪	--
২০১৩-১৪	৪২,১৯৫	৭২.৪২	২.৪৬	১৮.৩৫	১.৩৯	৫.৩৭
২০১৪-১৫ (সম্ভাব্য)	৪৭,৮৯১	৭০.৪৪	২.০৮	১৯.৬৩	১.৬৮	৬.১৭
২০১৫-১৬ (সম্ভাব্য)	৫৩,৬০০	৭২.৪১	১.৭৮	১৭.৬০	১.৩১	৬.৯০
২০১৬-১৭ (সম্ভাব্য)	৫৯,৭৯৭	৭২.৫৮	১.৬১	১৮.০৩	১.০১	

ছক-৫: বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানির ব্যবহার



চিত্র-৪ : ২০১২-১৩ অর্থবছরে জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন

চিত্র-৫ : ২০১৩-১৪ অর্থবছরে জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন



ছবি ৬ : বড় পুকুরিয়া বিদ্যুৎ কেন্দ্র

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিদ্যুৎ উৎপাদন
পরিকল্পনার বাস্তবায়ন



২.০ বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সরকার ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১১,৫০৯ মেগাওয়াট (ছক-৬) ক্ষমতার ৭৭টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। ৩,৬৩৪ মেগাওয়াট (ছক-৭) ক্ষমতার ১৯টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দরপত্র প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ধরণ	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ)
সরকারি	৩৫	৬৫১৫
রেন্টাল	২০	১৬৫৩
আইপিপি	২২	৩৩৪১
মোট	৭৭	১১,৫০৯

ছক-৬: জানুয়ারি ২০০৯ থেকে এ পর্যন্ত নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের চুক্তি স্বাক্ষর

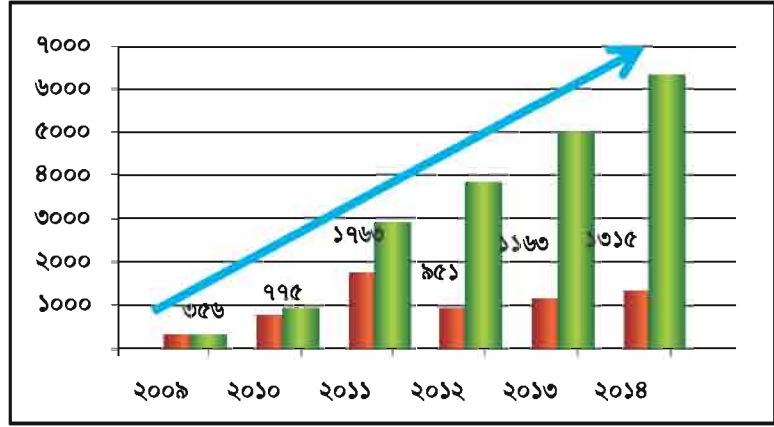
ধাত	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ)
সরকারি	৪	২৯৬
বেসরকারি	১৫	৩,৩৩৮
মোট ১৯	৩,৬৩৪	

ছক-৭: দরপত্র প্রক্রিয়াধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্র

বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিভিন্ন মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে ২০০৯ সাল হতে ২০১৪ সাল পর্যন্ত মোট ৬৩২৩ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৬৫টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। নিম্নে বছরভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন দেখানো হলো:

সাল	মেগাওয়াট
২০০৯	৩৫৬
২০১০	৭৭৫
২০১১	১,৭৬৩
২০১২	৯৫১
২০১৩	১,১৬৩
২০১৪	১,৩১৫
মোট	৬,৩২৩

ছক-৮: বছরভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন



চিত্র-৬: বছরভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন

২.১ পরিকল্পনাধীন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পসমূহ

পরিকল্পনাধীন আমদানিকৃত কয়লাভিত্তিক ৭৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৬টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো:

বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ)	মালিকানা	চালুর সম্ভাব্য সময়	বর্তমান অবস্থা
বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশীপ, রামপাল ১৩২০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৩২০	বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশীপ	জুন ২০১৯	২০ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে PPA এবং IA স্বাক্ষর করা হয়েছে।
মাতারবাড়ি ১২০০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১২০০	সিপিজিসি এল	ডিসেম্বর ২০২১	১৬ জুন ২০১৪ তারিখে JICA এর সাথে Loan Agreement স্বাক্ষর করা হয়েছে।
মহেশখালী ১২০০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১২০০	যৌথ উদ্যোগ (চীন)	জুন ২০২১	২৯ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে BPDB এবং CHMHK এর মধ্যে MOU স্বাক্ষর করা হয়েছে।

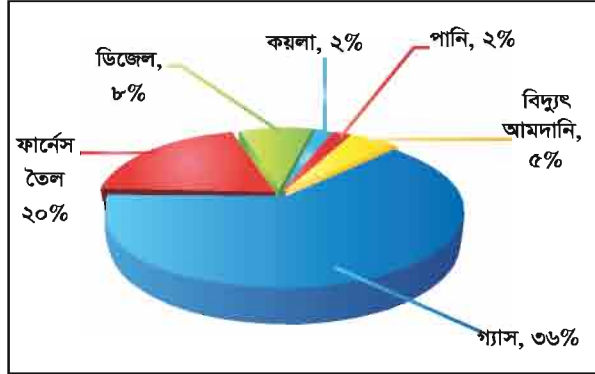
বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ)	মালিকানা	চালুর সম্ভাব্য সময়	বর্তমান অবস্থা
মহেশখালি ১২০০-১৩২০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (JV of BPDB & TNB-PTB, Malaysia)	১২০০	যৌথ উদ্যোগ (মালেশিয়া)	জুন ২০২২	২২ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে BPDB এবং TNB-PTB এর মধ্যে MOU স্বাক্ষর করা হয়েছে।
মহেশখালি ১২০০-১৩২০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ECA Funding)	১২০০	ইসিএ	জুন ২০২২	প্রথম পর্যায়ে দরপত্র মূল্যায়ন চলছে।
পায়রা ১৩২০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (JV of NWPGL & CMC, NWPGL & CMC, CMC, China)	২x৬৬০	যৌথ উদ্যোগ (বাংলাদেশ ও চীন)	ডিসেম্বর'১৮ (১ম ইউনিট) ডিসেম্বর'১৯ (২য় ইউনিট)	৯ জুন ২০১৪ তারিখে NWPGL এবং CMC, China এর মধ্যে যৌথ উদ্যোগ চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পটি বাস্তবায়নকল্পে NWPGL, Bangladesh এবং CMC, China এর যৌথ উদ্যোগে গত ০১/১০/২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ নামে একটি স্বতন্ত্র কোম্পানী গঠন করা হয়। জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।
মোট	৭৩২০			

ছক-৯: পরিকল্পনাধীন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প

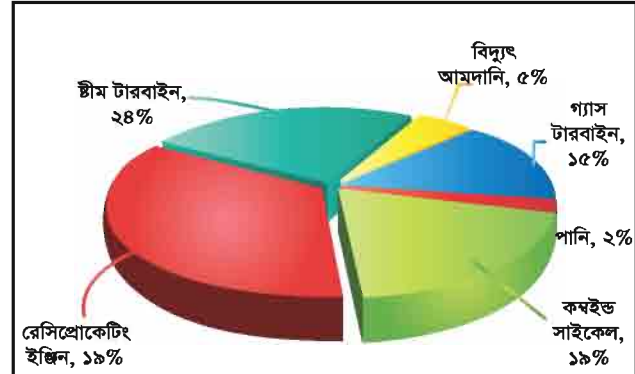
২.২ নিউক্লিয়ার এনার্জি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি

বিদ্যুৎ উৎপাদনের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় ২০৩০ সালের মধ্যে নিউক্লিয়ার এনার্জি হতে ৪,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ২০২২ সালের মধ্যে নিউক্লিয়ার এনার্জি হতে ২,০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে রাশিয়ার সাথে চুক্তি স্বাক্ষর পূর্বক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয় উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

২০১৪ সালে জ্বালানি ও প্রযুক্তি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো:



চিত্র-৭ : জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (২০১৪)



চিত্র-৮ : প্রযুক্তি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (২০১৪)

২.৩ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

পরিকল্পনা অনুযায়ী কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য 'কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী অব বাংলাদেশ' গঠন করা হয়েছে এবং ভারতের NTPC ও বাংলাদেশের BPDB এর যৌথ উদ্যোগে রামপালে ১৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য Bangladesh-India Friendship Power Company গঠন করে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম এগিয়ে চলেছে।

সরকারি ও বেসরকারিভাবে ১৪২৬ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। চীনের সহযোগিতায় মহেশখালী ১৩০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য MOU স্বাক্ষর করা হয়েছে। মালয়েশিয়ার আর্থিক সহায়তায় মহেশখালী ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য MOU স্বাক্ষরপূর্বক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী অব বাংলাদেশ কর্তৃক মাতারবাড়ি ১২০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য JICA এর সাথে Loan Agreement স্বাক্ষর করা হয়েছে।

২০২৪ সালের মধ্যে প্রায় ১২,০০০ মেগাওয়াট এবং ২০৩০ সালের মধ্যে প্রায় ২০,০০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। নিম্নে কয়লাভিত্তিক নির্মাণাধীন, দরপত্র প্রক্রিয়াধীন ও পরিকল্পনাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রে তথ্য দেয়া হলো:

২.৩.১ নির্মাণাধীন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

১৪২৬ মেগাওয়াট ক্ষমতার নিম্নে উল্লিখিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ নির্মাণাধীন রয়েছে:

বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	স্থাপিতক্ষমতা (মেঃওঃ)	মালিকানা	জ্বালানি	চালুর সম্ভাব্য সময়	বর্তমান অবস্থা
বড়পুকুরিয়া ২৭৫ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৩য় ইউনিট)	২৭৫	বিপিডিবি	কয়লা	মার্চ, ২০১৮	০৪/০৭/২০১৩ ইং তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে।
মাওয়া, মুন্সীগঞ্জ ৫২২ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫২২	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	জুলাই, ২০১৮	অগ্রগতিঃ ৩% [Financial Closing হয় নাই, Soil Test শুরু হয়েছে]
খুলনা ৫৬৫ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৬৩০	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	জুলাই, ২০১৮	অগ্রগতিঃ ৩% [জমি ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে]
মোট	১৪২৬				

ছক-১০: নির্মাণাধীন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

২.৩.২ দরপত্র প্রক্রিয়াধীন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন আমদানিকৃত কয়লাভিত্তিক ২৪২৩ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৫টি আইপিপি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য LOI ইস্যু করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ)	চালুর সম্ভাব্য সময়
ঢাকা ২৮২ মেঃওঃ প্রকল্প	২৮২	জুন, ২০১৯
চট্টগ্রাম ২৮২ মেঃওঃ প্রকল্প	২৮২	জুন, ২০১৯
চট্টগ্রাম ৬১২ মেঃওঃ প্রকল্প	৬১২	মার্চ, ২০২০
চট্টগ্রাম ৬১২ মেঃওঃ প্রকল্প	৬১২	জানুয়ারি, ২০২১
ঢাকা ৬৩৫ মেঃওঃ প্রকল্প	৬৩৫	মার্চ, ২০২০
মোট	২৪২৩	

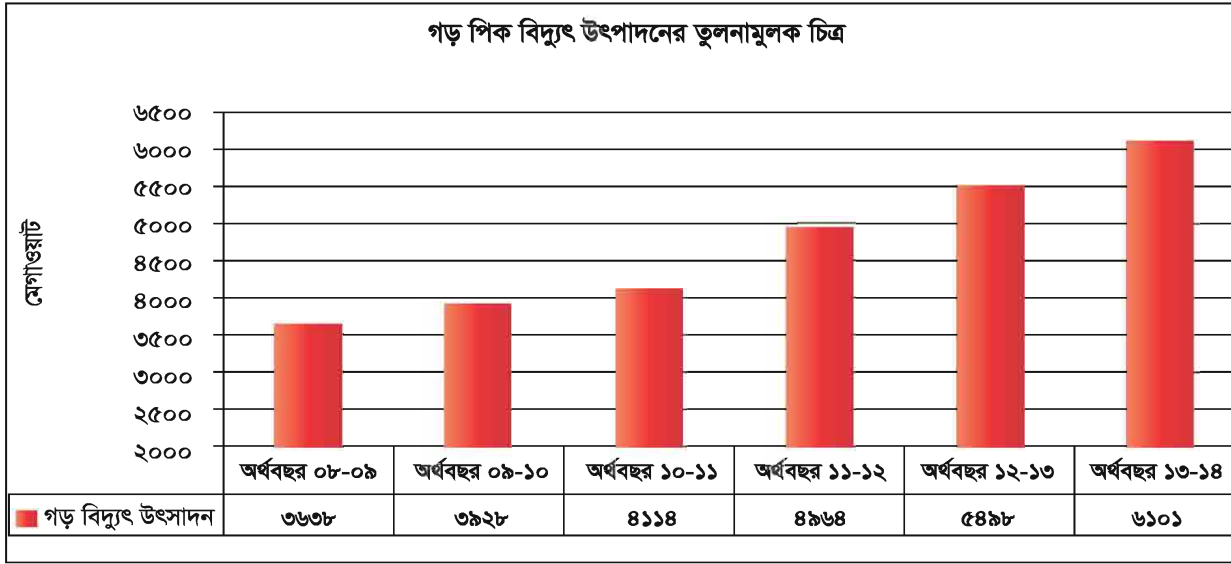
ছক-১১: টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন আমদানিকৃত কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র



ছবি-৭ : বিদ্যুৎ সপ্তাহ ২০১৪ উদযাপন

৪.৪ বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র

- ২০১২-১৩ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১০% উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত অর্থবছরের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে, ২০০৭-০৮ অর্থবছরের তুলনায় ১০৭%, ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরের তুলনায় ৬৫%, ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের তুলনায় ৬২%, ২০১০-১১ অর্থবছরের তুলনায় ২৯% এবং ২০১১-১২ অর্থবছরের তুলনায় এ উৎপাদন ক্ষমতা ২১% বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৬,৮৩৪ মেগাওয়াট (১৫ জুন, ২০১৩ তারিখে)। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে সর্বোচ্চ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৭,৪১৮ মেগাওয়াটে দাঁড়ায় (১৮ জুলাই, ২০১৪ তারিখে)। ২০০৮-০৯ অর্থবছর হতে ২০১৩-১৪ অর্থবছর পর্যন্ত গড় পিক উৎপাদনের পরিমাণের নিম্নের লেখচিত্রে দেখানো হলো। উল্লেখ্য যে, ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে গড় পিক উৎপাদনের পরিমাণ ৬,১০১ মেগাওয়াট যা ২০১২-১৩ অর্থ বছরের গড় পিক উৎপাদন হতে ৬০৩ মেগাওয়াট বেশি।



চিত্র-৯: গড় পিক বিদ্যুৎ উৎপাদন

২০১২-১৩ অর্থ বছরে সরকারি এবং বেসরকারি খাতে মোট ৩৮,২২৯ মি.কি.ও.ঘ. নীট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছিল। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে সরকারি ও বেসরকারিখাতে নীট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৪২,১৯৫ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ারে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ ২০১২-১৩ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ১০.৩৭% নীট বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।



ছবি-৮ : উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে গার্মেন্টস শ্রমিকদের অবদান



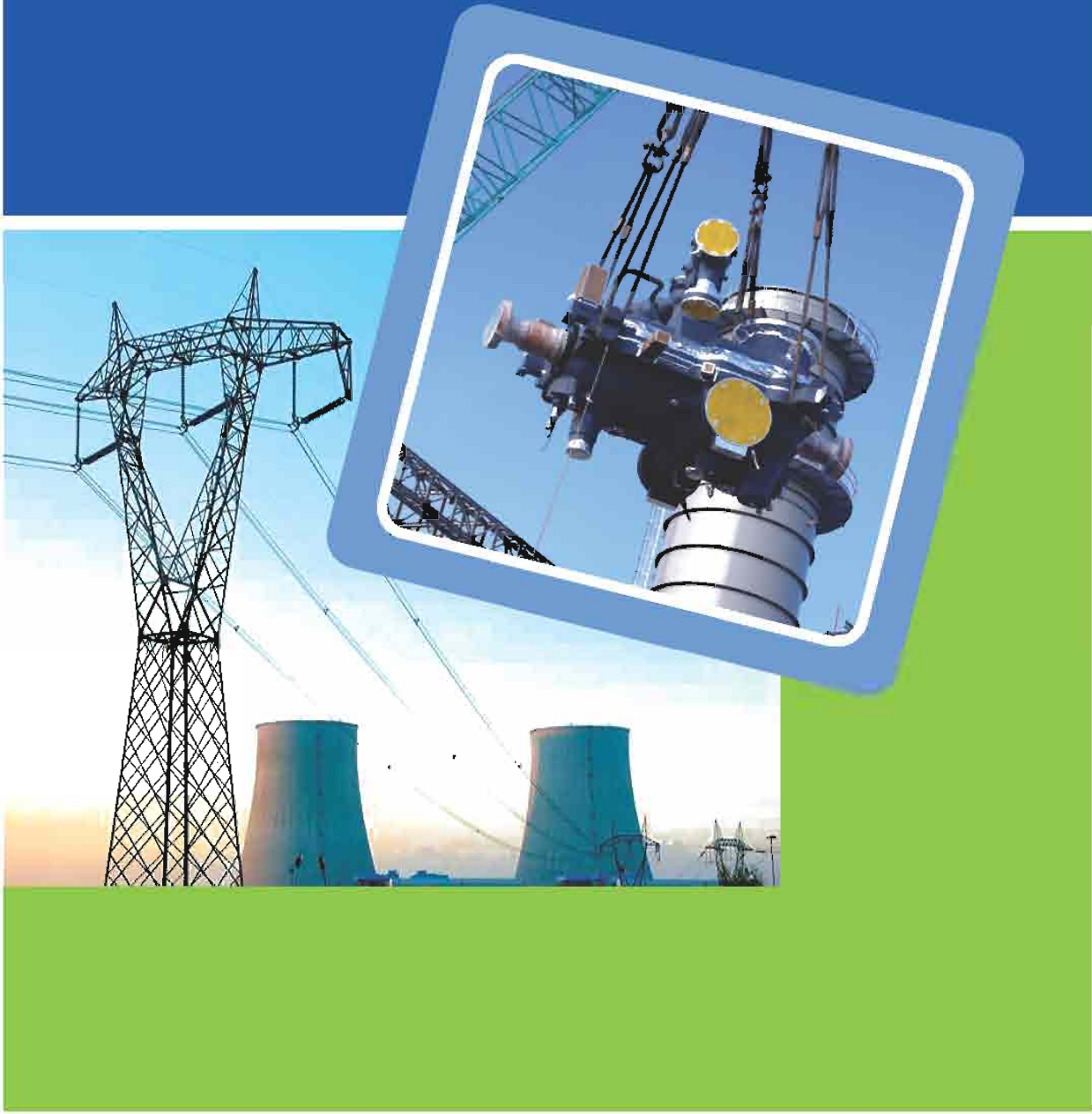
ছবি-৯ : সিরাজগঞ্জ ১৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র



ছবি-১০ : ৩৩ কেভি সাবস্টেশন

তৃতীয় অধ্যায়

সঞ্চালন খাত



৩.০ সঞ্চালন ব্যবস্থা

বিদ্যুৎ খাতে স্বচ্ছতা আনয়ন ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিতকরণের লক্ষ্যে ভার্টিক্যাল সেপারেশনের মাধ্যমে ১৯৯৬ সালে সঞ্চালন খাতকে উৎপাদন ও বিতরণ খাত থেকে পৃথকীকরণ করা হয়। পিজিসিবি সারা দেশে নিরবচ্ছিন্ন ও দক্ষ বিদ্যুৎ সঞ্চালন সিস্টেম নেটওয়ার্ক নির্মাণের পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষনসহ জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সঞ্চালন গ্রীড নির্মাণ ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে থাকে। পিজিসিবি উৎপাদন কেন্দ্র হতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ৪০০ কেভি, ২৩০ কেভি এবং ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিতরণ প্রাপ্তে পৌঁছে দিয়ে থাকে এবং এ জন্য বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীসমূহের নিকট হতে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হারে লুইলিং চার্জ গ্রহণ করে থাকে।

৩.১ এক নজরে সঞ্চালন খাত (জুন ২০১৪)

◆ ৪০০ কেভি সঞ্চালন বিদ্যুৎ কেন্দ্র	:	১ টি (৫০০ মেঃওঃ HVDC Back to Back গ্রীড সাব স্টেশন)
◆ মোট সঞ্চালন লাইন	:	৯,৫৩৬ সার্কিট কিলোমিটার
◆ ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন	:	১৬৫ সার্কিট কিলোমিটার
◆ ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন	:	৩,০৬৬ সার্কিট কিলোমিটার
◆ ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন	:	৬,৩০৫ সার্কিট কিলোমিটার
◆ গ্রীড উপকেন্দ্রের মোট ক্ষমতা	:	২৩,০০০ এমভিএ
◆ ২৩০/১৩২ কেভি গ্রীড উপকেন্দ্র	:	২০ টি (৯,৩২৫ এমভিএ)
◆ ১৩২/৩৩ কেভি গ্রীড উপকেন্দ্র	:	১০৮ টি (১৩,৬৭৪ এমভিএ)

৩.২ সঞ্চালন ব্যবস্থার উন্নয়ন পরিকল্পনা

বিদ্যুৎ সমস্যার সমন্বিত ও টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সুষ্ঠু ও নিরবচ্ছিন্নভাবে সঞ্চালনের জন্য সঞ্চালন ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে 'সবার জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা' সৃষ্টির লক্ষ্যে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সুষ্ঠু ও নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্রাহক প্রাপ্তে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে প্রায় ৮.৫ হাজার কিলোমিটার ৪০০ কেভি, ২৩০ কেভি এবং ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন এবং প্রায় ৪৭.৫ হাজার এমভিএ (৪০০/২৩০, ২৩০/১৩২ এবং ১৩২/৩৩ কেভি) এবং ১৬০০ মেঃওঃ (HVDC) ক্ষমতার গ্রীড উপকেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

৩.৩ চলমান ও পরিকল্পনাধীন প্রকল্প

সরকারের সময়োচিত বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিভিন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সুষ্ঠু ও বিভ্রাটহীনভাবে সারা দেশে পৌঁছানোর জন্য বিভিন্ন ভোল্টেজ লেভেলে পিজিসিবির সঞ্চালন লাইন ও গ্রীড উপকেন্দ্র নির্মাণ/ক্ষমতাবর্ধনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। নিম্নে চলমান প্রকল্প এবং পরিকল্পনাধীন প্রকল্পের তালিকা প্রদান করা হলো:

৩.৪ চলমান সঞ্চালন প্রকল্পসমূহ

বর্তমানে ১১টি চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সঞ্চালন অবকাঠামো সম্প্রসারণের কাজ পূর্ণদ্যোমে চালানো হচ্ছে। আগামী ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত বিদ্যুতের সঞ্চালন লাইন এবং উপকেন্দ্র নির্মাণ কার্যক্রম নিম্নে দেয়া হলো:

ক্রঃ নং	সঞ্চালন লাইন	অর্থায়ন	সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ
০১	আমিনবাজার ওল্ড এয়ারপোর্ট ২৩০ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন এন্ড এসোসিয়েটেড সাব-স্টেশনস	এডিবি	ডিসেম্বর ২০১৪
০২	সিদ্ধিরগঞ্জ-মানিকগর ২৩০ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন	বিশ্বব্যাংক	জুন ২০১৫
০৩	বিবিয়ানা-কালিয়াকৈর ৪০০ কেভি এবং ফেঞ্চুগঞ্জ-বিবিয়ানা ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প	ইডিসিএফ, কোরিয়া এবং বাংলাদেশ সরকার	জুন ২০১৭
০৪	জাতীয় গ্রীড নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প	জাইকা	জুন ২০১৭
০৫	পূর্বাঞ্চলীয় ১৩২ কেভি গ্রীড নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প	এডিবি	জুন ২০১৬
০৬	৪০০/২৩০/১৩২ কেভি গ্রীড নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট	আইডিবি এবং এডিবি	জুন ২০১৭

বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০১৩-১৪

ক্রঃ নং	সঞ্চালন লাইন	অর্থায়ন	সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ
০৭	গ্রীড উপকেন্দ্র ও সঞ্চালন লাইনের ক্ষমতা বর্ধিতকরণ প্রকল্প	বিশ্বব্যাংক	জুন ২০১৭
০৮	আশুগঞ্জ-ভুলতা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প	বাংলাদেশ সরকার ও নিজস্ব অর্থায়ন	জুন ২০১৫
০৯	বরিশাল-ভোলা-বোরহানউদ্দিন ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প	নিজস্ব অর্থায়ন	ডিসেম্বর ২০১৪
১০	কুলাউড়া ও শেরপুরে আন্তঃসংযোগ লাইনসহ দুইটি নতুন উপকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প	নিজস্ব অর্থায়ন	ডিসেম্বর ২০১৫
১১	গোয়ালপাড়া-বাগেরহাট ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প	নিজস্ব অর্থায়ন	জুন ২০১৫

ছক-১২: চলমান সঞ্চালন প্রকল্প

৩.৫ পরিকল্পনাধীন সঞ্চালন প্রকল্পসমূহ

বর্তমান সরকারের গৃহীত বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা অনুযায়ী পিজিসিবি'র ২০১৫-২০২১ সালের পরিকল্পনায় ২২টি উন্নয়ন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের জন্য জিওবি'র অর্থায়নসহ বৈদেশিক অর্থায়নের প্রয়োজন হবে। বৈদেশিক অর্থায়ন সংগ্রহের জন্য ইতোমধ্যে ইআরডি'র মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে। অর্থায়নের বিষয়টি নিশ্চিত হলে প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন কাজ হাতে নেয়া সম্ভব হবে। পিজিসিবি'র পরিকল্পনাধীন প্রকল্পসমূহের তালিকা নিরূপণ:

ক্রঃ নং	সঞ্চালন লাইন	সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ
০১	পূর্বাঞ্চলীয় আন্তঃসংযোগ প্রকল্প	ডিসেম্বর ২০১৫
০২	বর্তমান বাংলাদেশ (ভেড়ামারা)-ভারত (বহরমপুর) গ্রীড আন্তঃসংযোগের ক্ষমতা বর্ধিতকরণ (৫০০ মেগাওয়াট) প্রকল্প	জুন ২০১৭
০৩	মহেশখালী-মদুনাঘাট ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প	জুন ২০১৯
০৪	ওয়েস্টার্ন গ্রীড নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট	জুন ২০১৮
০৫	এনার্জি ইফিসিয়েন্সি ইন গ্রীড বেইজড পাওয়ার সাপ্লাই প্রজেক্ট	জুন ২০১৮
০৬	আমিনবাজার-মাওয়া-মংলা ৪০০ কেভিসঞ্চালন লাইন প্রকল্প	জুন ২০১৭
০৭	মেঘনাঘাট-মদুনাঘাট-মাতারবাড়ী ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প	২০১৭-২০২১
০৮	পটুয়াখালী-গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প	জুন ২০২১
০৯	রূপপুর - গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন এবং গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি সুপার গ্রীড স্টেশন প্রজেক্ট	জুন ২০২০
১০	বড়পুকুরিয়া-বগুড়া-কালিয়াকৈর ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প	জুন ২০১৯
১১	সাব-স্টেশন রিনোভেশন এন্ড ট্রান্সমিশন ইফিসিয়েন্সি প্রজেক্ট	জুন ২০২০
১২	পশ্চিমাঞ্চলীয় ২৩০/১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প	জুন ২০২০
১৩	সিল্প সাব-স্টেশন প্রজেক্ট এ্যাট নর্দার্ন জোন	জুন ২০২১
১৪	কালিয়াকৈর-টাঙ্গাইল-মুন্সিগঞ্জ সঞ্চালন লাইন প্রকল্প	জুন ২০২১
১৫	ঢাকায় পাঁচটি গ্রীড উপকেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প	জুন ২০২১
১৬	পূর্বাঞ্চলীয় গ্রীড নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২)	জুন ২০২১
১৭	গ্রীড উপকেন্দ্র ও সঞ্চালন লাইনের ক্ষমতা বর্ধিতকরণ প্রকল্প (ফেজ-২)	জুন ২০২০
১৮	ঢাকা জোন ২৩০/১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প	জুন ২০২০
১৯	ওয়েস্টার্ন গ্রীড নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (ফেজ-২)	জুন ২০২১
২০	আনোয়ারা-রামপুরা ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প	জুন ২০২০
২১	উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় আন্তঃসংযোগ প্রকল্প	জুন ২০২০
২২	রূপপুর-বগুড়া ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প	জুন ২০২০

ছক-১৩: পরিকল্পনাধীন সঞ্চালন প্রকল্প

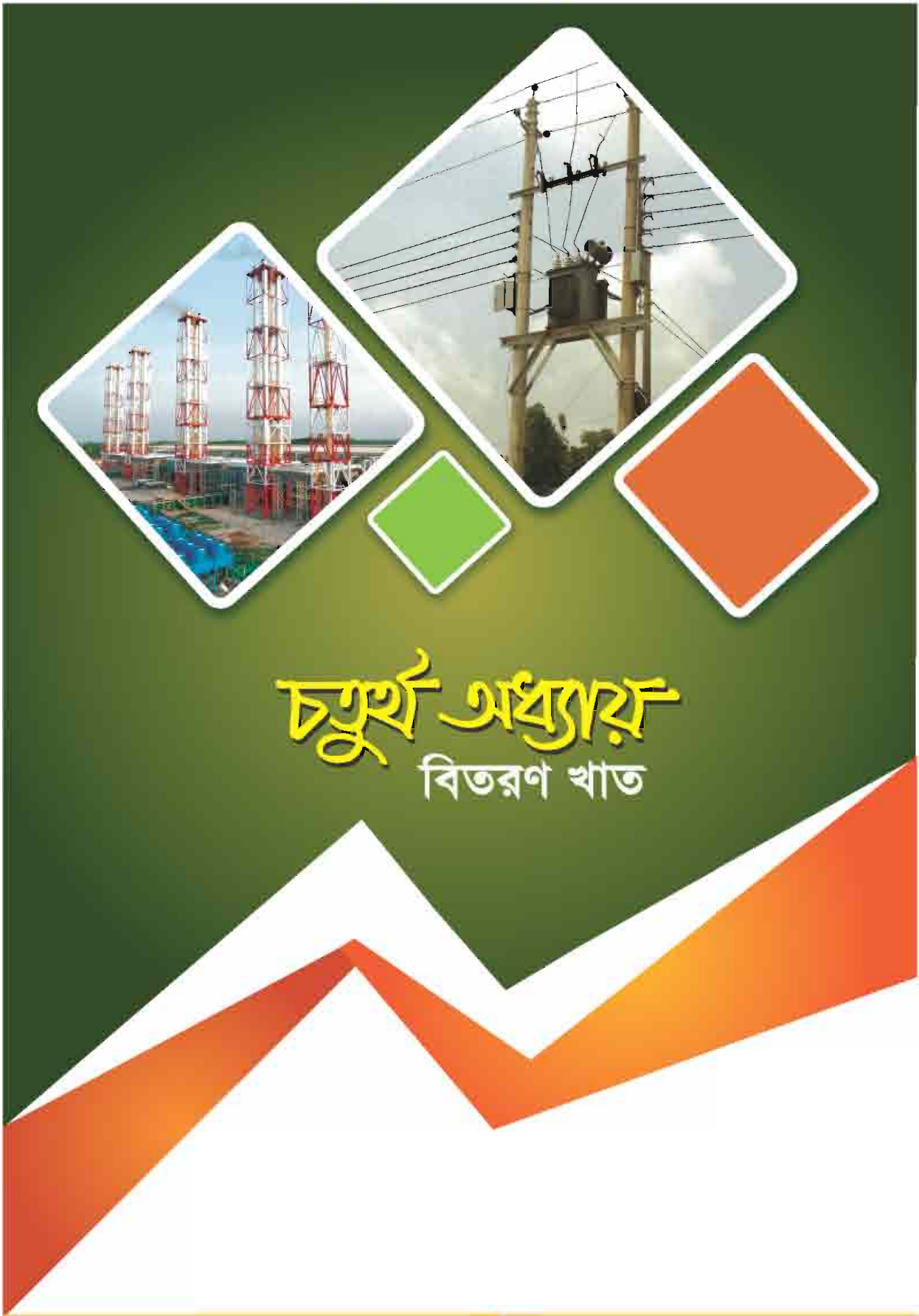


৩.৬ বাংলাদেশ-ভারত সঞ্চালন লাইন

আন্তর্গদেশীয় সহযোগিতার মাধ্যমে বিদ্যুৎ আমদানির লক্ষ্যে ভেড়ামারায় বাংলাদেশ-ভারত বিদ্যুৎ সঞ্চালন কেন্দ্রটি নির্মাণ শেষে গত ০৫ অক্টোবর, ২০১৩ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ-ভারত প্রথম বিদ্যুৎ সঞ্চালন কেন্দ্রটি উদ্বোধনের মাধ্যমে আন্তর্গদেশীয় বিদ্যুৎ আমদানীর ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেন। এ প্রকল্পের আওতায় ভারত অংশে ৭৪ কিলোমিটার এবং বাংলাদেশ অংশে ২৭ কিলোমিটার ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মানসহ ৪০০ কেভি HVDC (High Voltage Direct Current) গ্রীড উপকেন্দ্রের কাজ শেষে। বর্তমানে ভারত হতে প্রায় ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে। ভেড়ামারা-বহরমপুর গ্রীড লাইনের মাধ্যমে ভারত হতে আরও ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির লক্ষ্যে ভেড়ামারায় দ্বিতীয় ৫০০ মেগাওয়াট HVDC সাব-স্টেশন নির্মাণের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। অপরদিকে পালাটোনা, ত্রিপুরা হতে কুমিল্লায় ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির লক্ষ্যে ত্রিপুরা ও কুমিল্লার মধ্যে ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট এসি সঞ্চালন লাইন নির্মাণের কাজ চলছে।



ছবি-১১ : বাংলাদেশ-ভারত বিদ্যুৎ সঞ্চালন কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন



চতুর্থ অধ্যায়

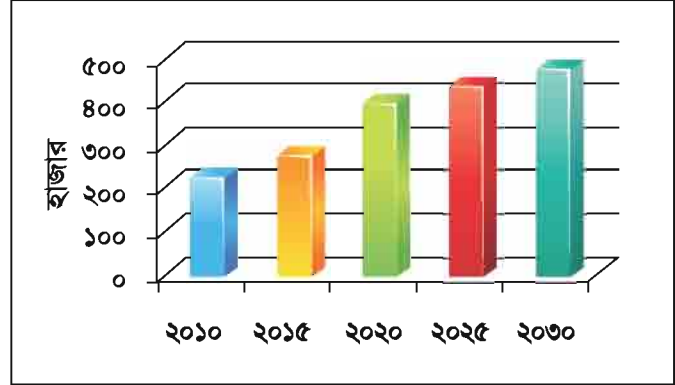
বিতরণ খাত

৪.০ বিতরণ ব্যবস্থা

বর্তমানে বাংলাদেশে ৫টি বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী রয়েছে যথা- বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো), বাংলাদেশ পল্লীবিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো), ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ (ডিপিডিসি), ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিঃ (ডেসকো) এবং ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ (ওজোপাডিকো)। সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি উৎপাদিত বিদ্যুৎ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বিতরণ খাতে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। বর্তমানে পাঁচটি বিতরণ সংস্থার আওতায় মোট বিতরণ লাইনের পরিমাণ ৩,০৮,৩৭২ কিলোমিটার।

৪.১ উন্নয়ন পরিকল্পনা

সরকার ঘোষিত ভিশন-২০২১ অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের সকল অবিদ্যুতায়িত গ্রাম পর্যায়ক্রমে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছানোর লক্ষ্যে অতিরিক্ত ১লক্ষ কি.মি. লাইন নির্মাণের একটি মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া আরও নতুন নতুন লাইন নির্মাণের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে মোট বিতরণ লাইনের পরিমাণ ৪,৭৩,০০০ কিলোমিটারে উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বিতরণ লাইন নির্মাণের পাশাপাশি সুষ্ঠু ও নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ বিতরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অনুযায়ী ৩৩/১১ কেভি এবং ৩৩/০.৪ কেভি বিতরণ উপকেন্দ্র নির্মাণ ও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে।



চিত্র-১০: বছরওয়ারি বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন

৪.২ বিগত পাঁচ বছরে সংস্থাভিত্তিক বিতরণ লাইন নির্মাণ

- ❖ বাপবিবো : ৩৪,৩৪৭ কিলোমিটার
- ❖ বিউবো : ৪,৬৮৫ কিলোমিটার
- ❖ ডেসকো : ৮২০ কিলোমিটার
- ❖ ওজোপাডিকো : ২,৪৪৩ কিলোমিটার
- ❖ ডিপিডিসি : ৪০৫ কিলোমিটার
- মোট : ৪২,৭০০ কিলোমিটার

৪.৩ বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র

সরকার বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে পুরাতন ওভারলোডেড সাব-স্টেশন এর ক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি নতুন বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এতে বিদ্যুৎ খাতে গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধির পাশাপাশি সিস্টেম লস হ্রাস করা সম্ভব হচ্ছে। বিদ্যুৎ সংস্থা/কোম্পানীসমূহের বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রের সংখ্যা ও ক্ষমতা নিম্নের ছকে উল্লেখ করা হল:

সংস্থার নাম	উপকেন্দ্রের সংখ্যা		উপকেন্দ্রের ক্ষমতা (এমভিএ)	
	২০০৯ সালের শুরুতে	অক্টোবর ২০১৪	২০০৯ সালের শুরুতে	অক্টোবর ২০১৪
বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	১৪৩	১৫৩	২৪৩৯	৩৬৩৮
বাংলাদেশ পল্লীবিদ্যুতায়ন বোর্ড	৪৯৬	৬২৮	৫১৩০	৬২৫০
ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ	৪৮	৫৬	৩৩৮৭	৪৪৭০
ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিঃ	২০	৩১	৯৯৪	২০৫৫
ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ	৬১	৬৩	১৩৩০	১৫২০
মোট	৬৯২	৯২৬	১৩২৮০	১৮৩৯৫

ছক-১৪: বিদ্যুৎ বিতরণ উপকেন্দ্রের সংখ্যা ও ক্ষমতা

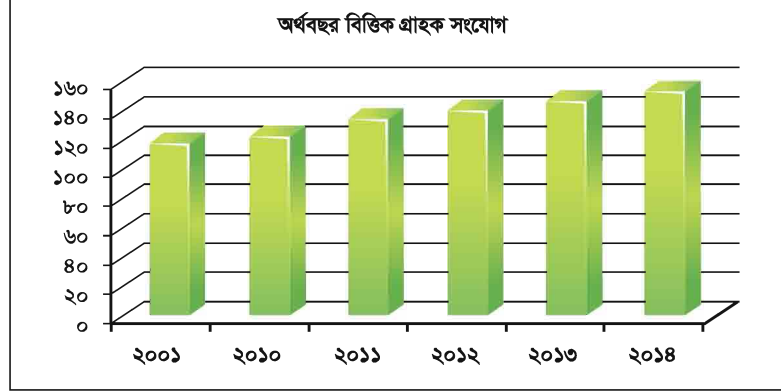
৪.৪ গ্রাহক সংখ্যা

বিদ্যুৎ সংস্থা/কোম্পানীসমূহের গ্রাহক সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্রুত গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বিদ্যুতের চাহিদাও উর্ধ্বগতিতে বেড়ে চলেছে। বর্তমানে বিদ্যুৎ খাতে প্রায় ১ কোটি ৫৬ লক্ষ গ্রাহক রয়েছে।

২০০৯ হতে ২০১৪ অর্থবছরে গ্রাহক সংযোগ প্রদান

অর্থবছর	সংখ্যা (লক্ষ)
২০০৯	১১৯
২০১০	১২৩
২০১১	১৩৫
২০১২	১৪২
২০১৩	১৪৭
২০১৪	১৫৪

ছক-১৫: অর্থবছর ভিত্তিক গ্রাহক সংখ্যা



চিত্র-১১: অর্থবছর ভিত্তিক সিস্টেম লস

৪.৫ সিস্টেম লস

সরকার বিদ্যুতের সিস্টেম লস গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে হ্রাসকরণের লক্ষ্যে বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক তা তদারকিকরণের ফলে বিদ্যুৎ বিতরণের সিস্টেম লস ২০০৯ সালের ১৪.৩৩% হতে বর্তমানে ১১.৯৬% এ হ্রাস পেয়েছে। নিম্নে ২০০৫-০৬ থেকে ২০১৩-১৪ পর্যন্ত বিদ্যুতের সিস্টেম লসের পরিসংখ্যান দেখানো হলো:

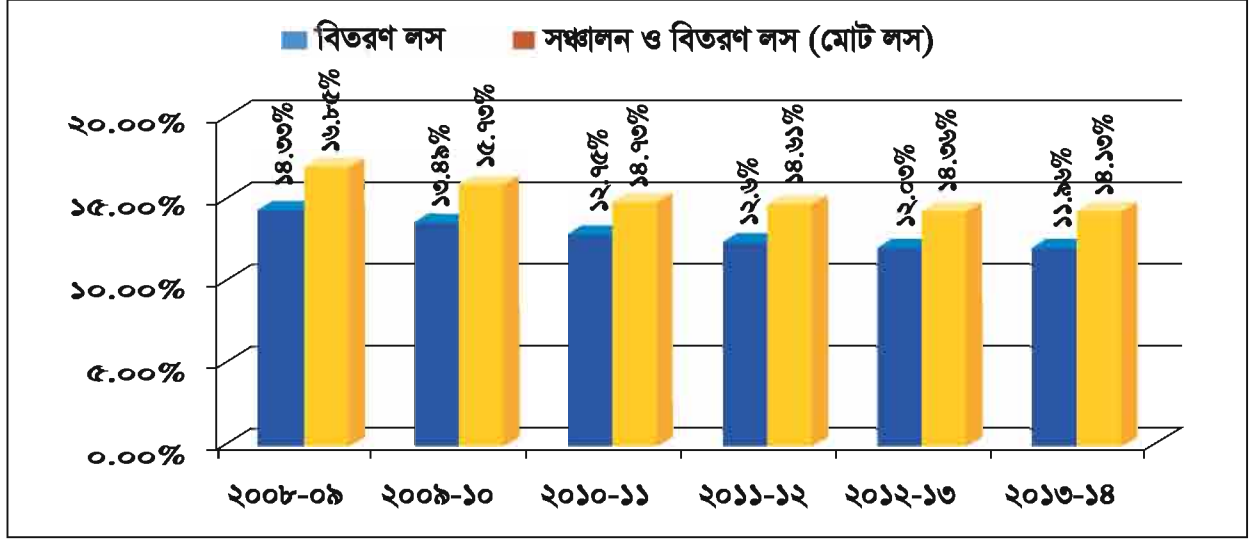
অর্থ বছর	বিতরণ লস	সঞ্চালন ও বিতরণ লস (মোট লস)
২০০৮-০৯	১৪.৩৩%	১৬.৮৫%
২০০৯-১০	১৩.৪৯%	১৫.৭৩%
২০১০-১১	১২.৭৫%	১৪.৭৩%
২০১১-১২	১২.২৬%	১৪.৬১%
২০১২-১৩	১২.০৩%	১৪.৩৬%
২০১৩-১৪	১১.৯৬%	১৪.১৩%

ছক-১৬: অর্থবছর ভিত্তিক সিস্টেম লস



ছবি-১২ : বিদ্যুতের বিতরণ সিস্টেম

২০০৮-০৯ থেকে ২০১৩-১৪ পর্যন্ত বিদ্যুতের সিস্টেম লসের পরিসংখ্যান নিম্নে লেখচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো:



চিত্র : ১২ অর্থবছর ভিত্তিক সিস্টেম লস

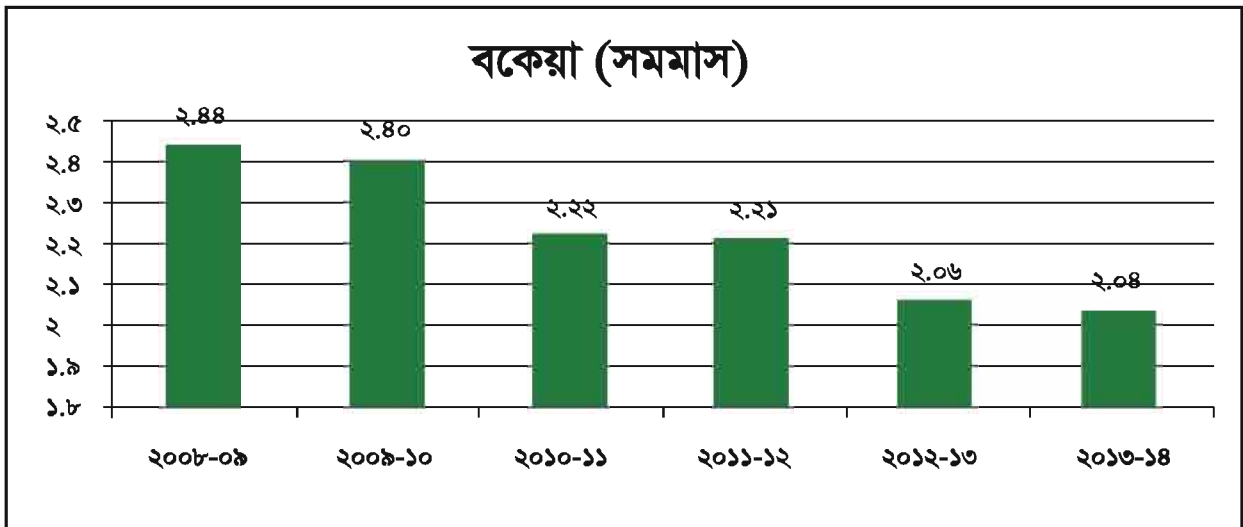
৪.৬ বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া

বিদ্যুৎ খাতের সংস্থা/কোম্পানীসমূহে আর্থিক স্বচ্ছলতা আনয়নের লক্ষ্যে বিদ্যুতের বকেয়া নূন্যতম পর্যায়ে হ্রাসকরণের জন্য সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারী বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থাসমূহ নিয়মিতভাবে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ না করায় বিপুল অংকের বিদ্যুৎ বিল বকেয়া পড়ে আছে। তবে তদারকি জোরদার করে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করায় বিগত কয়েক বছরের বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। নিম্নে ২০০৮-০৯ থেকে ২০১৩-১৪ পর্যন্ত বকেয়ার পরিসংখ্যান দেখানো হলো:

অর্থ বছর	বকেয়া (সমমাস)
২০০৮-০৯	২.৪৪
২০০৯-১০	২.৪০
২০১০-১১	২.২২
২০১১-১২	২.২১
২০১২-১৩	২.০৬
২০১৩-১৪	২.০৪

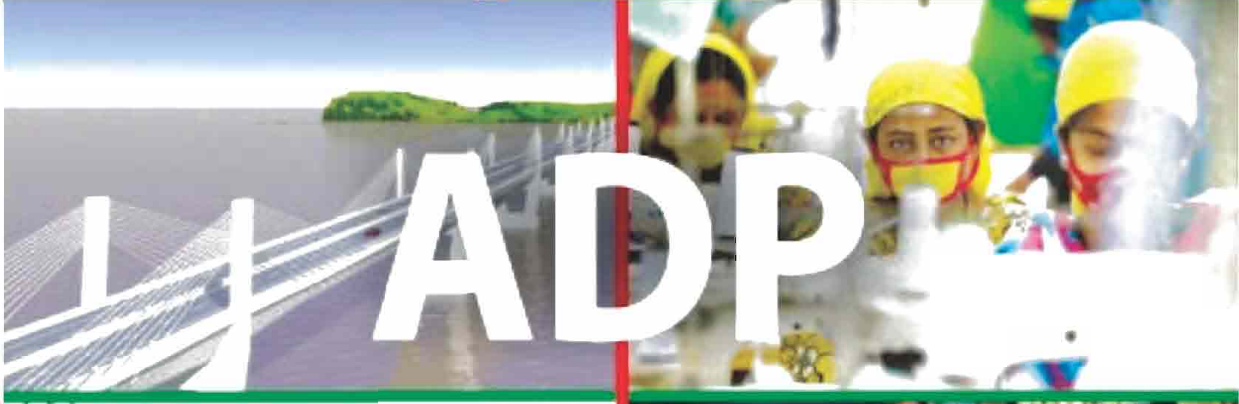
ছক ১৭ : অর্থবছর ভিত্তিক বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া

২০০৮-০৯ থেকে ২০১৩-১৪ পর্যন্ত বকেয়ার পরিসংখ্যান নিম্নের লেখচিত্রে দেখানো হলো:



চিত্র ১৩ : অর্থবছর ভিত্তিক বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া

বার্ষিক প্রতিবেদন
অর্থবছর ২০১৩-১৪

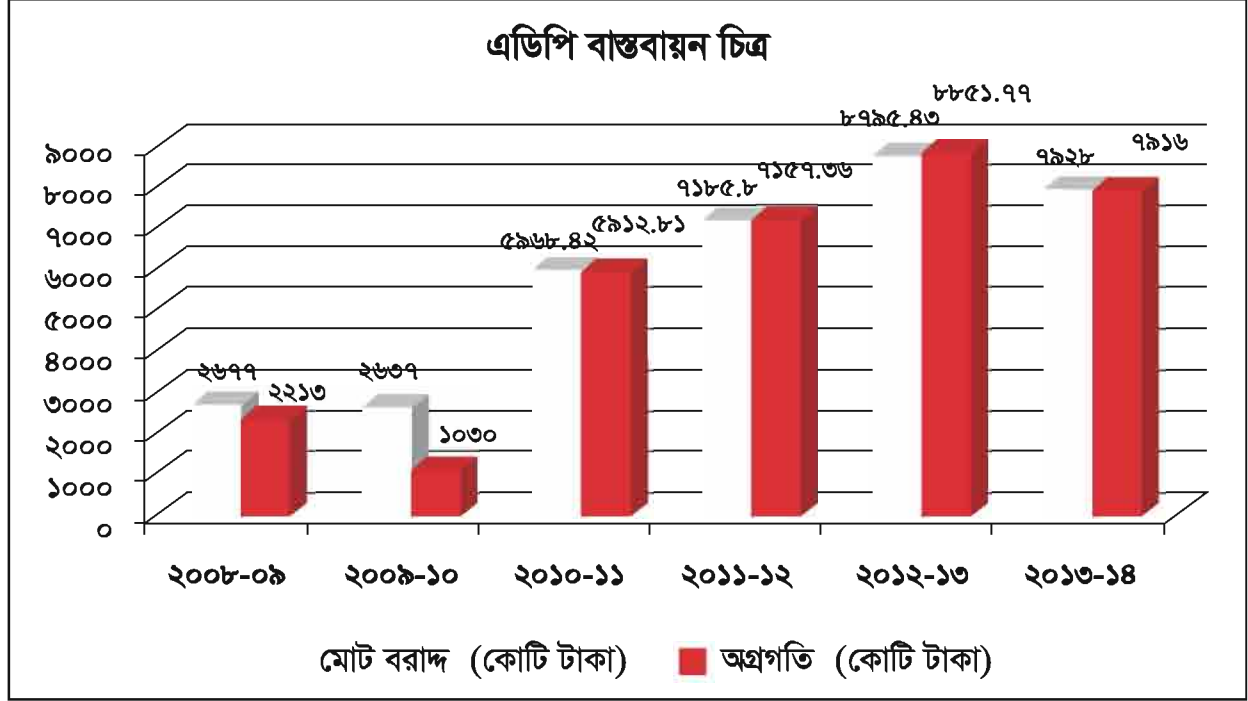


প্রথম অধ্যায়
বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা
বাস্তবায়ন

৫.০ এডিপি বাস্তবায়ন

৫.১ উন্নয়ন বাজেট

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের এডিপি'তে বিদ্যুৎ সেক্টরের বিভিন্ন সংস্থা/ কোম্পানির আওতাভুক্ত প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৭,৯২৮ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। উক্ত বরাদ্দের বিপরীতে জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৭,৯১৬ কোটি টাকা অর্থাৎ বরাদ্দের ৯৯.৮৫%।



চিত্র-১৪ : উন্নয়ন বাজেট

৫.২ মধ্যমেয়াদী বাজেট

২০০৯ সালে প্রথম বারের মতো বিদ্যুৎ বিভাগকে মধ্যমেয়াদী বাজেট অবকাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করে ৩ বছর মেয়াদী বাজেট প্রণয়ন করা হয়। অর্থ বিভাগ ২০১০-১১, ২০১১-১২, ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বিদ্যুৎ বিভাগের জন্য সম্ভাব্য আয় সীমা যথাক্রমে ২৩৪.২৯ কোটি টাকা, ২৫৭.৭২ কোটি টাকা ও ৩০৯.২৬ কোটি টাকা এবং সম্ভাব্য ব্যয় সীমা যথাক্রমে ৩,৮০১ কোটি টাকা, ৪,৫১০ কোটি টাকা ও ৫,৩৮৬ কোটি টাকা নির্ধারণ করে। এরপর ৫ বছরের জন্য মধ্যমেয়াদী বাজেট প্রণয়ন করা হয়। ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বিদ্যুৎ বিভাগের জন্য সম্ভাব্য আয় সীমা যথাক্রমে ৮,৯৬৬ কোটি ০৯ লক্ষ, ৯,৮৬২ কোটি ৭০ লক্ষ, ১০,৮৪৮ কোটি ৯৮ লক্ষ ও ১১,৯৩৩ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

৫.২.১ কৌশলগত মধ্যমেয়াদী উদ্দেশ্য ও প্রধান কার্যক্রমসমূহ

ক্র.নং	কৌশলগত মধ্যমেয়াদী উদ্দেশ্য	প্রধান কার্যক্রম
০১	মানসম্পন্ন নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ	<p>উৎপাদন:</p> <ul style="list-style-type: none"> বেসরকারিখাতে নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ সরকারি খাতে নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ; বিদ্যমান বিদ্যুৎ কেন্দ্র মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ এবং আধুনিকায়ন। <p>সঞ্চালন:</p> <ul style="list-style-type: none"> নতুন সঞ্চালন লাইন নির্মাণ ও ক্ষমতাবর্ধন; নতুন গ্রীড উপকেন্দ্র নির্মাণ ও সম্প্রসারণ; সঞ্চালন লাইন পরিচালন ও সংরক্ষণ।

ক্র.নং	কৌশলগত মধ্যমেয়াদি উদ্দেশ্য	প্রধান কার্যক্রম
		<p>বিতরণ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ নতুন বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন নির্মাণ এবং পুরাতন বিদ্যুৎ বিতরণ লাইননবায়ন,সম্প্রসারণ ও রক্ষণাবেক্ষণ; ▶ নতুন সাবস্টেশন নির্মাণ, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ।
০২	নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রযুক্তির প্রসার ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ	<ul style="list-style-type: none"> ▶ নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী কার্যক্রম অনুমোদন ও লাইসেন্স প্রদান। ▶ নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তদারকিকরণ; ▶ নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
০৩	বিদ্যুৎ খাতের দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ	<ul style="list-style-type: none"> ▶ বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন ও সংস্কারের লক্ষ্যে বিভিন্ন সমীক্ষা পরিচালনাকরণ ও বাস্তবায়ন; ▶ ই-সার্ভিস ও আইসিটি কার্যক্রম বাস্তবায়ন; ▶ প্রি-পেমেন্ট ও স্মার্ট মিটারিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন; ▶ Result Base Management (RBM) কার্যক্রম বাস্তবায়ন; ▶ সিস্টেম লস হ্রাস ও বকেয়া আদায় কার্যক্রম জোরদারকরণ; ▶ উচ্চ ও মধ্যম চাপ বিশিষ্ট শিল্প গ্রাহকদের বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রের অনুমোদন; ▶ বৈদ্যুতিক ঠিকাদার লাইসেন্স, সুপারভাইজার সার্টিফিকেট ও কারিগরী পারমিট জারী।

ছক-১৮: কৌশলগত মধ্য মেয়াদি উদ্দেশ্য ও প্রধান কার্যক্রম

৫.৩ বিদ্যুৎ বিভাগের প্রধান কর্মবৃত্তি/নির্দেশকসমূহ (Key performance indicators)

নির্দেশক	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য	পরিমাপের একক	২০১২-১৩		২০১৩-১৪		মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা		
			সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত	লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
০১. মাথা পিছু বিদ্যুৎ ব্যবহার	১,২	কি.ও.ঘন্টা	২৫০	২৫০	২৭৫	২৭৫	৩০০	৩৫০	৪০০
০২. বিদ্যুৎ সুবিধার আওতাভুক্ত জনগোষ্ঠী	১,২	%	৬০	৬০	৬৫	৬৫	৭০	৭২	৭৫
০৩. বিদ্যুতের সিস্টেম লস হ্রাস (সঞ্চালন ও বিতরণ)	৩	%	১৩.৭৫	১৪.৩৬	১৪.০০	১৪.০০	১৩.০০	১২.৮০	১২.৭৫
০৪. নবায়নযোগ্য জ্বালানী প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন	২	মে.ও.	২০০	১২০	২০০	২০০	৩০০	৮০০	১০০০

ছক-১৯: বিদ্যুৎ বিভাগের প্রধান কর্মবৃত্তি/নির্দেশকসমূহ



ছবি-১৩ : আশুগঞ্জ ৫৩ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র



ছবি-১৪ : ঘোড়াশাল ১০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র



ষষ্ঠ অধ্যায়
বিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগ

৬.০ বিনিয়োগ কৌশল

বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে বিনিয়োগ অত্যন্ত পুঁজিঘন। ফলে, পূর্বে বিদ্যুৎ খাতের বিনিয়োগ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার ঋণ নির্ভর ছিল। ২০০৯ সালে সরকার স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং ২০১০ সালে ২০৩০ পর্যন্ত বিদ্যুৎ খাতের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রাথমিক জ্বালানির যোগান এবং বিনিয়োগ অন্যতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা সমূহের ঋণ সংকুচিত হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে সরকার স্ট্র্যাটেজিক পলিসির অংশ হিসেবে বেসরকারি খাত, জয়েন্ট ভেঞ্চার এবং ইনোভেটিভ ফাইন্যান্সিং এর মাধ্যমে এ খাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করে। উল্লেখ্য যে, ছোট বিদ্যুৎ কেন্দ্র সমূহে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ উৎসাহ ব্যঞ্জক হলেও বৃহৎ প্রকল্পে বিশেষত কয়লা ভিত্তিক প্রকল্পে অতি উচ্চ মাত্রার বিনিয়োগ এবং নতুন ধরণের টেকনোলজি ও ম্যানেজম্যান্ট বিবেচনায় ‘যৌথ বিনিয়োগ’ (JV) এবং ECA (Export Credit Agency) ফাইন্যান্সিং অত্যন্ত কার্যকর মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৬.১ বিনিয়োগ

৬.১.১ ২০০৯ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত স্থাপিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের (প্রায় ৫০০০ মেঃওঃ) জন্য সরকারি খাতের প্রকল্পে প্রায় ২.৪ বিলিয়ন ও বেসরকারি খাতের প্রকল্পে ২.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এর সমপরিমাণ মোট ৫.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করা হয়েছে।

৬.১.২ বর্তমানে নির্মাণাধীন (প্রায় ৭,০০০ মেঃওঃ) বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প সমূহের জন্য বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে মোট প্রায় ৮.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। যার মধ্যে সরকারি খাতের প্রকল্পে প্রায় ৪.৩ বিলিয়ন এবং বেসরকারি খাতের প্রকল্পে প্রায় ৪.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। উক্ত ৮.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ এর সিংহভাগ ইতোমধ্যে নিশ্চিত করা হয়েছে।

৬.১.৩ সরকারের ভিশন এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা (পিএসএমপি-২০১০) অনুযায়ী আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে প্রায় ৪০,০০০ হাজার মেঃওঃ এবং ২০২১ সালের মধ্যে প্রায় ২৪,০০০ মেঃওঃ স্থাপিত ক্ষমতার প্রয়োজন হবে। এ লক্ষ্যে ২০৩০ সালের মধ্যে পরিকল্পিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র সমূহের জন্য প্রায় ৪২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে। ইতোমধ্যে কক্সবাজারের মাতারবাড়ীতে ১২০০ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক প্রকল্পের ৪.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারসহ বেশ কিছু প্রকল্পের বিনিয়োগ নিশ্চিত করা হয়েছে।

৬.২ নিজস্ব অর্থায়ন থেকে বিনিয়োগ সক্ষমতা এবং ইনোভেটিভ ফাইন্যান্সিং ২০০৯ থেকে আজ পর্যন্ত স্থাপিত (Commissioned) বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও বর্তমানে নির্মাণাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্র সমূহের জন্য মোট প্রায় ১৩.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগে নিজস্ব অর্থায়নের পরিমাণ প্রায় ২.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ প্রায় ৭.০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার বিনিয়োগ প্রায় ২.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং অন্যান্য (ECA/ Commercial) বিনিয়োগ ১.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ইনোভেটিভ ফিন্যান্সিং এর আওতায় সরকার Export Credit Agency (ECA) এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পে অর্থায়নের ব্যবস্থা করেছে। যা বিদ্যুৎখাতে বিনিয়োগের নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে। উপরোক্ত চিত্র থেকে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, ক) উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা সমূহের উপর নির্ভরতা কমেছে, খ) নিজস্ব অর্থায়নের সক্ষমতা অনেক বেড়েছে এবং গ) বিনিয়োগ এর বহুমুখীতা (ECA ও অন্যান্য ইনোভেটিভ ফাইন্যান্সিং), ভবিষ্যত প্রকল্প বাস্তবায়নে সাহসী পদক্ষেপ এর সম্ভাবনা জাগিয়েছে। উল্লেখ্য যে, জিডিপি (GDP), রেমিটেন্স, রাজস্ব আয়ের ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি, সার্বিক স্থিতিশীলতা, যোগ্য নেতৃত্বের ফলে নিজস্ব অর্থায়নের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ বেসরকারি খাত ও আন্তর্জাতিক ফিন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন (IFI) সমূহের এ খাতে বিনিয়োগের আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বোপরি অতীতের বিনিয়োগ স্থবিরতার অচলায়তন ভেঙ্গে বিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগের নূতন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।

৬.৩ উৎপাদন সক্ষমতা এবং অর্থনীতিতে এর অবদান

১১,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা অর্জনসহ বিদ্যুৎ খাতের সামগ্রিক অগ্রগতির ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে এর প্রভাব সুস্পষ্ট। কৃষি, শিল্প, রপ্তানিসহ অর্থনৈতিক গতিশীলতা বজায় রাখতে বিদ্যুতের বর্ধিত উৎপাদন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

৬.৩.১ খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টির সর্বাধিক গুরুত্ব বিবেচনায় বিগত বছরগুলোতে সেচ কাজে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। ফলে খাদ্য উৎপাদন ত্রুটিগত বৃদ্ধি পাওয়ায় খাদ্য আমদানি হ্রাস পেয়েছে। এতে হাজার হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হয়েছে। যা বর্তমানে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২১ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হওয়ার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে।

৬.৩.২ বিদ্যুৎ খাতের সক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে শিল্প কারখানায় বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এ খাতের প্রবৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। এছাড়া ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (SME) বিকাশের ফলে বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থান এর সৃষ্টি হয়েছে।

৬.৩.৩ পোশাক শিল্পসহ রপ্তানিখাতে উক্ত সময়ে যে বড় ধরনের প্রবৃদ্ধি এবং অগ্রগতি হয়েছে তাতে বিদ্যুৎ খাতের সক্ষমতার যথেষ্ট অবদান রয়েছে। রপ্তানিমুখী শিল্পে লোডশেডিং সীমিত রাখার ফলে এ খাতের ক্রমাগত প্রবৃদ্ধি জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করেছে। উদাহরণ হিসেবে শুধুমাত্র ২০১১ অর্থ বছরে রপ্তানি খাতে ৪১% প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং ২০১৩ অর্থ বছরে ২৭ বিলিয়ন ডলার রপ্তানির পিছনে বিদ্যুৎ সরবরাহে বিদ্যুৎ খাতের সক্ষমতার অবদান রয়েছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন ২০০৮ সালের ২৫ বিলিয়ন কি.ও.ঘ. থেকে ২০১৪ সালে ৪২ বিলিয়ন কি.ও.ঘ. উন্নীতকরণের ফলে সার্বিকভাবে কৃষি, শিল্পসহ অর্থনীতির অন্যান্য খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ৬০ এর দশক থেকে প্রায় ৫০ বছরে যে সক্ষমতা অর্জিত হয়েছিল বিগত পাঁচ বছরে বিশ্ব অর্থনীতির মন্দা সত্ত্বেও প্রায় সমপরিমাণ উৎপাদন ক্ষমতা সিস্টেমে সংযোজন করতে সক্ষম হওয়া অবশ্যই বিদ্যুৎ খাতের দক্ষতার প্রমাণ। যোগ্য নেতৃত্ব, সরকারের দ্রুততম সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং এ খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে উক্ত সাফল্য অর্জিত হয়েছে। আশা করা যায়, আগামীতে এ ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে বিদ্যুৎ খাত যথাযথ ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে।



ছবি-১৫ : বিবিয়ানা (দক্ষিণ) ৩৮৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান



ছবি-১৬ : সোলার স্ট্রীট লাইট



ছবি-১৭ : নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক প্রকল্প

ষষ্ঠম অধ্যায়

দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও
উপআঞ্চলিক সহযোগিতা



৭.০ বিদ্যুৎ আমদানি

২০০৯ সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিদ্যুৎ আমদানির বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য বিদ্যুতের উত্তরোত্তর চাহিদা বৃদ্ধির বিষয়টি অনুধাবন করে সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রতিবেশী দেশসমূহ হতে আন্তঃদেশীয় সহযোগিতার মাধ্যমে বিদ্যুৎ আমদানির কার্যক্রম গ্রহণ করে। এরই অংশ হিসেবে ভারত, নেপাল, ভূটান ও মায়ানমার হতে বিদ্যুৎ আমদানির ব্যাপারে আলোচনা শুরু করা হয় এবং এ ক্ষেত্রে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে উভয় দেশের মধ্যে একটি যৌথ ইশতেহার স্বাক্ষরিত হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় ২০১০ সালের ১১ জানুয়ারি বিদ্যুৎ খাতের সহযোগিতার বিষয়ে উভয় দেশের মধ্যে নিম্নলিখিত ৪টি ক্ষেত্র চিহ্নিত করে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়:

- ১। বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, জ্বালানি দক্ষতা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি সম্প্রসারণে পারস্পরিক সহযোগিতা;
- ২। আন্তঃদেশীয় গ্রীড সংযোগের মাধ্যমে উভয় দেশের মধ্যে বিদ্যুৎ পরিচালন ব্যবস্থা গড়ে তোলা;
- ৩। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সঞ্চালনে যৌথ বিনিয়োগ;
- ৪। বিদ্যুৎ খাতের গবেষণা ও উন্নয়ন এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে পারস্পরিক সহযোগিতা প্রদান;

এ সমঝোতা স্মারকের অনুবৃত্তিক্রমে ভারত অংশে ৭৪ কিলোমিটার এবং বাংলাদেশ অংশে ২৭ কিলোমিটার ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন ৪০০ কেভি HVDC (High Voltage Direct Current) গ্রীড উপকেন্দ্রের মাধ্যমে ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানির কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে। লাইনটি ভারতের বহরমপুর হতে বাংলাদেশের ভেড়ামারা পর্যন্ত যুক্ত হয়েছে। প্রতিবেশী দেশ মায়ানমারসহ নেপাল, ভূটান থেকেও বিদ্যুৎ আমদানির বিষয়ে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে।

৭.১.১ ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি

ভারতে বহরমপুর থেকে গত ৫ অক্টোবর ২০১৩ সাল হতে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে। বাংলাদেশের ভেড়ামারায় এইচভিডিসি গ্রীড উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে বিদ্যমান লাইন দিয়েই আরো ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আগামী জুন ২০১৭ সালের মধ্যে আমদানি করা হবে। এছাড়া ভারতে ত্রিপুরা রাজ্যের পালাটানা থেকে অতিরিক্ত গ্যাসভিত্তিক ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আগামী ডিসেম্বর ২০১৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশে আমদানি করা হবে। এছাড়াও ভারতের রাঙ্গিয়া-রাওতা থেকে অতিরিক্ত ১০০০ মেগাওয়াট হাইড্রো পাওয়ার আমদানির বিষয়ে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ সমীক্ষা শুরু করেছে। শীঘ্রই এই সমীক্ষার কাজ শেষ হবে।

৭.১.২ মায়ানমার থেকে বিদ্যুৎ আমদানি

মায়ানমার থেকে বিদ্যুৎ আমদানির বিষয়ে ২০১০ সালে মায়ানমার সরকারের সাথে বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধি দলের আলোচনা হয়। উক্ত আলোচনা অব্যাহত আছে। আশা করা যায় আগামী ২০১৬-২০১৭ সালের দিকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি সম্ভব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

৭.১.৩ ভূটান থেকে বিদ্যুৎ আমদানি

ভূটান হতে ভারতের আলীপুর দুয়ার ও বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁও হয়ে ভারতের পুর্নিয়া পর্যন্ত আন্তঃদেশীয় গ্রীড লাইন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত লাইন নির্মাণ হলে প্রায় ২০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা সম্ভব হবে।

৭.১.৪ নেপাল থেকে বিদ্যুৎ আমদানি

নেপাল হতে আরো প্রায় ২০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সম্প্রতি নেপাল ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।

৭.১.৫ বিদ্যুৎখাতে চীনের সাথে সহযোগিতা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি

বিদ্যুৎখাতে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ২১ শে অক্টোবর ২০১২ইং তারিখে বাংলাদেশ ও চীন সরকারের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এর ফলে বাংলাদেশের বিদ্যুৎখাতে সহযোগিতা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির সুযোগ প্রসারিত হবে। ফলে উভয় দেশ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা আরো উন্নত করতে অবদান রাখতে পারবে। সহযোগিতার ক্ষেত্র হিসাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ, এনার্জি দক্ষতা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি ইত্যাদি বিষয়কে চিহ্নিত করা হয়েছে।

৭.২ উপআঞ্চলিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা ফোরাম

বাংলাদেশ প্রতিবেশী দেশসমূহ ছাড়াও SAARC, BIMSTEC, SASEC এবং D-8 ইত্যাদি আঞ্চলিক উপ-আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ফোরামের মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। সার্কের মাধ্যমে সার্কভুক্ত দেশসমূহের সাথে যৌথ সহযোগিতা কার্যক্রম অব্যাহত আছে। গত ১৪-১৫ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে Fourth SAARC Energy Minister's এবং Senior Officials সভা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জ্বালানি খাতে যৌথ সহযোগিতার বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি এডিবি কর্তৃক প্রণীত SASEC ডকুমেন্ট গৃহীত হয়।

BIMSTEC এর মাধ্যমে BIMSTEC ভুক্ত দেশসমূহের সাথে বিদ্যুৎখাতের সহযোগিতা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিশেষ করে BIMSTEC Grid স্থাপনে আলোচনায় যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

Third Taskforce Meeting on Trans Power Exchange সভা গত ২৩-২৪ আগস্ট ২০১১ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় BIMSTEC Grid ছাড়াও BIMSTEC Energy Centre স্থাপনের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়।

ভারত ব্যতিত অন্যান্য দেশের সাথে কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য সহযোগিতা বিষয়ক কার্যক্রম:

- ❖ চীনের সাথে জি-টু-জি MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- ❖ মালয়েশিয়ার সাথে জি-টু-জি MOU স্বাক্ষর চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে;
- ❖ দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে জি-টু-জি MOU স্বাক্ষরের বিষয়ে আলোচনা চলছে;
- ❖ কাতারের সাথে জি-টু-জি MOU স্বাক্ষর বিবেচনাধীন রয়েছে;

তাছাড়াও বাংলাদেশ, ভূটান, ভারত এবং নেপাল সমন্বয়ে গঠিত উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা SASEC এর মাধ্যমে সহযোগিতা কার্যক্রম আরো বেগবান হয়েছে। গত ১৯ অক্টোবর, ২০১১ তারিখে ব্যাংককে SASEC Working Group এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বাংলাদেশ আঞ্চলিক উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা ও বিভিন্ন সহযোগিতা ফোরামের সক্রিয় সদস্য হিসেবে বিদ্যুৎ খাতের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ডি-৮ এর সদস্য হিসেবে গত নভেম্বর ২০১১ মাসে ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত Working Group on Renewable Energy এর সভায় যোগদান করে নবায়নযোগ্য জ্বালানির উন্নয়নে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরে এবং সদস্য দেশের সহযোগিতা কামনা করে।

দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার মাধ্যমে নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে উন্নয়নের জন্য ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে গঠিত Joint Working Group এর দ্বিতীয় সভা সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় মহাপরিচালক, পাওয়ার সেলের নেতৃত্বে সাত সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করে। সভায় সোলার পার্ক স্থাপন, সোলার হোম সিস্টেম বাস্তবায়ন, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনসহ একাডেমিক ও গবেষণা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।



ছবি-১৮ : ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে MoU স্বাক্ষর অনুষ্ঠান



ছবি-১৯ : জুলদা ১০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র



ছবি-২০ : মেঘনা ঘাট ১০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র



অষ্টম অধ্যায়
নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও
বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী কার্যক্রম



৮.০ শ্রেডা (SREDA) গঠন

বর্তমান সরকার দেশের ভবিষ্যত জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং গ্যাসের উপর অধিক মাত্রায় নির্ভরশীলতা কমিয়ে কয়লা, ডুয়েল ফুয়েল ও নিউক্লিয়ার এনার্জির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে পরিবেশ বান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা অনুমোদন করা হয়েছে। সমন্বিতভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, সম্প্রসারণ ও এ সংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকীকরণের জন্য একক প্রতিষ্ঠান হিসেবে Sustainable & Renewable Energy Development Authority (SREDA) গঠন করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালায় ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদনের অংশ হিসেবে সম্প্রতি ৫০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে

৮.১ বিগত পাঁচ বছরে নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে অর্জন

- ক) নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক ৮০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- খ) ৫০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন রোড ম্যাপ প্রণয়ন;
- গ) ১৬০ মেগাওয়াট বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রক্রিয়া গ্রহণ;
- ঘ) ১২টি স্থানে উইন্ড রিসোর্স ম্যাপিং এর পদক্ষেপ গ্রহণ;
- ঙ) শ্রেডা আইন, ২০১২ অনুমোদন ও শ্রেডা গঠন;
- চ) নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎস হতে প্রায় ৪০৪ মেঃওঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন;
- ছ) ৩৩ লক্ষ সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন;
- জ) ২০১৭ সালের মধ্যে ৬০ লক্ষ SHS স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ;
- ঝ) ১৯৩টি সোলার ইরিগেশন পাম্প স্থাপন এবং পর্যায়ক্রমে ডিজেল চালিত সেচ পাম্পকে সোলার সেচ পাম্পে রূপান্তরের পরিকল্পনা গ্রহণ;
- ঞ) ১০টি মিনিগ্রীড প্রকল্প গ্রহণ এবং ২০১৭ সালের মধ্যে মোট ৫০টি প্রকল্প গ্রহণের পরিকল্পনা গ্রহণ।



৮.২ নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালার আলোকে লক্ষ্যমাত্রা

সরকারের জ্বালানি বহুমুখীকরণ পরিকল্পনার আওতায় জীবাশ্ম জ্বালানি হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে পরিবেশ বান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা অনুমোদন করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালায় ২০১৫ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৫% এবং ২০২০ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ১০% নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ২০১৫ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে ৮০০ মেগাওয়াট এবং ২০২০ সালের মধ্যে ২,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে বিদ্যুৎ উৎপাদন মহাপরিকল্পনা হালনাগাদ করা হয়েছে।

৮.৩ নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন পরিকল্পনা

নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালায় ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। বর্তমান সরকার নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, তদারকীকরণ, বিভিন্ন সংস্থার সাথে

সমন্বয় সাধন সহ সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে একক প্রতিষ্ঠান হিসেবে “সাসটেইনেবল গ্র্যান্ড রিনিউএবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (স্ট্রেডা) গঠন করে। ভবিষ্যৎ জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে এবং বৈশ্বিক উষ্ণতা প্রতিরোধে ২০১৫-১৬ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে ৮০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের গৃহীত পরিকল্পনা নিম্নের ছকে উল্লেখ করা হল:

ক্রমিক নং	শ্রেণী	ক্ষমতা (মেঃওঃ)
১	সৌর শক্তি	৫০০
২	বায়ু শক্তি	৬০
৩	বায়োমাস ও বায়োগ্যাস	১০
৪	জল বিদ্যুৎ	২৩০
	মোট	৮০০

ছক-২০ : ২০১৫-১৬ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে ৮০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা

৮.৪ ৫০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা

নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালায় ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদনের অংশ হিসেবে বর্তমান সরকার “৫০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা” প্রণয়ন করে। ৫০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনাটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদন করা হয়। ৫০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা সম্পর্কে উদ্যোক্তা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বচ্ছ ধারণা প্রদান ও সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে “সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন নির্দেশিকা-২০১৩” প্রণয়ন করা হয়। ৫০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় দুই ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে:

- (ক) বাণিজ্যিক সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পসমূহ।
- (খ) সামাজিক সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পসমূহ।

বাণিজ্যিক প্রকল্পসমূহ সুবিধা ভোগকারীর প্রদেয় সেবা মূল্যের দ্বারা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। সামাজিক প্রকল্পসমূহ সরকার পরিচালিত বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে সরকারি ব্যয়ে স্থাপিত ও পরিচালিত হবে।



ছবি-২১ : উইড ম্যাপিং স্থাপন

৮.৫ বায়ু শক্তি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই

নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনায় ২০১৫-১৬ সালের মধ্যে বায়ু ভিত্তিক ৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নসহ ২০২১ সাল এবং ২০৩০ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে উৎপাদনের লক্ষ্যে সরকার সৌর শক্তির পর বায়ু শক্তিকে চিহ্নিত করেছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের সমুদ্র তীরবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকায় বায়ু ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে ৮৫ মিটার উচ্চতার টাওয়ার স্থাপন করে উইড ম্যাপিং এর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। উইড ম্যাপিং সম্পন্ন হলে সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের ব্যাপক সুযোগ উন্মোচিত হবে।

৮.৬ নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি

বর্তমানে নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে (হাইড্রো ব্যতিত) প্রায় ১৭৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। সৌর বিদ্যুতের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রায় ১.৫ কোটি মানুষ আজ বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করছে। নিম্নে এক নজরে নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি দেখানো হলো:

এক নজরে নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি

❖ সোলার হোম সিস্টেম (৩.৩ মিলিয়ন)	:	১৫০ মেগাওয়াট
❖ সরকারি/বেসরকারি অফিসে সোলার সিস্টেম	:	৩ মেগাওয়াট
❖ বিভিন্ন বাণিজ্যিক ভবন ও শপিং মলে সোলার সিস্টেম	:	১ মেগাওয়াট
❖ নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের ক্ষেত্রে সোলার পিভি স্থাপন	:	১১ মেগাওয়াট
❖ সোলার ইরিগেশন	:	১ মেগাওয়াট
❖ বায়ু শক্তি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	:	২ মেগাওয়াট
❖ বায়োমাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন	:	১ মেগাওয়াট
❖ বায়োগ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন	:	৫ মেগাওয়াট
❖ হাইড্রো মোট	:	২৩০ মেগাওয়াট
	:	৪০৪ মেগাওয়াট

ছক-২২ : নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি

৮.৭ বাস্তবায়নাধীন/প্রক্রিয়াধীন কার্যক্রম

৮.৭.১ সোলার পার্ক (৫৭০ মেগাওয়াট)

- ক) ধরলা ৩০ মেগাওয়াট
- খ) রাওজান ৬০ মেগাওয়াট
- গ) সরিষাবাড়ী ৩ মেগাওয়াট
- ঘ) কালুই ৭.৫ মেগাওয়াট
- ঙ) ঈশ্বরদী ২ মেগাওয়াট
- চ) হাতিয়া ৪.২ মেগাওয়াট
- ছ) ঠাকুরগাঁও ৫ মেগাওয়াট
- জ) সিরাজগঞ্জ ৬ মেগাওয়াট
- ঝ) গন্ডাচড়া ৫৫ মেগাওয়াট
- ঞ) কুয়াকাটা ২ মেগাওয়াট
- ট) মুন্সিগঞ্জ ৭৫ মেগাওয়াট, ইজিসিবি
- ঠ) সোনালগঞ্জী, ফেনী ১০০ মেগাওয়াট, বিউবো
- ড) ময়মনসিংহ ২০০ মেগাওয়াট, Sun Edision Energy Holding Pte. Ltd.
- ঢ) কক্সবাজার ২০ মেগাওয়াট, Joules Power Ltd. (JPL)



৮.৭.২ সোলার ইরিগেশন

- ক) ইউকল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ১০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১৫৫০টি সৌর পাম্প স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৯৩টি স্থাপিত হয়েছে।
- খ) রায়ু ১ মেগাওয়াট।

৮.৭.৩ সোলার মিনিগ্রীড (১.৮৮২ মেগাওয়াট)

- ক) সন্দ্বীপ ১০০ কিলোওয়াট পিক
- খ) সাল্লা ৬৫০ কিলোওয়াট পিক
- গ) হাতিয়া ২ মেগাওয়াট পিক
- ঘ) কুতুবদিয়া ১০০ কিলোওয়াট পিক
- ঙ) রাজশাহীতে ২টি প্রকল্পে মোট ২৯৯ কিলোওয়াট পিক
- চ) নরসিংদীতে ১৪১ কিলোওয়াট পিক
- ছ) রৌমারি ১৫৮ কিলোওয়াট পিক
- জ) মনপুরা ১৭৭ কিলোওয়াট পিক

৮.৭.৪ সোলার রুপটফ (২ মেগাওয়াট)

- ক) বাংলাদেশ সচিবালয়ের ছাদে ৫০ কিলোওয়াট পিক
- খ) পবিবো কর্তৃক ১৫টি উপজেলায় ৪৫০ কিলোওয়াট পিক
- গ) সরকারি/ আধা-সরকারি অফিস ভবনের ছাদে ১৫০০ কিলোওয়াট পিক
- ঘ) বিদ্যুৎ ভবনের ছাদে ৩৭.৫ কিলোওয়াট পিক
- ঙ) ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল এর ছাদে ৩২.৫ কিলোওয়াট পিক
- চ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ২০.১৬ কিলোওয়াট পিক
- ছ) বাংলাদেশ ব্যাংকের ছাদে ২০.৩০ কিলোওয়াট পিক
- জ) পরিসংখ্যান ব্যুরোর ছাদে ২০০ কিলোওয়াট পিক
- ঝ) বাংলাদেশ পল্লীবিদ্যুতায়ন বোর্ড এর হেড অফিসের ছাদে ৪৯ কিলোওয়াট পিক

৮.৭.৫ বায়ু বিদ্যুৎ

- ক) কক্সবাজার ৬০ মেগাওয়াট
- খ) আনোয়ারা, চট্টগ্রাম ১০০ মেগাওয়াট
- গ) রাজা পালং, কক্সবাজার ১৫ মেগাওয়াট
- ঘ) ১৩টি স্থানে Wind Resource Assessment এর পদক্ষেপ গ্রহণ

৮.৭.৬ মিনি/মাইক্রো হাইড্রো

- ক) সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য পরামর্শক কাজ করছে।

৮.৮.০ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয় ও এর দক্ষ ব্যবহার কার্যক্রম

জ্বালানি সাশ্রয় ও দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রম বাস্তবায়নের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও সুবিধাদি বিবেচনা করে বিদ্যুৎ ও গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি সরকার এ খাতের দক্ষ ও সাশ্রয়ী ব্যবহারের নিমিত্ত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের মূল কৌশল হিসেবে উৎপাদন, সঞ্চালন, সরবরাহ ও গ্রাহক প্রান্তে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ী, দক্ষ ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সাথে সাথে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

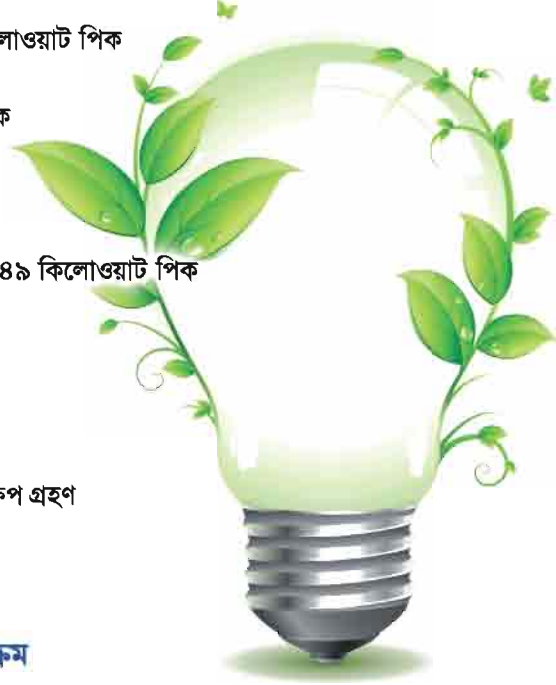
ডো কর্তৃক জ্বালানি সাশ্রয়ী ও দক্ষতা বিষয়ক বিধি প্রণয়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া জ্বালানি সাশ্রয়ী ও দক্ষতা বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য Energy Efficiency & Conservation Action Plan প্রণয়ন করা হয়েছে। JICA'র আর্থিক সহায়তায় Energy Efficiency & Conservation Master Plan প্রণয়নের কাজ চলছে। আশা করা যায় আগামী মার্চ ২০১৫ নাগাদ এটির কাজ সম্পন্ন হবে।

৮.৯ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ী কার্যক্রম

৮.৯.১ কন্সাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন: জ্বালানি সাশ্রয়ের উদ্যোগ হিসেবে উপযুক্ত সকল পাওয়ার প্ল্যান্টকে কন্সাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্টে রূপান্তরের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সিম্পল সাইকেল থেকে কন্সাইন্ড সাইকেলে রূপান্তরের অর্থ হলো একই জ্বালানি ব্যবহার করে সিম্পল সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্টের তুলনায় ১.৫ গুণ বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। ইতোমধ্যে ১১টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে এ প্রক্রিয়ায় ১০০৯ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এ ছাড়াও সকল পুরাতন বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোকে রি-পাওয়ারিং এর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৮.৯.২ এনার্জি অডিটের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও এনার্জি অডিট: ইউ, এস, এইড এর অর্থায়নে সিসিইবি প্রকল্পের আওতায় ইতিমধ্যে ৪৩ জনকে সার্টিফাইড এনার্জি অডিটরের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় গত বৎসর ২০টি বস্ত্র শিল্প কারখানায় এনার্জি অডিট কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এ বছর আরো ৫০টি হিমায়িত খাদ্য, স্টীল সেক্টর ও বস্ত্র শিল্প কারখানায় এনার্জি অডিট করা হবে।

৮.৯.৩ এডিবি'র অর্থায়নে Bangladesh Industrial Energy Efficiency Finance Program: এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের অর্থায়নে Bangladesh Industrial Energy Efficiency Finance Program গ্রহণ করা হয়। এ কার্যক্রমের আওতায় ১) Textile, garments and leather 2) Steel and Iron 3) Cement and Clinker 4) Ceramic and Glass 5) Chemicals, Fertilizer, Paper & Plastic 6) Agro industries, Sugar, Pulp, Jute এ ৬টি সেক্টরে ১২০টি শিল্প কারখানায় এনার্জি অডিট সম্পন্ন হয়েছে।



৮.৯.৪ ওয়েস্ট হিট রিকোভারী ও কো-জেনারেশন কার্যক্রম: বিভিন্ন ক্যাপটিভ পাওয়ার জেনারেশন সংশ্লিষ্ট শিল্প উদ্যোগগণের মধ্যে প্রায় ৫০টি প্রতিষ্ঠানের ওয়েস্ট হিট রিকোভারী ও কো-জেনারেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। এ কার্যক্রম আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে বিইআরসি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মশালা/সেমিনার এর আয়োজন করা হচ্ছে।

৮.৯.৫ এনার্জি স্টার লেভেলিং কার্যক্রম: ব্রেসেল (BRSEL) প্রকল্পের আওতায় বিএসটিআই কর্তৃক ৬টি বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের স্টার লেভেলিং এর আওতায় আনার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৮.৯.৬ বয়লার ও ফার্নেস এর কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি: বয়লার ও ফার্নেস এর কর্মক্ষমতা পরিমাপ ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরামর্শক প্রদানে সক্ষম করে তোলার লক্ষ্যে জিআইজেড কর্তৃক তিতাস গ্যাস কোম্পানী লিঃ এর ২৫ জন প্রকৌশলীকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি প্রদান করা হয়েছে।

৮.৯.৭ চালের কলে জ্বালানি সশ্রয়ী ও নিরাপদ বয়লার স্থাপন: আমাদের দেশে প্রায় ৫০,০০০ চালের কল রয়েছে। এ সকল চালের কলের বয়লারগুলোকে ক্রমান্বয়ে জ্বালানি সশ্রয়ী ও নিরাপদ বয়লার দ্বারা প্রতিস্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে প্রায় ৫০% ধানের তুষ সশ্রয় হবে এবং জন নিরাপত্তা বৃদ্ধিসহ স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাস পাবে।

৮.৯.৮ ইট ভাটায় জ্বালানি সশ্রয়ী চুল্লি স্থাপন: ইউএনডিপি'র অর্থায়নে ১৫টি ইট ভাটায় প্রচলিত চুল্লির পরিবর্তে জ্বালানি সশ্রয়ী Hybrid Hoffman চুল্লি দ্বারা প্রতিস্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া বিশ্ব ব্যাংক ও অনুরূপ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ কর্মসূচিকে দেশব্যাপী আরো সম্প্রসারিত করা হবে। এনার্জি অডিটের মাধ্যমে দেখা গেছে যে, একটি শিল্প কারখানায় নিম্নলিখিত পস্থাগুলো অবলম্বন করলে জ্বালানি সশ্রয় করা সম্ভব:

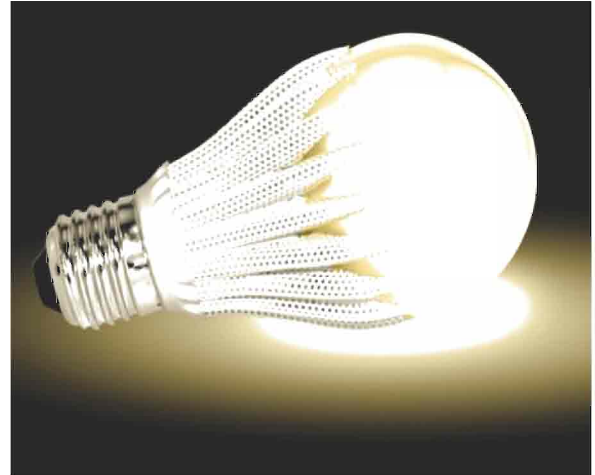
বয়লারের দক্ষতা বৃদ্ধি	১০%-১৫% জ্বালানি সশ্রয়
স্টীম পাইপে তাপরোধক লাগান	৫% জ্বালানি সশ্রয়
কনডেনসেট বয়লারে পুনঃব্যবহার	৫% জ্বালানি সশ্রয়
পাওয়ার ফ্যাক্টর উন্নতিকরণ	৩% বিদ্যুৎ সশ্রয়
ডিমান্ডসাইড ম্যানেজমেন্ট	২% বিদ্যুৎ সশ্রয়

ছক-২১: জ্বালানি সশ্রয়ী পস্থা

এ ছাড়া একটি টেক্সটাইল/পোশাক কারখানায় দেখা গেছে, তাদের জ্বালানি ব্যবহারের দক্ষতা ছিল ৩৭%। জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে যেমন কোজেনারেশন এবং waste heat recovery করে তাদের প্রতিষ্ঠানের জ্বালানি দক্ষতা ৯৭%-এ উন্নীত হয়েছে।

৮.৯.৯ বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দক্ষ ও সশ্রয়ী কার্যক্রমের আওতায় নিম্নলিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে:

- ▶ লোড ম্যানেজমেন্ট ও ডিমান্ড সাইড ম্যানেজমেন্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- ▶ অদক্ষ বৈদ্যুতিক বাতি বিদ্যুৎ সশ্রয়ী CFL, T5, LED ইত্যাদি দ্বারা প্রতিস্থাপন;
- ▶ রাত ৮টার পর শপিং মল ও মার্কেট বন্ধ রাখার কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- ▶ এলাকাভিত্তিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান/ সুপার মার্কেটসমূহের সাপ্তাহিক বন্ধের দিন স্থানান্তর;
- ▶ সেচ পাম্পের লোড সাক্ষ্যকালীন পিক আওয়ার থেকে অফপিক আওয়ারে (রাত ১১টা হতে ভোর ৫টা) স্থানান্তর;
- ▶ সরকারি, আধা-সরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসহ সর্বত্র এসির তাপমাত্রা ২৫° সে. বা তার উপরে রাখা;
- ▶ অতি পুরাতন বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ রিপাওয়ারিং এর মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ;
- ▶ উন্নত গ্যাস চুলা (অটো চুলা) ব্যবহারে উৎসাহিত করা;
- ▶ এনার্জি স্ট্যাণ্ডার্ড ও এনার্জি স্টার লেবেলিং কার্যক্রম বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ;
- ▶ বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেমের অকারিগরি লস দূরীকরণে প্রি-পেইড মিটার/ স্মার্ট মিটার স্থাপন;
- ▶ রাস্তার নিরাপত্তা বাতি দক্ষ এলইডি বাতি যথাসময়ে সুইচ অন-অফ করা এবং বিদ্যমান অদক্ষ বাতিসমূহ প্রতিস্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ;
- ▶ জ্বালানির দক্ষ ব্যবহারের বিষয় বিহি কোডে অন্তর্ভুক্তকরণ;
- ▶ গ্রাহক প্রান্তে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সশ্রয়ী দক্ষ যন্ত্রপাতি ব্যবহারে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ এবং জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রচারণার উদ্যোগ গ্রহণ।



এলইডি বাল

৮.৯.১০ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানি

- ▶ তরল জ্বালানি ও গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পরিবর্তে পরিবেশ বান্ধব ও টেকসই নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন;
- ▶ অফ গ্রীড এলাকাসমূহ Stand alone সোলার হোম সিস্টেমে বিদ্যুতায়ন;
- ▶ অফ গ্রীড এলাকাসমূহ সোলার পাওয়ার মিনিগ্রীড সিস্টেমে বিদ্যুতায়ন;
- ▶ সোলার পাওয়ার সিকিউরিটি লাইট, স্ট্রীট লাইট, ট্রাফিক লাইট, বিলবোর্ড স্থাপন;
- ▶ সোলার পিভি ইন্সট্যান্ট পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ;
- ▶ সোলার পাওয়ার্ড এটিএম বুথ ও মোবাইল ফোন চার্জ স্টেশন স্থাপন;
- ▶ সোলার কুকার ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ;
- ▶ সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের লাইট ও ফ্যান চালানোর জন্য সোলার প্যানেল স্থাপন;
- ▶ ইলেকট্রিক ওয়াটার হিটার এবং গ্যাস ওয়াটার হিটারের পরিবর্তে সোলার ওয়াটার হিটার ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ;
- ▶ নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানে আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প গ্রাহকদের ক্ষেত্রে নির্ধারিত হারে সোলার প্যানেল স্থাপন;
- ▶ বৈদ্যুতিক ও গ্যাস ড্রাইয়ারের পরিবর্তে সোলার ড্রায়ার ব্যবহারকরণ;
- ▶ ডিজেল ও বিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্প সৌর বিদ্যুৎ দ্বারা চালনা করা।

৮.৯.১১ জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম

- ▶ পিক আওয়ারে এসি, ইলেকট্রিক ইঞ্জি, পানির পাম্প না চালানোর জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ;
- ▶ দোকান, শপিং মল, বাসাবাড়ীসহ বাণিজ্যিক ও আবাসিক ভবনে অপ্রয়োজনীয় আলোকসজ্জা পরিহারকরণ;
- ▶ অবৈধ গ্যাস ও বিদ্যুতর অবৈধ ব্যবহার বন্ধ করার জন্য মোবাইল কোট ও ঝটিকা অভিযান পরিচালনা করা;
- ▶ দিনের আলোতে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করতে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ;
- ▶ বিদ্যুৎ অপচয় রোধে কক্ষ/কর্মস্থল ত্যাগের পূর্বে বৈদ্যুতিক বাতি, পাখা ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্র বন্ধ করা;
- ▶ জ্বালানি অপচয় রোধে ব্যবহারের পর গ্যাসের চূলা বন্ধ করার বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টিকরণ;
- ▶ জ্বালানি সংরক্ষণ ও দক্ষ ব্যবহার বিষয়ে গ্রাহক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশব্যাপী জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ পালন;
- ▶ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয় কার্যক্রম বিষয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ও জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য রেডিও, টেলিভিশন এবং পত্রিকায় প্রচারণা অব্যাহত রাখা;
- ▶ স্কুলিং প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করা;
- ▶ বিদ্যুৎ মেলার আয়োজন করা।



ছবি-২২ : জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ-২০১৪



ছবি-২৩ : বাংলাদেশ-ভারত বিদ্যুৎ সংগলন কেন্দ্র, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া



ছবি-২৪ : সিদ্ধিরগঞ্জ ১২০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র

নবম অধ্যায়

বিদ্যুৎ খাত সংস্কার ও
পুনর্গঠন



৯.০ বিদ্যুৎ খাত সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্যক্রম

বিদ্যুৎ খাতের ক্রমাগত সংস্কার ও পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে নতুন নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ কোম্পানী/সংস্থার সৃষ্টি হয়েছে ফলে বিদ্যুৎ খাতের দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার প্রায় ৪০% বেসরকারিখাত থেকে আসে।

৯.১ নতুন কোম্পানী/ প্রতিষ্ঠান গঠন

- ▶ নর্থওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিঃ
- ▶ কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী বাংলাদেশ লিঃ

৯.২ সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা

- ▶ বিদ্যুৎ খাত সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে গঠিত পাওয়ার সেলের মাধ্যমে বিগত পাঁচ বছরে বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি এবং এ খাতের দক্ষ ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠাকরণসহ আইসিটি ও ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে দেশী ও বিদেশী পরামর্শকদের সহায়তায় সমীক্ষা কার্যক্রম বাস্তবান করা হয়েছে।



ছবি-২৫ : উইন্ড টারবাইন

৯.৩ রেজাল্ট বেইজড ম্যানেজমেন্ট

রেজাল্ট বেইজড ম্যানেজমেন্ট (আর বি এম) এমন এক ধরনের ব্যবস্থাপনা যা মানব সম্পদ উন্নয়ন, নীতি নির্ধারণের জন্য উপযুক্ত তথ্যের ব্যবহার, ব্যবহারিক টুলস এর মাধ্যমে পরিকল্পনা গ্রহণ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, তত্ত্বাবধায়ন ও পারফরমেন্স মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রকল্পের সমস্যা সনাক্তকরণ, তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আধুনিক রেজা বেইজড ম্যানেজমেন্ট এর আওতায় কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে সংস্থার কোন কর্মকর্তা কোন কাজ কিভাবে কত দিনে করবেন এবং তাঁর দায়-দায়িত্ব কি হবে সেসব বিষয় পারফরমেন্স মেজারমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক (PMF) ছকে সু-নির্দিষ্ট করা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্থ বছরের শুরুতে নির্ধারণ করা হয়।

৯.৪ কেপিআই প্রবর্তন

আনুষ্ঠানিকভাবে ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে বিদ্যুৎ বিভাগ ও সকল সংস্থার মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে এমওইউ স্বাক্ষর করা হয়েছে। সংস্থাওয়ারি কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হওয়ায় কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে এক ধরনের উদ্যোগ ও প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি এগুলো সার্বক্ষণিক মনিটরিং ও মেজারমেন্ট করার ফলে সর্বস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে কাজ সম্পাদনের চাপ এবং কর্মোদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে।

৯.৪.১ কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ

Key Performance Indicators Target (FY 2014-15) : Generation Sector

SN	Parameters	Units	APSCL	EGCB	RPCL	Station (GPS)	NWPSC
01	Plant Factor	%	70	50	70.0	60	80
02	Availability Factor	%	82	90	95.0	80	88
03	Auxiliary Consumption	%	6.0	3.5	2.90	7.40	4.0
04	Heat Rate(Net)	KJ/KWh	11,500	9,200	8,600	12,000	8,000
05	Power factor at HT side of step -up Transformer	%	85	85	85	-	85
06	Annual Training hour per Employee	Hours	60	60	60	60	60
07	Average No. of Responsive bids	Simple	3.5	2.25	2.80	3.0	2.7
08	Percentage of Tenders Re - tendered	%	5	10	7.40	5.0	5
09	Average Time to Procure Foreign Spare Parts	Months	3	3	3	3	-
10	Current Ratio	Ratio	2:1	2:1	2:1	1.5:1	2:1
11	Quick Ratio	Ratio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
12	Debt Service Coverage Ratio	Ratio	3:1	1.5:1	3:1	3.50:1	1.5:1
13	Implementation of Annual Development	%	100	100	100	-	100
14	Program (Physical)	%	100	100	100	-	100

ছক-২২ : উৎপাদন খাতে কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা

9.5 Key Performance Indicators Target (FY 2014-15): Transmission

Sl.No	Parameters	Unit	PGCB
01	Transmission Loss	%	2.90
02	Transmission Line Availability	%	99.66
03	Substation Availability	%	99.66
04	System Power Factor at each grid sub -station	%	94
05	System frequency sustained between 49.5 to 50.5 Hz in a year	%	53
06	Average Training Hour per Employee	Hours	60
07	Average No. of Responsive bids	Simple	5
08	Percentage of Tenders Re - Tendered	%	10
09	Average Time to Procure -Foreign Spare Parts	Months	3
10	Current Ratio	Ratio	1.1:1
11	Quick Ratio	Ratio	1:1
12	Debt Service Coverage Ratio	Ratio	1.25:1
13	Implementation of Annual Development Program (Physical)	%	100
14	Implementation of Annual Development Program (Financial)	%	100

ছক-২৩ : উৎপাদন খাতে কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা

9.6 Key Performance Indicators Target (FY 2014-15) : Distribution Sector

SI.No.	Parameters	Units	BREB	BPDB	DPDC	DESCO	WZPDCO
01	System Loss	%	13.00	11.75	9.50	8.40	10.80
	Accounts Receivable						
	Govt./Semi Govt.	Eqv. Months	4.75	5.0	10.0	5.0	6.5
02	Private	Eqv. Months	1.50	2.0	1.9	1.65	2.0
03	Collection Bill Ratio	%	98.50	98	98	99.50	98
04	Collection Import Ratio	%	85.70	86.48	88.69	91.14	87.41
05	Current Ratio	Ratio	1.15:1	1:1	1.77:1	2:1	1.2:1
06	Quick Ratio	Ratio	1:1	1:1	1.5:1	1:1	1:1
07	Debt Service Coverage Ratio	Ratio	1:1	1.5:1	1:1	2:1	0.8:1
08	Power Factor at each billing point	%	91	90	91	95	92
09	System Average Interruption Duration Index(SAIDI)	Minutes	2500	1200	1000	750	800
10	System Average Interruption Frequency Index(SAIFI)	Interruptions	225	64	65	30	45
11	Annual Training hour per Employee	Hours	60	60	60	60	60
12	Implementation of Annual development Program (Physical)	%	100	100	100	100	100
13	Implementation of Annual development Program (Financial)	%	100	100	100	100	100
14	Installation of Pre Payment Meter	No.	5,000	10000	5,000	5,000	
15	Reduction of overloaded Transformer	%	25	50	50	50	80

ছক-২৪ : বিতরণ খাতে কেপিআই লক্ষ্যমাত্র

৯.৭ কেপিআই অগ্রগতি, মনিটরিং ও মূল্যায়ন

পাওয়ার সেল কর্তৃক সংস্থাসমূহের কেপিআই এর অগ্রগতি মনিটরিং ও মূল্যায়ন করা হচ্ছে। পাওয়ার সেল প্রাপ্ত প্রতিবেদন সমন্বিত করে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করে। উক্ত অগ্রগতি প্রতিবেদনের উপর ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন ইভিক্টের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা শেষে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। বাংলাদেশে বিদ্যুৎখাতে কেপিআই এর ধারণা নতুন। কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন একক চেষ্টায় সম্ভব নয়। এটি দলগতভাবে অর্জন করতে হয়।

৯.৮ অডিট আপত্তি

বিদ্যুৎখাতে সুশাসন, স্বচ্ছতা বিদ্যুৎখাতে সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা। এ লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ নিরলস কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির তথ্য নিম্নে দেয়া হলো:

সংস্থা/ কোম্পানীর নাম	পূর্বের অনিশ্পন্ন	বিবেচ্য মাসের নতুন অডিট আপত্তি	মোট আপত্তি	জুলাই ২০১৩ থেকে জুন ২০১৪ পর্যন্ত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির সংখ্যা	৩০ জুন ২০১৪ পর্যন্ত অনিশ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা	মন্তব্য
বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো)	৫১২১	১৩	৫১৩৪	১৮১	৪৯৫৩	৩.৫৩%
বাংলাদেশ পল্লীবিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো)	৭০৪	১৯	৭২৩	৩০	৬৯৩	৪.১৫%
ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ (ডিপিডিসি)	১২৩৩	১০১	১৩৩৪	৫২	১২৭৭	৩.৯০%
পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ (পিজিসিবি)	২৪৩	২৫	২৬৮	৭৯	১৮৯	৩০%
ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিঃ (ডেসকো)	১৪২	১	১৪৩	২১	১২২	১৪.৬৯%
পাওয়ার সেল	১৬	১	১৭	৯	৮	৫২.৯৪%
ওয়েস্টজোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ (ওজেপাডিকো)	৯৮৩	২৯	১০১২	৩৫৪	৬৫৮	৩৪.৯৮%
আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ (এপিএসসিএল)	৭৪	৮	৮২	১২	৭০	১৪.৩৩%
ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানী লিঃ (ইজিসিবি)	৮	২২	৩০	৭	২৩	২৩.৩৩%
নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিঃ (নওপাজেকো)	-	৩	৩	৩	-	১০০%
মোট	৮৫২৩	২১৭	৮৭৪১	৭৪৮	৭৯৯৩	৮.৫৫%

ছক-২৫ : অডিট আপত্তি



১০.০ আইন/বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন

বিদ্যুৎ খাতে গুণগত পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে সাম্প্রতিক কালে নিম্নলিখিত আইন, বিধি, নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন/সংশোধন করা হয়েছে।

১০.১ নতুনভাবে প্রণীত আইন ও নীতিমালা

- ▶ “বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০” প্রণয়ন
- ▶ “সাসটেইনেবল এন্ড রিনিউয়েবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (প্রেডা) আইন, ২০১২” প্রণয়ন
- ▶ “বাংলাদেশ পল্লীবিদ্যুতায়ন বোর্ড আইন, ২০১৩” প্রণয়ন
- ▶ “৫০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা” প্রণয়ন
- ▶ “সৌর বিদ্যুৎ উন্নয়ন নির্দেশিকা, ২০১৩” প্রণয়ন
- ▶ “Action Plan for Energy Efficiency and Conservation” প্রণয়ন

১০.২ যে সকল আইন ও নীতিমালাগুলো প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, তা হলো-

- ▶ “বিদ্যুৎ আইন ১৯১০” সংশোধন
- ▶ “জাতীয় জ্বালানি নীতিমালা” হালনাগাদ করা
- ▶ “নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা” সংশোধন
- ▶ “জ্বালানি সাশ্রয় ও সংরক্ষণ বিধিমালা” প্রণয়ন
- ▶ “Energy Efficiency and Conservation Master Plan” প্রণয়ন
- ▶ “ইউনিফাইড সার্ভিস রুল” প্রণয়ন
- ▶ “নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিধি” প্রণয়ন
- ▶ “বিউবো’র সার্ভিস রুল” সংশোধন
- ▶ “এনার্জি রিসার্চ কাউন্সিল” গঠন
- ▶ “বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট (BPMI)” গঠন
- ▶ “বাংলাদেশ পাওয়ার সেক্টর মেইনটেনেন্স কোম্পানী” গঠন
- ▶ “কোল ক্লাব” গঠন



ছবি-২৬ : বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিদ্যুৎ ভবন)



একাদশ অধ্যায়

বিদ্যুৎ খাতে তথ্য প্রযুক্তি



১১.০ বিদ্যুৎ খাতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণার সাথে সংগতি রেখে গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করছে। বিদ্যুৎ খাতে গৃহীত তথ্য প্রযুক্তি কর্মসূচিসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হল:



ছবি-২৭ : মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক প্রি-পেইড মিটার স্থাপন কার্যক্রম উদ্বোধন

১১.১.১ সেবার মান বৃদ্ধি

- ক) বিদ্যুৎ গ্রাহকের একাউন্ট কম্পিউটারের ডাটাবেইজের আওতায় আনা হয়েছে এবং অপরদিকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন গ্রাহকগণ যে কোন সময় যে কোন স্থান হতে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে পারেন।
- খ) অন-লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ: গ্রাহকগণ এখন অন-লাইনের মাধ্যমেও বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে পারেন। তবে এ ব্যবস্থাটি পবিবো, ডিপিডিসি ও ডেসকো চালু করেছে। বিউবো ও ওজোপাডিকো এ লক্ষ্যে কাজ করেছে।
- গ) অন-লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগ: অন-লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন গ্রহণের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ডেসকো ইতোমধ্যে তার সমগ্র এলাকায় ব্যবস্থাটি চালু করেছে। অন্যান্য ইউটিলিটিগুলোও সীমিত পরিসরে এটি চালু করেছে।
- ঘ) অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি: তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যেখানে আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে কল সেন্টার স্থাপন করা হবে। প্রাপ্ত অভিযোগগুলো কল সেন্টারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অফিসকে জানিয়ে দেয়া হবে। বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য নির্ধারিত সময়সীমা বেঁধে দেয়া হবে এবং এ কাজগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা থাকবে। সকল ইউটিলিটিগুলোর জন্য একটি সমন্বিত সফটওয়্যার তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- ঙ) অন-লাইন নিয়োগ ব্যবস্থাপনা চালুকরণ: অন-লাইনের মাধ্যমে নিয়োগ ব্যবস্থাপনা চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে চাকুরী প্রার্থীগণ দেশের যে কোন প্রান্ত থেকে অতি দ্রুততার সাথে তাঁদের আবেদন পাঠাতে পারবেন এবং সাথে সাথে অফিস কর্তৃক প্রাপ্তির নিশ্চয়তা পত্র প্রাপ্ত হবেন। সীমিত পরিসরে সফটওয়্যারটি ইতোমধ্যে চালু করা হয়েছে। অচিরেই সকল ইউটিলিটিতে ব্যবস্থাটি চালু করা হবে।

১১.১.২ প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি

- ক) ই-ফাইলিং ব্যবস্থাপনা: সম্প্রতি বিদ্যুৎ বিভাগে ডিজিটাল পদ্ধতিতে নথি ব্যবস্থাপনা পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন নথি নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধি পাবে অপরদিকে কর্মকর্তাগণের নথি নিষ্পত্তির হার দ্রুততার সাথে এবং নির্ভুলভাবে পরিবীক্ষণ করা সম্ভব হবে। এছাড়া অতি দ্রুততার সাথে পুরনো নথি খুঁজে বের করা সম্ভব হবে। বিদ্যুৎ বিভাগের অভিজ্ঞতার আলোকে অন্যান্য ইউটিলিটিগুলোতেও এ ব্যবস্থা চালু করা হবে।
- খ) অন-লাইন প্রকল্প পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাপনা: বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থার এডিপিভুক্ত প্রকল্পগুলোর প্রকল্প পরিচালকগণের অফিস দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত। প্রকল্প পরিচালকগণের নিকট হতে তথ্য একীভূত করে সংস্থাভিত্তিক তা বিদ্যুৎ বিভাগে পরিবীক্ষণ করা বেশ কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ ছিল এবং এজন্য প্রচুর কাগজের অপচয় হত। ওয়েব ভিত্তিক প্রকল্প পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাপনা চালু করায় দূর-দূরান্ত অবস্থিত অফিস হতে প্রকল্প পরিচালকগণ কর্তৃক তথ্য প্রদানের সাথে সাথেই তা পরিবীক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে এবং একই তথ্য বারংবার টাইপ করতে হয়না বলে, অফিসের সময়ও সাশ্রয় হচ্ছে।
- গ) ভিডিও কনফারেন্সিং পদ্ধতি চালু: বিদ্যুৎ বিভাগসহ এর আওতাধীন ইউটিলিটিসমূহের মধ্যে ভিডিও কনফারেন্সিং চালু করা হয়েছে। এর ফলে বিভিন্ন সভা অনুষ্ঠানের বিষয়ে ইউটিলিটি প্রধানগণ নিজ নিজ অফিসে বসেই সভা করতে পারেন।
- ঘ) “স্মাগ শট” এর মাধ্যমে মিটার রিডিং: বিদ্যুৎ খাতের জন্য আধুনিক “স্মাগ শট” পদ্ধতিতে বিদ্যুতের মিটার রিডিং সংগ্রহ এবং স্মার্ট ফোনের মাধ্যমে তথ্যাদি সরাসরি সার্ভারে প্রেরণের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই বিউবো’র বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে এ পদ্ধতিটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। অচিরেই বিউবো’র অন্যান্য বিতরণ এলাকাসহ সকল বিতরণ সংস্থায় সফটওয়্যারটি বাস্তবায়ন করা হবে। লক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে অন্যান্য বিতরণ ইউটিলিটিতে এটি চালু করা হবে।
- ঙ) অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার: বিদ্যুৎ খাতের জন্য একটি সমন্বিত অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এতে করে অডিট নিষ্পত্তি আরো সহজতর হবে।
- চ) পারসোনেল ও ফিন্যান্সিয়াল ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালুকরণ: বিদ্যুৎ খাত সংশ্লিষ্ট ইউটিলিটিসমূহের দৈনন্দিন কার্যাবলী দ্রুততার সাথে এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে কয়েকটি সংস্থায় পারসোনেল ও ফিন্যান্সিয়াল ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছে।
- ছ) Enterprise Resource Planning (ERP) : সমগ্র বিদ্যুৎখাতকে একটি সমন্বিত ব্যবস্থাপনার আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে সকল ইউটিলিটিতে ERP ব্যবস্থা চালুর বিষয়টি পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

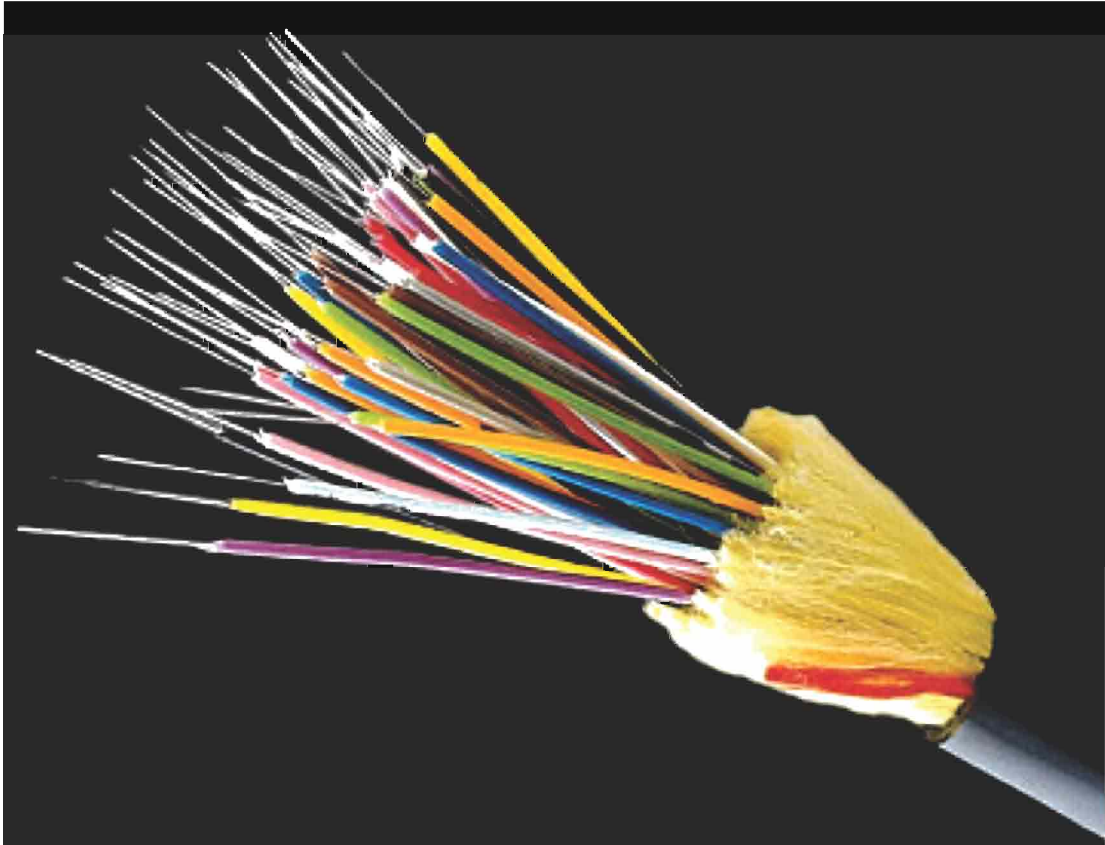
১১.১.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠা:

- ক) স্টোর ব্যবস্থাপনা: এ সকল সংস্থায় কম্পিউটারভিত্তিক স্টোর ব্যবস্থাপনা চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কিছু কিছু প্ল্যান্টে/ স্টোরে ইতোমধ্যে তা চালু করা হয়েছে। অন্যান্য স্থাপনা/ স্টোরেও অচিরেই তা চালু করা হবে। এর ফলে সরকারি সম্পদের অপচয় রোধ হবে এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনার ফলে মালামাল ক্রয়ে দুর্নীতি হ্রাস পাবে। সুষ্ঠু স্টোর ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে ওভার ইনভেন্টরি কন্ট্রোল করার লক্ষ্যে স্টোর ব্যবস্থাপনাকে কেপিআই হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- খ) অটোমেটেড রিমোট মিটার পদ্ধতি চালুকরণ: ইউটিলিটিসমূহের সকল প্রবেশ পয়েন্টে অটোমেটেড রিমোট মিটার পদ্ধতি চালু করায় কম্পিউটারের মাধ্যমে অতি সহজেই বিদ্যুতের হিসাব ও বিল প্রণয়ন করা হচ্ছে। এছাড়া বড় বড় এইচটি গ্রাহকদের ক্ষেত্রেও Automated Meter Reading (AMR) মিটার বসানো হয়েছে। ফলে বড় বড় গ্রাহকদের বিদ্যুৎ বিল প্রণয়নের ক্ষেত্রে অনিয়ম করার সুযোগ বহুলাংশে কমে এসেছে। এ ব্যবস্থা সকল এইচটি গ্রাহকদের জন্য চালু করা হবে।
- গ) প্রি-পেইড মিটারিং পদ্ধতি চালুকরণ: বিদ্যুৎ বিল পরিশোধকে বামেলামুক্ত করাসহ বিদ্যুৎ বিল আদায় শতভাগ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ দেশব্যাপী প্রি-পেইড মিটারিং পদ্ধতি চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড প্রায় ৪৬ হাজার এবং ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিঃ প্রায় ১৪ হাজার প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করেছে। বর্তমানে বিভিন্ন বিতরণ ইউটিলিটিসমূহে আরো ৩৫ হাজার মিটার চালু করা হবে। প্রি-পেইড মিটার স্থাপন বিষয়ে কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০১৭ সালের মধ্যে সকল মিটার প্রি-পেইড মিটারে রূপান্তরের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, প্রি-পেইড মিটার ব্যবস্থার ফলে জনগণের মধ্যে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী মনোভাব সৃষ্টি হবে এবং মিটার রিডিং সংগ্রহের নামে গ্রাহক ভোগান্তি কমে আসবে।
- ঘ) ই-টেভারিং ব্যবস্থাপনা: টেভারিং ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে আইএমইডি’র সিপিটিইউ এর একটি প্রকল্পের মাধ্যমে পরীক্ষামূলকভাবে ই-টেভারিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ৪টি সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিদ্যুৎ খাতের বাংলাদেশ পল্লীবিদ্যুতায়ন বোর্ড অন্যতম। বিদ্যুৎ খাতে সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন ইউটিলিটিসমূহের মধ্যে ই-টেভারিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে বিপিডিবি ও পিজিসিবি সীমিত আকারে এ ব্যবস্থা চালু করেছে।

১১.২ ন্যাশনাল লোড ডেসপাচ সেন্টার (এনএলডিসি)

দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সঞ্চালন নেটওয়ার্ককে দক্ষ উপায়ে পরিচালনা এবং একই সাথে বিদ্যুৎ চাহিদা এবং উৎপাদনের মাঝে সমন্বয় সাধনের নিমিত্তে National Load Dispatch Centre (NLDC) স্থাপন করেছে। সম্প্রতি NLDC ৪০০০ কিঃমিঃ এর অধিক অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করে অত্যাধুনিক ডিজিটাল কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে যেটা সকল বিদ্যুৎ স্থাপনাগুলোকে জাতীয় গ্রীডে সংযুক্ত করেছে। পিজিসিবি'র নিজস্ব ব্যবহারের অতিরিক্ত অপটিক্যাল ফাইবার জাতীয় যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নে স্থানীয় টেলিকম অপারেটর এর নিকট স্বচ্ছতার ভিত্তিতে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের নিমিত্তে লীজ প্রদান করা হয়েছে এবং হচ্ছে। ২০০৬ সালে ঢাকা-চট্টগ্রাম অংশে ২৪৬ কিঃমিঃ অপটিক্যাল ফাইবার গ্রামীণ ফোন লিঃ এর নিকট লীজ প্রদানের মাধ্যমে পিজিসিবি এ কার্যক্রম শুরু করে।

উল্লেখ্য যে, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার অংশে গ্রামীণ ফোন লিঃ এর নিকট ১৫ (পনের) বৎসর, ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার অংশ বিটিসিএল এর নিকট পুনরায় ২ (দুই) বৎসর, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার অংশ জড়নর এর নিকট ১৫ (পনের) বৎসর, University Grants Commission (UGC) কে Indefeasible Right of Use (IRU) এর ভিত্তিতে দেশব্যাপী এক জোড়া অপটিক্যাল ফাইবার ২০ (বিশ) বৎসরের জন্য লীজ প্রদান করা হয়েছে। জুন' ২০১২ তে Banglalink কে ফেনী-খুলশী (চট্টগ্রাম) অংশে ১৫ (পনের) বৎসরের জন্য এক পেয়ার অপটিক্যাল ফাইবার লীজ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও জুন ২০১৩ সালে “Digital Bangladesh” বিনির্মাণে fiber@home এবং Summit Communication Ltd. নামক দুইটি NSP (Network Service Provider) কে ১৫ (পনের) বৎসরের জন্য লীজ প্রদান করা হয়েছে।



ছবি-২৮ : অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল



দ্বাদশ অধ্যায়

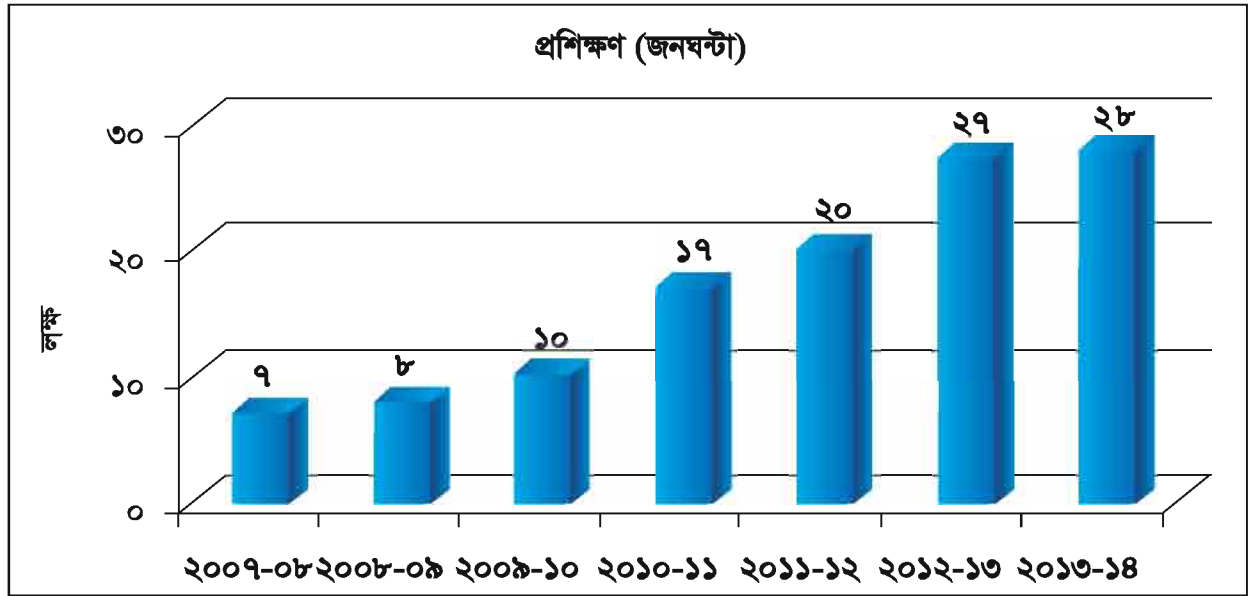
মানব সম্পদ উন্নয়ন

১২.০ মানব সম্পদ

বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সঞ্চালন ও বিদ্যুৎ খাতের সম্প্রসারণের পাশাপাশি বিদ্যুৎ খাতে কর্মরত সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তরের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ ও বিদ্যুৎ খাতের সকল সংস্থা ব্যাপক প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

১২.১ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিদ্যুৎ খাতে কর্মরত সর্বস্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তরের লক্ষ্যে ২০০৯-১০ অর্থবছরে জনপ্রতি ২০ ঘন্টা, ২০১০-১১ অর্থবছরে জনপ্রতি ৪০ জনঘন্টা এবং ২০১১-১২ অর্থবছরে জনপ্রতি ৫০ ঘন্টা লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়। ২০১২-১৩ অর্থবছরে জনপ্রতি ৬০ ঘন্টা নির্ধারণ করা হয়েছে। গত ২০০৭-০৮ অর্থ বছর থেকে ২০১৩-১৪ অর্থ বছর পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিভাগের অর্জিত প্রশিক্ষণ ঘন্টার তুলনামূলক চিত্র নিম্নে কলাম চার্টে দেখানো হল:



চিত্র-১৫: অর্থবছর ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

ক্র. নং	বিদ্যুৎ বিভাগ/ সংস্থা/ কোম্পানী সমূহের নাম	আর্থিক বছর (২০১৩-২০১৪)			আর্থিক বছর (২০১২-২০১৩)			আর্থিক বছর (২০১১-২০১২)			আর্থিক বছর (২০১০-২০১১)		
		প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা (জনঘন্টা)	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মোট অর্জিত জনঘন্টা	প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা (জনঘন্টা)	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মোট অর্জিত জনঘন্টা	প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা (জনঘন্টা)	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মোট অর্জিত জনঘন্টা	প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা (জনঘন্টা)	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মোট অর্জিত জনঘন্টা
০১	পিএসসিডিপি	৬০	১৪৫৭	৪৩৬৮৬	৬০	১০৯৮	৩৫৪৫২	৫০	১৪৩৯	৫১৯৭৩	৪০	৪৫২	১৬৬৭৫
০২	বিপিডিবি		১৫০৬১	৯২১৭৩৩		১৪০২১	৮৯৭৪৬৪		৭৮৪১	৬৩৭৯৫০		৫৮৯০	৫৭৭২৯৭
০৩	আরইবি		৯৭০০০	১১৩৫০০০		১৬৭৫০	১১৫৭৯৩৭		৫৭০৯৬	৮৮১০৮২		৪০৪২১	৭৭৭৪০৮
০৪	ডিপিডিসি		৩৭৪৭	২৩৪৮২০		৩৭৫৩	২৪০৪৬৭		৩৮৭৫	১৬৮৭৫০		৩৯৪৫	৬৩০১৪
০৫	ডেসকো		১৫০৭	৮৭০০৫		১৩৪৫	৭৬৭৫৫		১১৮১	৬২৭৭১		৯৮৭	৪১২৯৮
০৬	গজোপাডিকো		২২৮৭	১৬৯০৩৬		২২৫০	১৫৫৪২০		২১৮৮	১০৯৪০০		২২০১	৯৩১৬২
০৭	এপিএসসিএল		১০৭৩	৪১৮৪০		২১৭	৪০২১৯		২৪৭	২৬৩৬০		২১৬	৮৬৫৭
০৮	পিজিসিবি		৩৩৬৫	১৩৬৫৩৮		২১৪৮	১১৭২৯৮		১৪৩৩	৯১৬৮৮		১০৬৫	৬৮১৬৮
০৯	ইজিসিবি		১১৭	১৩৩২৭		১১৭	১৩৩২৭		৮৩	৪৩১৪		৭৬	২১৯২
১০	আরপিসিএল		২৫১	১৬০০০		২১৯	১৩৭৮২		১৭০	৯০২৩		১৬৮	৫৮৫৬
১১	নওপাজেকো মোট		৮৭	৬২৮১		৭১	৬৪৩২.৩৫		৩০	১৯০৩		২৩	১১৯১
		১২৫৯৫২	২৮০৫২৬৬	৪১৯৮৯	২৭৫৪৫৫৩.৩৫	৭৫৫৮৩	২০৪৫২১৪	৫৫৪৪৪	১৬৫৪৯১৮				

ছক-২৬: সংস্থাভিত্তিক প্রশিক্ষণ

১২.২ “বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট (BPMI)” গঠন

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (BPDB), বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (BREB), আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ (APSCL), ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানী অব বাংলাদেশ (EGCB), নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিঃ (NWPGL), রূরাল পাওয়ার কোম্পানী লি (RECL), এবং কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ (CPGCB) বর্তমানে সরকারিভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের দায়িত্বে নিয়োজিত আছে। পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ (PGCB) লিঃ এককভাবে বিদ্যুৎ সঞ্চালনের দায়িত্বে নিয়োজিত আছে। অপরদিকে বিদ্যুৎ বিতরণের দায়িত্বে রয়েছে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো), বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো), ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী (ডেসকো) লিঃ, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী (ডিপিডিসি) লিঃ ও ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী (ওজোপাডিকো) লিঃ। উপরোল্লিখিত বিদ্যুৎ সংস্থা/কোম্পানীগুলিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রমে বিপুল সংখ্যক জনবল কর্মরত আছে এবং পর্যায়ক্রমে নতুন জনবল নিয়োজিত হচ্ছে। বিগত কয়েক বৎসরে প্রায় ৭৩টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনপূর্বক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা ১১,২৬৫ মেগাওয়াটে উন্নীতকরণসহ সঞ্চালন লাইনের পরিমাণ ৯,৫৩৬ কিলোমিটারে এবং বিতরণ লাইনের পরিমাণ ৩ লক্ষ ৩ হাজার কিলোমিটারে উন্নীত করা হয়েছে। ফলে বিদ্যুৎখাতের কর্মপরিধি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদ্যুৎখাতের এ বিশাল কর্মযজ্ঞ দক্ষতার সাথে সুষ্ঠু ও নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিচালনার জন্য দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবলের কোন বিকল্প নেই।

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন সংস্থার বিদ্যমান সীমিত পরিসরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে বিদ্যুৎখাতে কর্মরত বিপুল সংখ্যক জনবলকে দক্ষ করে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তাই সরকার বিদ্যুৎখাতে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরীর লক্ষ্যে সংস্থাসমূহের বিদ্যমান অবকাঠামো ও সুবিধাদি একীভূত করে Trust Act এর আওতায় বৃহৎ পরিসরে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ ও উন্নত স্বতন্ত্র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান “বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট (BPMI)” নামে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ খাতের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করবে; বিদ্যুৎ বিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়নে কার্যক্রম পরিচালনা করবে; ডিজিটাল ও আধুনিক পদ্ধতি ও প্রযুক্তি প্রবর্তনে সহায়তা করবে; সমীক্ষা সংক্রান্ত কাজে সহায়তা করবে। বিপিএমআই কর্মকর্তাদের কারিগরী প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সিমুলেশনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করবে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আওতায় বেসরকারী উদ্যোক্তাদের জনবল প্রশিক্ষণের সুযোগ থাকবে।

Bangladesh Power Management Institute (BPMI) গঠনের জন্য “Deed of Trust” এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে যা বিদ্যুৎ বিভাগ নীতিগত অনুমোদন প্রদানপূর্বক Article of Association (AOA) and Memorandum of Association (MOA) প্রণয়নের নির্দেশনা প্রদান করেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ০৬/০২/২০১৪ তারিখ বিদ্যুৎ বিভাগ পরিদর্শনকালে এ বিষয়ে আলোচনা হয় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে নীতিগত সম্মতি প্রদান করেন। BPMI গঠনের জন্য AOA এবং MOA প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

১২.৩ অবকাঠামো উন্নয়ন

বিদ্যুৎ খাতের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দানের পাশাপাশি ইউটিলিটিস-মুহ প্রশিক্ষণের ভৌত সুবিধা বৃদ্ধির বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর বর্তমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও একাডেমীর আধুনিকীকরণের পাশাপাশি কক্সবাজারে এবং কেরাণীগঞ্জ নতুন প্রশিক্ষণ একাডেমী নির্মাণের কাজ আরম্ভ হয়েছে। অন্যদিকে ডিপিডিসির কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য স্ক্যাডা ভবনের ৪র্থ তলায় নতুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। পল্লীবিদ্যুতায়ন বোর্ডও বৃহত্তর পরিসরে কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রযুক্তিগত আধুনিক সুবিধা সমন্বিত ট্রেনিং একাডেমী ভবন নির্মাণ করেছে। পিএসসিডিপি এর অধীনে প্রকৌশলীদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দানের সুবিধার্থে ষোড়শালা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে একটি সিমুলেটর স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া একই প্রকল্প হতে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে উক্ত প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটকে আধুনিকায়নের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।



ছবি-২৯ : মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধন

পরিদর্শনকালে এ বিষয়ে আলোচনা হয় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে নীতিগত সম্মতি প্রদান করেন। BPMI গঠনের জন্য AOA এবং MOA প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।



ছবি-৩০ : সিদ্ধিরগঞ্জ ১৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র



ছবি ৩১ : খুলনা ১৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র



ব্যয়োদয় অধ্যায়
বিশেষ কার্যক্রম



১৩.০ বিশেষ কার্যক্রম (Special Program)

১৩.১ সেক্টরস লিডারস ওয়ার্কশপ আয়োজন

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিভাগের সমন্বয়ে এ সেক্টরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা/প্রকৌশলীদের অংশগ্রহণে এ খাতের উন্নয়ন এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ ও আন্তঃবিভাগ সমন্বয় জোরদার করার লক্ষ্যে নিয়মিত “সেক্টরস লিডারস ওয়ার্কশপ” এর আয়োজন করা হচ্ছে।

১৩.২ জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ পালন

বিদ্যুৎ খাত উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের অর্জন ও ভবিষ্যৎ উন্নয়ন এবং বিদ্যুৎ শাশ্রয়ে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে প্রতিবছর বিদ্যুৎ সপ্তাহ পালন করা হয়ে থাকে। প্রতিবারের ন্যায় এ বছরও ১১-১৩ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে জাতীয় পর্যায়ে ‘জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ-২০১৪’ পালিত হয়েছে। এ বছর বিদ্যুৎ সপ্তাহের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় “জ্বলছে আলো চলছে দেশ, এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ”। বিদ্যুৎ সপ্তাহ-২০১৪ এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো:

- মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ১১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ ও বিদ্যুৎ মেলা উদ্বোধন;
- বিদ্যুৎ মেলা আয়োজন, ১১-১৩ ডিসেম্বর ২০১৪;
- বিদ্যুৎ সপ্তাহ উপলক্ষে বিদ্যুৎ খাতে সরকারের বিগত পাঁচ বছরের অর্জন বিষয়ে “আলোকিত বাংলাদেশ” শীর্ষক প্রকাশনা;
- ক্রোড়পত্র, স্মরণিকা, পোষ্টার, ব্রোশিয়ার, ইত্যাদি প্রকাশ;
- সেমিনার আয়োজন;
- ক্লাউটদের অংশগ্রহণে সারাদেশ ব্যাপী বিদ্যুৎ শাশ্রয় সংক্রান্ত সচেতনতামূলক বিদ্যুৎ ক্যাম্প আয়োজন, ১৬-১৮ ডিসেম্বর ২০১৪;
- সেরা কার্যক্রম/অবদান/পারফরমেন্সের জন্য পুরস্কার বিতরণ:
 - ১) সেরা বিদ্যুৎ কর্মী পুরস্কার;
 - ২) সেরা প্রকল্প পরিচালক পুরস্কার;
 - ৩) সেরা বিদ্যুৎ ইউনিট পুরস্কার;
 - ৪) বিদ্যুৎ বিষয়ে সেরা পত্রিকা রিপোর্টিং পুরস্কার;
 - ৫) বিদ্যুৎ বিষয়ে সেরা ইলেকট্রনিক রিপোর্টিং পুরস্কার;
 - ৬) সেরা বিদ্যুৎ গ্রাহক (বিভাগ ভিত্তিক) পুরস্কার;
 - ৭) স্কুল ও মাদ্রাসার ছাত্র/ছাত্রীদের রচনা প্রতিযোগিতা পুরস্কার;
 - ৮) আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র/ছাত্রীদের সেরা বিদ্যুৎ বিষয়ক উদ্ভাবনী পুরস্কার;
 - ৯) বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন পুরস্কার।
- তাছাড়াও বিদ্যুৎ বিতরণী সংস্থা/কোম্পানীসমূহের মধ্যে ৭-১২ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে সারাদেশ ব্যাপী নানা আয়োজনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সপ্তাহ পালন।

১৩.৩ ফিল্ড ভিজিট

পদক্ষেপ/উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে এবং অফিসের কার্যক্রম গুণগত মানোন্নয়নে মাঠ পরিদর্শন একটি কার্যকরী পদক্ষেপ। গত বছরে বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তারা ১৫০টি এবং দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীসমূহের কর্মকর্তারা ৫১৭টি ফি পরিদর্শন করেছেন।

১৩.৪ গণশুনানী (Public hearing)

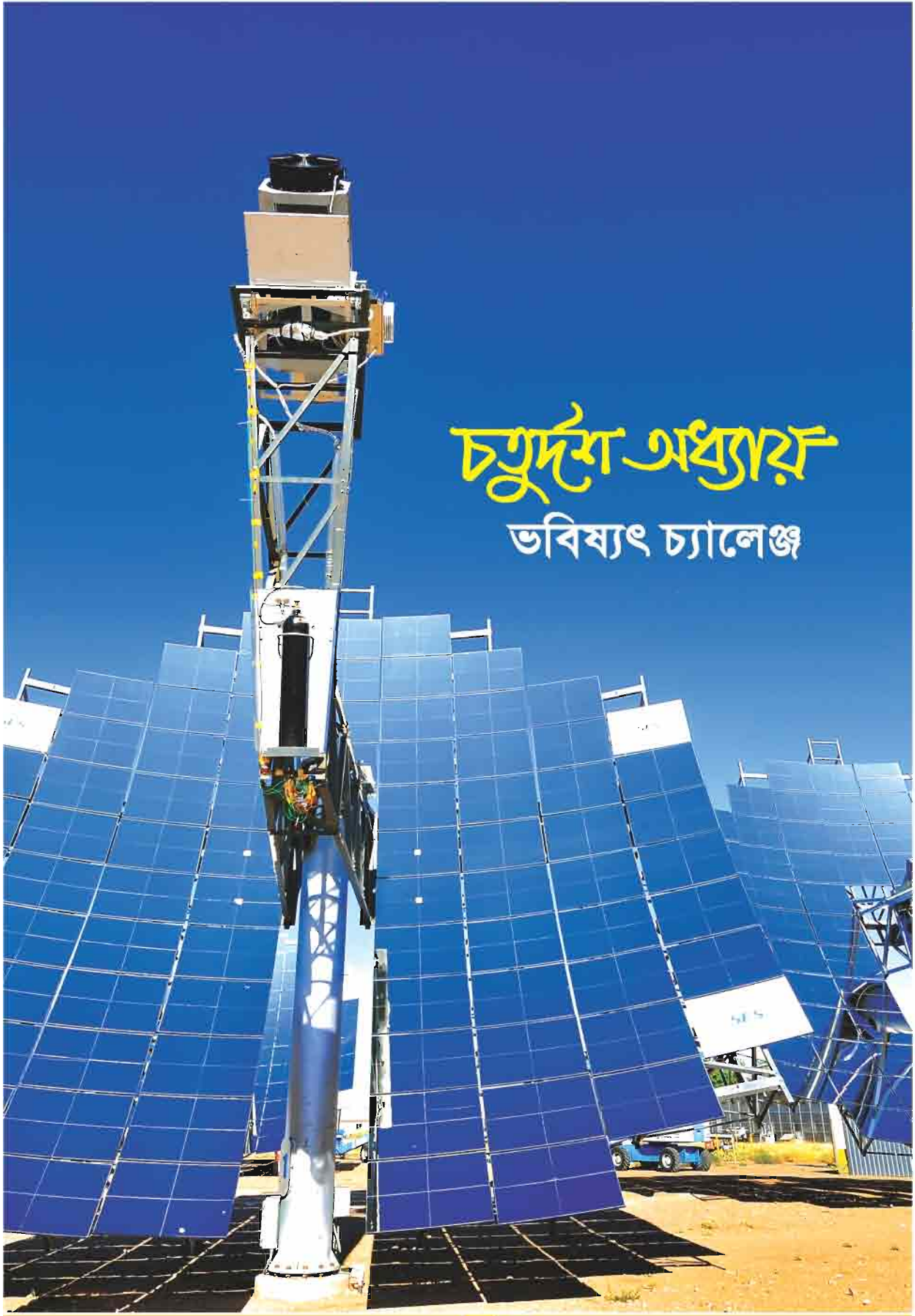
গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি, দক্ষতা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত “গণশুনানী (Public hearing) এর আয়োজন করা হচ্ছে।

১৩.৫ শাখাভিত্তিক বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা

শাখাভিত্তিক বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক এবং বাৎসরিক ভিত্তিতে মূল্যায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

১৩.৬ মাসিক সমন্বয় সভা

বিদ্যুৎ বিভাগের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে এবং সুচারুপে সম্পন্ন করার জন্য বিভাগে নিয়মিত মাসিক সমন্বয় এর আয়োজন করা হচ্ছে।



চতুর্দশ অধ্যায়

ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ

১৪.০ ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ

- ১৪.১ বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয়বহুল এবং সময় সাপেক্ষ। সরকার ২০২১ সালের মধ্যে ২৪,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে 'সবার জন্য বিদ্যুৎ' সুবিধা নিশ্চিতকরণের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, যা যথাসময়ে যোগান দেয়া সরকারের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ;
- ১৪.২ জ্বালানি বহুমুখীকরণের মাধ্যমে ডিজেল ও ফার্নেস অয়েল ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং এগুলোর প্রতিস্থাপনের বিষয়ে সমন্বয়যোগী সিদ্ধান্ত নেয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ;
- ১৪.৩ বিদ্যুৎ উৎপাদনের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় কয়লাভিত্তিক ২০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনা মোতাবেক কয়লার উৎস সন্ধান করা এবং স্বল্প ব্যয়ে তা পরিবহনের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ;
- ১৪.৪ বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়নে সমন্বয়যোগী পদক্ষেপ নিতে হবে। এ জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে।
- ১৪.৫ বিদ্যুৎ উৎপাদনকে বৃদ্ধির পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়ন বিদ্যুৎ খাতের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সরকারি পর্যায়ে বর্তমানে প্রায় ২৫ হাজার কর্মকর্তা/ কর্মচারী কর্মরত রয়েছে। এছাড়া বেসরকারি পর্যায়েও বিপুল সংখ্যক কর্মচারী রয়েছে। এখানে ব্যাপক সংখ্যক কারিগরী কর্মকর্তার নিয়োগ, এর পাশাপাশি এ সকল কর্মকর্তাকে দক্ষ মানবসম্পদে উন্নয়ন করতে হলে, একটি ব্যাপক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। এ কারণে প্রশিক্ষণ বিষয়ক একটি আলাদা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা আবশ্যিক।

২০২১ সালের মধ্যে "সবার জন্য বিদ্যুৎ", এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশকে দারিদ্র ও ক্ষুধামুক্ত একটি মধ্য আয়ের দেশে রূপান্তর করতে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও বিদ্যুৎ খাতে এসেছে অভাবনীয় সাফল্য; যা দেশের আর্থ-সামাজিক আস্থার উন্নয়ন, নতুন নতুন শিল্প স্থাপন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও গুণানী বৃদ্ধির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে রাখছে প্রত্যক্ষ ভূমিকা, যা বাংলাদেশকে দিয়েছে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে বর্তমানে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৩,২৬৫ মেগাওয়াট (ক্যাপিটিভসহ) উন্নীত হয়েছে। উন্নয়নের মাধ্যমে দেশ সামনে এগিয়ে চলুক এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।



ছবি-৩২ : সার্ক এনার্জি মিনিষ্টার্স মিটিং

সঞ্চয়ন অধ্যায়

বিদ্যুৎ বিভাগের সংস্থা/কোম্পানী



বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর এর কার্যক্রম

১৫.০ ভূমিকা

বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ, সরবরাহ ও ব্যবহারের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ১৯১০ সালে ইলেকট্রিসিটি এ্যাক্ট প্রণয়ন হয়। উক্ত এ্যাক্টের ৩৬ ধারা বলে বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর সৃষ্টি হয়। দপ্তরটি বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগের Attached Department হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এই দপ্তরের www.eacei.gov.bd নামে স্বতন্ত্র একটি ওয়েব সাইট রয়েছে।

১৫.১.১ উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব ও কার্যাবলী

- (১) সমগ্র বাংলাদেশের আবাসিক এ্যাপার্টমেন্ট ভবন/বাণিজ্যিক ভবন/শিল্প কল কারখানায় মধ্যম ও উচ্চ চাপের নতুন বৈদ্যুতিক স্থাপনা, উপকেন্দ্র ও লাইনসমূহ পরিদর্শন ও পরীক্ষা নিরীক্ষান্তে জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতঃ উপকেন্দ্র চালুর অনুমোদন প্রদান;
- (২) প্রতিটি শিল্প কল কারখানার বৈদ্যুতিক স্থাপনায় জানমালের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে প্রতি ২(দুই) বছর অন্তর অন্তর পরিদর্শন করা;
- (৩) বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার বিষয়ে বিতরণকারী সংস্থার রিপোর্টের উপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- (৪) বিদ্যুৎ লাইসেন্স বোর্ড পরিচালনা ও সভা আহ্বান এবং প্রকৌশলীবৃন্দ, বৈদ্যুতিক ঠিকাদার ও ইলেকট্রিশিয়ানদেরকে পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে যথাক্রমে সুপারভাইজার কম্পিটেন্সি সার্টিফিকেট, বৈদ্যুতিক ঠিকাদারী লাইসেন্স ও ইলেকট্রিশিয়ানদের কারিগরী পারমিট প্রদান এবং এগুলো প্রতি বছর নবায়ন করা।
- (৫) নতুন সিনেমা হলের বিদ্যুৎ সংযোগের ছাড়পত্র প্রদান ও প্রদর্শনী লাইসেন্স জারীর সুপারিশ করা ইত্যাদি।

১৫.১.২ জনবল কাঠামো

এনাম কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত ও অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় অত্র দপ্তরে ৮ জন কর্মকর্তা ও ২৫ জন কর্মচারী সহ মোট ৩৩টি পদ রয়েছে। সেবারমান অধিকতর উন্নয়ন ও দ্রুততরকরণের লক্ষ্যে ও সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির স্বার্থে নতুন আরও ১২টি পদ ০৪ মে, ২০১৪ ইং তারিখে চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে অত্র দপ্তরে নতুন অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী জনবল বৃদ্ধি পেয়ে দাড়িয়েছে মোট ৪৫ জন। তন্মধ্যে ১৬ জন কর্মকর্তা এবং ২৯জন কর্মচারী অন্তর্ভুক্ত আছেন।

১৫.১.৩ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তরে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে জনপ্রতি ৬০ ঘন্টা নির্ধারণ করে বর্তমানে কর্মরত ২২ জন সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ১৩২০ ঘন্টা। জুন, ২০১৪ পর্যন্ত প্রশিক্ষণের লক্ষ্য মাত্রা ১০০% অর্জিত হয়েছে। বিগত ২(দুই) বছরের তথ্য নিম্নোক্ত ছকে দেখানো হলো:

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ বিভাগের সংস্থার নাম	অর্থবছর (২০১২-২০১৩)			অর্থবছর (২০১৩-২০১৪)		
		প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা (জন ঘন্টা)	প্রশিক্ষার্থীর সংখ্যা	মোট অর্জিত জন ঘন্টা	প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা (জন ঘন্টা)	প্রশিক্ষার্থীর সংখ্যা	মোট অর্জিত জন ঘন্টা
০১	বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তরে	৬০	১৯	১১৪০	৬০	২২	১৩২০

ছক-২৭: ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

১৫.১.৪ সেবা ভিত্তিক সাফল্য

বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তরের রেগুলেটরী কার্যক্রম সম্পন্ন করে গত ২০১২-২০১৩, ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর পর্যন্ত যে সেবা প্রদান করা হয়েছে তার বিবরণ এবং গত ২০১২-২০১৩ অর্থ বছর এর তুলনায় ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে যে অগ্রগতি হয়েছে তা নিম্নে বর্ণিত ছকে দেখানো হলো:



ক্রমিক নং	কার্যক্রম	২০১২-২০১৩ অর্থ বছর	২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর	২০১২-২০১৩ অর্থ বছর এর তুলনায় ২০১৩- ২০১৪ অর্থ বছরে অগ্রগতির হার
১.	বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র চালুর অনুমোদন জারী	২১২৯	২৩০৩	(+) ৮.১৭%
২.	বৈদ্যুতিক ঠিকাদারী লাইসেন্স জারী	৬৬৯	৬৮৯	(+) ২.৯৮%
৩.	বৈদ্যুতিক ঠিকাদারী লাইসেন্স নবায়ন	২৭৪৭	৩০২৮	(+) ১০.২২%
৪.	বৈদ্যুতিক সুপাভাইজার সার্টিফিকেট জারী	৫০৩	৬৫৬	(+) ৩০.৪১%
৫.	বৈদ্যুতিক সুপাভাইজার সার্টিফিকেট নবায়ন	৩৫৭৬	৩৭৭৯	(+) ৫.৬৭%
৬.	বৈদ্যুতিক কারিগরী পারমিট জারী	৭৩৮	১০৪৯	(+) ১২.১৪%
৭.	বৈদ্যুতিক কারিগরী পারমিট নবায়ন	১২১৪	১৪৫৭	(+) ২০.০১%

ছক-২৮: সেবা ভিত্তিক সাফল্য

১৫.১.৫ আর্থিক সাফল্য

বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা থেকে অতিরিক্ত রাজস্ব আয় করে আসছে। বিগত ২(দুই) বছরের রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত রাজস্ব আয়ের বিবরণী নিচের ছকে দেয়া হলো। উক্ত ছকে বিগত ২(দুই) বছরে অত্র দপ্তরে লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা কি পরিমাণ অধিক রাজস্ব আয় করা সম্ভব হয়েছে তাও দেখানো হয়েছে।

অর্থ বছর	অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত রাজস্ব আয়	লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা অধিক আয়ের পরিমাণ	২০১২-২০১৩ অর্থ বছর এর তুলনায় ২০১৩- ২০১৪ অর্থ বছরে আয় বৃদ্ধির হার
২০১২-২০১৩	১,৬০,০০,০০০.০০	২,০২,৩১,০০০.০০	(+) ৪২,৩১,০০০.০০	(+) ১১.৬৩%
২০১৩-২০১৪	১,৭৪,৬২,০০০.০০	২,২৫,৮৪,০০০.০০	(+) ৫১,২২,০০০.০০	

ছক-২৯: আর্থিক সাফল্য

১৫.১.৬ ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ/পরিকল্পনা

বর্তমান সরকারের রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়ন কার্যক্রমের সাথে সঙ্গতি রেখে অত্র দপ্তরের সকল কার্যক্রম ডিজিটালাইজ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ কাজ সম্পাদনের জন্য প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে অত্র দপ্তরের টিওএ্যাভই'তে কম্পিউটার এর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। অত্র দপ্তরে একটি সার্ভার স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি দপ্তরের সকল কম্পিউটারকে নেট ওয়ার্কের আওতায় আনা হচ্ছে। এ অবস্থায় অত্র দপ্তরের কার্যক্রমের উপর একটি ডাটাবেইজ তৈরীর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এতে দপ্তরের সকল কার্যক্রম ডাটাবেইজে রূপান্তর করে স্থায়ীভাবে ডাটা/রেকর্ড সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা সম্ভব হবে। এ সকল কাজ সম্পাদন করা হলে একদিকে যেমন অত্র দপ্তরের লাইসেন্সিং সহ বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রের আবেদন অন লাইনে গ্রহণপূর্বক অন লাইনে অনুমোদন প্রদান করা সম্ভব হবে অপরদিকে অত্র দপ্তরের লাইসেন্সিং কার্যক্রমও পর্যায়ক্রমে ডিজিটালাইজ করা যাবে। এতে সেবার মান উন্নয়নে আমূল পরিবর্তন সাধিত হবে। অত্র দপ্তরের রাজস্ব আয় দ্বিগুন করার জন্য বিভিন্ন লাইসেন্সিং ও উপকেন্দ্রের পরিদর্শন ফিস দ্বিগুন করার প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়া গেলে এ দপ্তরের রাজস্ব আয় দ্বিগুন বৃদ্ধি পাবে মর্মে আশা করা যায়। তাছাড়া পাশ্চাতী দেশ সমূহের ন্যায় অত্র দপ্তরের জন্য স্থায়ী অফিস ভবন নির্মাণের নিমিত্তে পৃথক একটি অবকাঠামো নির্মাণের ভবিষ্যত পরিকল্পনা রয়েছে।



পাওয়ার সেল

বিদ্যুৎ খাত সংস্কার সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তক্রমে ১৯৯৫ সালে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় “পাওয়ার সেল” গঠন করা হয়। বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদার আলোকে সমন্বয়যোগী নতুন নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন এবং নিয়মিতভাবে বিদ্যুৎ খাতের নীতিমালা হালনাগাদকরণ, বিদ্যুৎ খাত সংস্কার সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তদারকীকরণ, বেসরকারী খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় কারিগরী বিষয়ে বিদ্যুৎ বিভাগকে সহযোগিতা প্রদান, বিদ্যুৎ খাতের বিভিন্ন সংস্থাসমূহের সিস্টেম লস ও বকেয়া হ্রাসকরণ কার্যক্রম তদারকীকরণসহ পারফরমেন্স মনিটরিং এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংক্রান্ত কাজের দায়িত্ব পাওয়ার সেলের উপর অর্পণ করা হয়।

১৫.২.১ জনবল

ক্রমিক নং	পদের নাম	সেট আপ	কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সংখ্যা	শূন্য পদ
০১	মহাপরিচালক	১	১	০
০২	পরিচালক	৪	৩	১
০৩	উপ-পরিচালক	৫	৪	১
০৪	সহকারী পরিচালক	৬	৫	১
০৫	অফিস সহকারি	৫	৪	১
০৬	হিসাব সহকারি	১	১	০

৪র্থ শ্রেণী ও গাড়ী চালক পদের জনবল আউট সোর্সিং পদ্ধতিতে নিয়োজিত আছে।

ছক-৩০ : জনবল

১৫.২.২ উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব

- বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদার আলোকে সমন্বয়যোগী নতুন নীতিমালার খসড়াসহ প্রস্তাব প্রণয়ন এবং নিয়মিতভাবে বিদ্যুৎ খাতের সকল নীতিমালা হালনাগাদকরণ;
- বিদ্যুৎ খাত সংক্রান্ত ডাটাবেস এর হালনাগাদকরণ ও সম্প্রসারণ;
- বিদ্যমান ও নতুন আইপিপি সমূহের বিষয়ে মন্ত্রণালয়কে মতামত প্রদান;
- বিদ্যুতের চাহিদা নিরূপণ ও বাজার বিশ্লেষণ;
- বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ কার্যক্রম এর পরিকল্পনা ও পর্যালোচনা;
- বিদ্যুৎ খাতের বিভিন্ন সংস্কার বিষয়ে সমীক্ষা ও সুপারিশমালা প্রণয়ন;
- বিদ্যুৎ সংক্রান্ত বেসরকারীখাতের যোগাযোগের কেন্দ্র হিসাবে কাজ করা ও আশ্রয়ী উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান;
- আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ, পর্যালোচনা ও করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ প্রণয়ন;
- বিদ্যুৎ আইন ও বিধিমালা সংশোধনে সহায়তা প্রদান;
- পরিবেশ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নে মন্ত্রণালয়কে সহায়তা প্রদান;
- বিদ্যুতের দক্ষ ও সাশ্রয়ী ব্যবহার সংক্রান্ত কার্যক্রম সনাক্তকরণ ও বাস্তবায়নের সুপারিশ প্রণয়ন;
- বিদ্যুৎ খাতের নবায়নযোগ্য জ্বালানি শক্তি ব্যবহারে সহায়তা প্রদান;
- বিদ্যুৎ খাতের বিভিন্ন সংস্থাসমূহের সিস্টেম লস হ্রাস ও বকেয়া হ্রাসকরণ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;
- বিদ্যুৎ খাতের পারফরমেন্স সুষ্ঠুভাবে মনিটরিং করার লক্ষ্যে পাওয়ার সেল কর্তৃক বিদ্যুৎ খাতের জন্য মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ;
- এনার্জি অডিটিং নিশ্চিতকরণ;
- বিদ্যুৎ সংস্থাসমূহের আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের নিমিত্ত সুপারিশমালা প্রণয়ন;
- বিদ্যুৎ বিভাগের কারিগরী সহায়ক শক্তি হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক অর্পিত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন।

১৫.২.৩ উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

- “প্রাইভেট সেক্টর পাওয়ার জেনারেশন পলিসি অব বাংলাদেশ” এর আওতায় বেসরকারীখাতে স্থাপিতব্য বেসরকারী বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ;

- ◆ Effectiveness of Current Organizational and Management Structure of REB বিষয়ে গৃহীত চলমান
- ◆ সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্নকরণ;
- ◆ বিবিয়ানা-১, বিবিয়ানা-২, সিরাজগঞ্জ ও মেঘনাঘাট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পরামর্শক সহায়তা প্রদান;
- ◆ বিদ্যুৎ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আন্তঃসংস্থার “ইন্টারফেজ মিটারিং সিস্টেম” এর
- ◆ চলমান কাজ সমাপ্তকরণ;
- ◆ পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ কার্যক্রমের আওতায় বেসরকারীখাতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন;
- ◆ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্নকরণ;
- ◆ বেসরকারীখাতে স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের জন্য Dual Fuel ভিত্তিক জ্বালানির সম্ভাব্যতা যাচাইকরণ;
- ◆ পুরাতন বিদ্যুৎ কেন্দ্র পুনর্বাসন ও নবায়ন কাজের জন্য পরামর্শক সহায়তা প্রদান;
- ◆ বিদ্যুৎ প্রকল্প সমূহের তদারকীকরণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা ডিজিটাইজেশন করণ;
- ◆ পিজিসিবি’র ন্যাশনাল গ্রীড ৪০০ কেভিতে উন্নয়নে পরামর্শক সহায়তা প্রদান;
- ◆ নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রম উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- ◆ বিদ্যুতের দক্ষ ও সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;
- ◆ রিনিউয়েবল এনার্জি পলিসি অব বাংলাদেশ-২০০৮” এর অনুচ্ছেদ ৩.১ এর সংস্থান মোতাবেক “SREDA” নামে
- ◆ নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংক্রান্ত কাজের জন্য একটি পৃথক প্রতিষ্ঠান গঠনে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;
- ◆ বিদ্যুৎ খাতের বিভিন্ন সংস্থার তথ্য সংক্রান্ত ডাটাবেস প্রণয়ন ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;
- ◆ বিদ্যুতের সিস্টেম লস এবং বকেয়ার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা;
- ◆ বিদ্যুৎ বিভাগ ও পাওয়ার সেলের ওয়েব সাইট সংরক্ষণ ও নিয়মিত হালনাগাদকরণ;
- ◆ সরকারের ভিশন ও ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ বিনির্মাণে বিদ্যুৎ খাতের আইসিটি কাজের মূল্যায়ন ও মনিটরিং ও কারিগরী
- ◆ সহায়তা প্রদান;
- ◆ বিদ্যুৎ খাতের সংস্থা/কোম্পানীসমূহের পারফরমেন্স সুষ্ঠুভাবে মনিটরিং করার লক্ষ্যে মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক
- ◆ প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ;
- ◆ বিদ্যুৎ বিভাগের কারিগরী সহায়ক শক্তি হিসাবে দায়িত্ব পালন।

১৫.২.৪ বিগত এক বছরে পাওয়ার সেলের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- বিদ্যুৎ আইন, ২০১৫ (বাংলা) এর খসড়া প্রণয়ন;
- বাংলাদেশ পাওয়ার প্ল্যান্ট মেইনটেনেন্স কোম্পানী গঠনের লক্ষ্যে Memorandum of Article (MOA) এবং Article of Association (AOA) প্রণয়ন;
- বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট স্থাপনের লক্ষ্যে খসড়া Deed of Trust প্রণয়ন;
- বিদ্যুৎ বিভাগের মাসিক সমন্বয় সভার জন্য Software প্রণয়ন;
- সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার হাব এর জন্য Environmen পরামর্শক নিয়োগ;
- আমিনবাজার-মাওনা-মংলা এবং আনোয়ারা--মেঘনাঘাট সঞ্চালন লাইন ও উপকেন্দ্র নির্মাণে সমীক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ;
- LNG Terminal স্থাপনের লক্ষ্যে Feasibility Study কাজের জন্য পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়াকরণ;
- ইএলআইবি প্রকল্পের আওতায় CFL ক্রয়ের লক্ষ্যে Technical এবং Procurement পরামর্শক নিয়োগ;
- বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের জন্য পরামর্শক নিয়োগ;
- BREB এর UREDS প্রকল্পের জন্য পরামর্শক নিয়োগ;
- ঘোড়াশাল, গোয়ালপাড়া, বাঘাবাড়ী জেনারেশন হাবের মাষ্টার প্ল্যান তৈরির লক্ষ্যে পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়াকরণ;
- রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রামে ৬০ মেগাওয়াট সোলার পার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে সমীক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ;
- Unified Pre-paid Meeter ক্রয়ের নিমিত্ত Standard Tender Document প্রণয়ন;
- Digitalization of SREDA প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ;
- Customer Satisfaction Survey সমীক্ষার কাজ বাস্তবায়ন;
- বিদ্যুৎ সংস্থা/কোম্পানীসমূহের পারফরমেন্স উন্নয়নের লক্ষ্যে কেপিআই স্বাক্ষর ও তদারকীকরণ;
- বিদ্যুৎ সংস্থা/কোম্পানীসমূহের সিস্টেম লস হ্রাস এবং ববেয়া আদায় তদারকীকরণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- বিদ্যুৎ সংস্থা/কোম্পানীসমূহের Transformer Specification Standardization করণ এবং Transformer পোড়া
- রোধের লক্ষ্যে সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- Audit Software প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ।

টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (শ্রেডা)

ভূমিকা

জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত এবং ১০ ডিসেম্বর ২০১২/১৬ অগ্রহায়ণ, ১৪১৯ তারিখে মাননীয় রাষ্ট্রপতির সম্মতিক্রমে ২০১২ সনের ৪৮ নং আইন (টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন-২০১২) এর মাধ্যমে টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়।

১৫.৩.১ শ্রেডা গঠনের উদ্দেশ্য

টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার করে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নবায়নযোগ্য শক্তি এবং জ্বালানি সাশ্রয় ও দক্ষতা এর উন্নয়ন, প্রচার, প্রসারের সাথে সাথে এসংক্রান্ত আইন, নীতিমালা, বিধি প্রণয়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা প্রদানের জন্য শ্রেডা গঠিত হয়।

১৫.৩.২ শ্রেডার দায়িত্ব ও কার্যাবলী

- (১) সরকারী বেসরকারী পর্যায়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সংরক্ষণ এবং এর দক্ষ ব্যবহারে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
- (২) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দক্ষ যন্ত্রপাতি ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান এবং জ্বালানি ও বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী যন্ত্রপাতি প্রমিতকরণসহ উক্ত যন্ত্রপাতির লেবেলিং এর ব্যবস্থাকরণ, জ্বালানি ব্যবহারকারী যন্ত্রপাতির মান নিয়ন্ত্রণ ও প্রত্যয়ন প্রদানের লক্ষ্যে পরীক্ষাগার স্থাপন বা স্থাপনে সহায়তা প্রদান, জ্বালানি অদক্ষ যন্ত্রপাতি চিহ্নিতকরণ এবং এর উৎপাদন, আমদানী ও বিক্রয় বন্ধে সরকারকে সহায়তা প্রদান।
- (৩) জ্বালানি সাশ্রয়ী ইমারত নির্মাণ বিধি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে সরকারকে সহায়তা প্রদান এবং জ্বালানি ব্যবস্থাপক ও জ্বালানি নিরীক্ষক নিয়োগ ও স্বীকৃত জ্বালানি নিরীক্ষণ প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের লক্ষ্যে মান ও যোগ্যতা যাচাই সংক্রান্ত প্রবিধান প্রণয়ন।
- (৪) টেকসই জ্বালানি উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন, বিধি-বিধান প্রণয়নে সরকারকে সহায়তা প্রদান এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালাসহ এই আইন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নীতিমালা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়নে সরকারকে সহযোগীতা প্রদান।
- (৫) নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিষয়ক গবেষণা, উন্নয়ন, ডেমনস্ট্রেশন ও প্রশিক্ষণ কাজে কারিগরী ও আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং এতদসংশ্লিষ্ট কাজ বা প্রকল্প বাস্তবায়নে উদ্ভাবনীমূলক অর্থায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- (৬) নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক উন্নয়ন ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।
- (৭) টেকসই জ্বালানি বিষয়ক আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ স্থাপন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে বেসরকারী উদ্যোক্তাদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থের উৎস চিহ্নিতকরণে সহায়তা প্রদান এবং এইখাতে বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে প্রণোদনামূলক আর্থিক সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা।

১৫.৩.৩ চলমান কার্যক্রম

- ▶ নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা-২০০৮ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিদ্যুৎ উৎপাদনের অংশ হিসাবে ইতোমধ্যে "৫০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা" প্রণয়ন কার্য হয়েছে।
- ▶ নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার সম্প্রসারণে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে Action Plan প্রস্তুত করা হয়েছে।
- ▶ জাইকার সহায়তায় টেকসই জ্বালানি উন্নয়নের লক্ষ্যে "Energy Efficiency & Conservation Master Plan" প্রণয়ন করা হচ্ছে।

১৫.৩.৪ কার্যক্রমসমূহ, ফলাফল নির্দেশক এবং নির্দেশকের লক্ষ্যমাত্রা:

কার্যক্রম	ফলাফল নির্দেশক	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য এর ক্রমিক	পরিমাপের একক	সংশোধিত	প্রকৃত	লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত	মধ্যমেয়াদী লক্ষ্যমাত্রা		
				লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তদারকিকরণ	পরিকল্পনা দলিল, রুলস, রেগুলেশন, গাইডলাইন প্রণয়ন	২	সংখ্যা	২	২	৩	২	২	২	১

ছক-৩১: কার্যক্রমসমূহ, ফলাফল নির্দেশক এবং নির্দেশকের লক্ষ্যমাত্রা

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো)

প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১৯৪৮ সালে সরকারি খাতে ইলেকট্রিসিটি ডাইরেক্টরেট গঠনের মাধ্যমে সরকারি ব্যবস্থাপনায় বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থা যাত্রা শুরু করে। ১৯৫৯ সালে ইপিওয়াপদা গঠিত হয়। স্বাধীনতার পর প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডার ৫৯ (PO-৫৯) এর মাধ্যমে ১৯৭২ সালের ৩১ মে ওয়াপদাকে বিভক্ত করে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয়।

১৫.৪.১ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর ভিশন ও মিশন

ভিশন

প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত সংস্কারের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডকে একটি আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে দেশের কাংখিত অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানবিক উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশের জনগণের কাছে মানসম্মত ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ পৌছে দেয়া।

মিশন

- ♦ সর্বোচ্চ পেশাগত উৎকর্ষতার সাথে জনগণকে যৌক্তিক ও সহনীয় মূল্যে মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা;
- ♦ ২০২১ সালের মধ্যে দেশের সকল জনগোষ্ঠীকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনা;
- ♦ বিদ্যুৎ খাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ খাতে
- ♦ নৈপুণ্য প্রদর্শনের মাধ্যমে পরিচালন ও সংরক্ষণ খাতে দক্ষ ও বিশেষায়িত সেবা প্রদান করা;
- ♦ বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ কার্যক্রমে আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ এবং আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ ও চর্চা করা;
- ♦ গ্রাহকদের উন্নততর এবং সন্তোষজনক সেবা প্রদান নিশ্চিত করা;
- ♦ কর্পোরেট কর্মসংস্কৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মানসিকতায় প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মীকে প্রস্তুত করা;
- ♦ দক্ষতা বৃদ্ধি ও বহুমাত্রিক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের আয় বৃদ্ধি ও ব্যয় হ্রাস করে স্বনির্ভরতা অর্জন করা;

১৫.৪.২ কার্যাবলী

- (১) দেশের বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে নতুন নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
- (২) বিদ্যমান বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পরিচালন, সংরক্ষণ, আধুনিকায়ন ও পুনর্বাসন।
- (৩) আইপিপি, এসআইপিপি ও রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে কার্যকরী ভূমিকা সহ উৎপাদিত বিদ্যুৎ ক্রয়।
- (৪) বিতরণ কোম্পানিগুলোর নিকট বিদ্যুৎ বিক্রয়।
- (৫) প্রধানত শহর এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- (৬) বিক্রিত বিদ্যুৎ বিল আদায়ের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় জোরদারকরণ।
- (৭) সিস্টেম লস হ্রাসকরণে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ।
- (৮) নবায়নযোগ্য জ্বালানি নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও গবেষণা।
- (৯) মানব সম্পদ উন্নয়ন (HRD) এবং দক্ষ প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

১৫.৪.৩ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড একটি সেবামূলক জনহিতকর প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে দেশের কাংখিত আর্থ-সামাজিক ও মানব সম্পদের উন্নয়নে সরকার কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা। এ ছাড়া বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত জ্বালানির বিকল্প বা নতুন উৎসের সন্ধান, উন্নয়ন ও বিদ্যুতের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সার্বিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন করা বিউবো'র একটি অন্যতম দায়িত্ব। বিউবো ২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। সরকারীখাতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ এর সিংহভাগ বিউবো উৎপাদন করে থাকে। বিউবো রাজধানী ঢাকা ও পল্লী বিদ্যুতের এলাকা ব্যতীত দেশের অন্যান্য শহর এলাকাসহ কিছু কিছু পল্লী এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণের দায়িত্ব পালন করে আসছে। Single Buyer হিসাবে নিজস্ব বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে বিদ্যুৎ ক্রয় ছাড়াও সরকারি ও বেসরকারি কোম্পানীসমূহ থেকে বিদ্যুৎ ক্রয় করছে এবং ক্রয়কৃত বিদ্যুৎ ডিপিডিসি, ডেসকো, ওজোপাডিকো, আরইবি ও বিউবোর নিজস্ব বিতরণ জোনসমূহ বিক্রয়ের দায়িত্ব পালন করছে।

১৫.৪.৪ বিউবো'র গঠন কাঠামো

বিউবো বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগের অধীনস্থ একটি সংস্থা। সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত একজন চেয়ারম্যান ও ছয়জন সদস্য নিয়ে এ সংস্থার বোর্ড গঠিত।



চিত্র-১৬: বিউবো'র গঠন কাঠামো

১৫.৪.৫ জনবল

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর পর্যন্ত বিউবো'র সেট-আপ অনুযায়ী ২০,৬৪৩ জনবলের স্থলে কর্মরত জনবল ছিল ১৭,৮৬১ জন। তন্মধ্যে মধ্যে কর্মকর্তা পর্যায়ে ২,৬৬০ জন এবং কর্মচারী পর্যায়ে ১৫,২০১ জন। নিচের ছকে জনবলের পরিসংখ্যান দেখানো হলো।

ক্রমিক নং	পদের নাম	সেট আপ	কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সংখ্যা	শূন্য পদ
০১	চেয়ারম্যান	১	১	০
০২	সদস্য	৬	৬	০
০৩	কারিগরী কর্মকর্তা (১ম শ্রেণী)	১৩৮৮	১১১৩	২৭৫
০৪	অকারিগরী কর্মকর্তা (১ম শ্রেণী)	৫৩০	৪১০	১২০
০৫	কারিগরী কর্মকর্তা (২য় শ্রেণী)	১১২৩	৯৪৬	১৭৭
০৬	অকারিগরী কর্মকর্তা (২য় শ্রেণী)	১৪০	১০৪	৩৬
০৭	৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী	১৭৬৩৩	১৫২০১	২৪৩২
	মোট	২০৮২১	১৭৮৬১	৩০৪০

ছক-৩২: এক নজরে বিউবো'র অর্জন

১৫.৪.৬ এক নজরে বিউবো'র বর্তমান অবস্থা ২০১৩-১৪ অর্থবছর

বিষয়	জুন ২০১৪
বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা	৩০
স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মেঃওঃ)	৪১২৬
বিদ্যুৎ গ্রাহক সংখ্যা	২৯,০১,২৩৫
মোট বিতরণ লাইন (কিঃমিঃ)	৩৮,৯৩৪
বিতরণ সিস্টেম লস (%)	১১.৮৯
সর্বোচ্চ চাহিদা (মেঃওঃ)	২২৮৪
মোট আমদানী (মিঃকিঃওয়াট ঘন্টা)	৯,৫৯৭
মোট বিদ্যুৎ বিক্রয় (মিঃকিঃওয়াট ঘন্টা)	৮,৪৫৬

ছক-৩৩: এক নজরে বাপবিবো'র অর্জন

১৫.৪.৭.১ নির্মাণাধীন প্রকল্পসমূহ

ক্রঃ নং	কেন্দ্রের নাম	হুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেঃওঃ)	স্বাশানির ধরণ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	মন্তব্য
০১	নাম: ভোলা ২২৫ মেঃওঃ সিসিপিপি সংস্থা: বিপিডিবি ইপিপি: চায়না চেংডা ইঞ্জিনিয়ারিং	০৯/০৪/২০১৩	১৯৫	গ্যাস	জিটি: এপ্রিল'১৫ এসটি: অক্টোঃ'১৫	● অগ্রগতি: ৯০%
০২	নাম: কড্ডা, গাজীপুর ১৫০ মেঃওঃ পাওয়ার প্ল্যান্ট সংস্থা: BPDB-RPCL JV ইপিপি: JV with CES, China	০৩/০১/২০১৩	১৫০	গ্যাস/এইচ এফওমে	মে, ২০১৫	● অগ্রগতি: ৮৫%
০৩	নামঃ বিবিয়ানা ৪০০ মেঃওঃ সিসিপিপি(তয় ইউনিট) সংস্থা: বিপিডিবি ইপিপি: মারুবিনি কর্পোরেশন এবং ছন্দাই ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড কন্সট্রাকশন	২৬/১২/২০১২	৪০০	গ্যাস	জিটি: মার্চ'১৭ এসটি: জানুঃ'১৮	● অগ্রগতি: ২% ● ECA Financing ● Financial closure হয়নি
০৪	নাম: শাহাজীবাজার ৩৩০ মেঃওঃ সিসিপিপি সংস্থা: বিপিডিবি ইপিপি: গুয়াংডং পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন	২০/০৫/২০১৩	৩৩২	গ্যাস	জিটি: জুলাই'১৬ এসটি: মার্চ'১৭	● অগ্রগতি: ১৭% ● Financial closure হয়েছে। ● EIA প্রতিবেদন নীতি গতভাবে অনুমোদন দেয়া হয়েছে।
০৫	নাম: চাপাই নবাবগঞ্জ ১০০ মেঃওঃ পাওয়ার প্ল্যান্ট সংস্থা: বিপিডিবি ইপিপি: : M/s Hubei Elec. Power Survey,China	৩১/০৩/২০১৩	১০৪	এইচএফও	অক্টোবর, ২০১৬	● অগ্রগতি: ০% ● ECA Financing ● Financial closure হয়নি
০৬	নাম: শিকলবাহা ২২৫ মেঃওঃ সিসিপিপি (ডুয়েল ফুয়েল) সংস্থা: বিপিডিবি ইপিপি: Larson & Tubro (L&T)	২৪/০৮/২০১৪	২২৫	গ্যাস/ ডিজেল	জিটিঃ অক্টোঃ/১৬ এসটিঃ জুলাই/১৭	● অগ্রগতি: ০% ● L/C খোলা হয়েছে
০৭	নাম: ঘোড়াশাল ইউনিট-৩ রিপাওয়ারিং (ক্ষমতা বৃদ্ধি) সংস্থা: বিপিডিবি ইপিপি: Alstom Switzerland) Ltd & CMC, China	১২/০১/২০১৪	২০৬	গ্যাস	ফেব্রুয়ারি, ২০১৭	● অগ্রগতি: ০% ● ডিপিপি পুনরায় পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
০৮	নাম: ঘোড়াশাল ৩৬৫ মেঃওঃ সিসিপিপি সংস্থা: বিপিডিবি ইপিপি: CNTIC & CMC China	২৯/০৫/২০১৩	৩৬৩	গ্যাস	জিটি: মার্চ'১৭ এসটি: জানুঃ'১৮	● অগ্রগতি: ০% ● Financial closure ● Draft financial agreement জেটিং এর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে
০৯	নাম: বড়পুকুরিয়া ২৭৫ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র(তয় ইউনিট) সংস্থা: বিপিডিবি ইপিপি: HEI-CCCE JV, China	০৪/০৭/২০১৩	২৭৪	কয়লা	মার্চ, ২০১৮	● অগ্রগতি: ০% ● Financial closure হয় নি।
১০	নাম: বিবিয়ানা দক্ষিণ ৩৮৩ মেঃওঃ সিসিপিপি সংস্থা: বিপিডিবি ইপিপি: ISOLUX, Spain & SAMSUNG C & T Cor.	১৫/১২/২০১৪	৩৮৩	গ্যাস	জিটি: ফেব্রুঃ'১৭ এসটি: জানুঃ'১৮	● অগ্রগতি: ০% ● ডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে।
সর্বমোট (সরকারি খাত)			২৬৩২			

ছক-৩৪: নির্মাণাধীন প্রকল্পসমূহ

১৫.৪.৭.২ দরপত্র প্রক্রিয়াধীন প্রকল্পসমূহ

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ)	মালিকানা	জ্বালানির ধরণ	চাদুর সভাব্য সময়	বর্তমান অবস্থা
সরকারি খাত						
০১	কাণ্ডাই ৮ মেঃ ওঃ সোলার পাওয়ার প্র্যান্ট	৮	বিপিডিবি	সৌর	জুন, ২০১৬	দরপত্র মূল্যায়ন চলছে।
০২	হাতিয়া ৭ মেঃ ওঃ সোলার পাওয়ার প্র্যান্ট	৭	বিপিডিবি	সৌর	ডিসেম্বর, ২০১৬	দরপত্র মূল্যায়ন চলছে।
০৩	আপগ্রেডেশন অব সিলেট ১৫০ পাওয়ার প্র্যান্ট টু ২২৫ মেঃ ওঃ কন্সাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্র্যান্ট	৭৫	বিপিডিবি	গ্যাস	জানুয়ারী, ২০১৭	দরপত্র মূল্যায়ন চলছে।
০৪	ঘোড়াশাল ইউনিট-৬ রিপাওয়ারিং (ক্ষমতা বৃদ্ধি)	২০৬	বিপিডিবি	গ্যাস	ফেব্রুয়ারী, ২০১৮	দরপত্র মূল্যায়ন চলছে।
মোট (সরকারি খাত)		২৯৬				

ছক-৩৫: দরপত্র প্রক্রিয়াধীন প্রকল্পসমূহ

১৫.৪.৭.৩ পরিকল্পনাধীন প্রকল্পসমূহ

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ)	মালিকানা	জ্বালানির ধরণ	চাদুর সভাব্য সময়	বর্তমান অবস্থা
সরকারি খাত						
০১	আপগ্রেডেশন অব বাঘাবাড়ি ১০০ পাওয়ার প্র্যান্ট টু ১৫০ মেঃ ওঃ কন্সাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্র্যান্ট	৫০	বিপিডিবি	গ্যাস	আগস্ট, ২০১৭	ECNEC কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে
০২	আপগ্রেডেশন অব শাহজিবাজার ৭০ পাওয়ার প্র্যান্ট টু ১০৫ মেঃওঃ কন্সাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্র্যান্ট	৩৫	বিপিডিবি	গ্যাস	আগস্ট, ২০১৭	ECNEC কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে
০৩	এলএনজি ১০০০ মেঃওঃ সিসিপিপি	১০০০	বিপিডিবি	এলএনজি	জুন, ২০২০	
০৪	মহেশখালি ১২০০-১৩২০ মেঃ ওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ECA Funding)	১২০০	বিপিডিবি	আমদানীকৃত কয়লা	জুন, ২০২২	প্রথম পর্যায়ে দরপত্র মূল্যায়ন চলছে।
মোট (সরকারি খাত)		২২৮৫				

ছক-৩৬: পরিকল্পনাধীন প্রকল্পসমূহ

১৫.৪.৮ বিউবো'র চলমান বিদ্যুৎ বিতরণ প্রকল্পসমূহ

ক্র.নং	প্রকল্পের বিবরণ	প্রকল্পের প্রাকল্পিত ব্যয় (মিলিয়ন টাকা)	প্রকল্পের মেয়াদ
০১	১০-শহর বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প	৫০৬৯০১	জুলাই'০৩ হতে ৩১ ডিসেঃ'১৪ প্রস্তাবিত: জুন'১৫
০২	ইমার্জেন্সী রিহ্যাবিলিটেশন এন্ড এক্সপানশন অব আরবান এরিয়াস পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম আন্ডার চিটাগাং জোন	১৮০১	০১ জুলাই'০৮ হতে ৩০ জুন'১৫
০৩	ইমার্জেন্সী রিহ্যাবিলিটেশন এন্ড এক্সপানশন অব আরবান এরিয়াস পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম আন্ডার রাজশাহী (নর্দান) জোন	১১০০	০১ জুলাই'০৮ হতে ৩০ জুন'১৪ প্রস্তাবিত: ডিসেঃ'১৪
০৪	গ্রেটার চিটাগাং পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন প্রজেক্ট, স্ক্যাডা রিহ্যাবিলিটেশন	১০৪০	০১ জানুঃ'০৯ হতে ৩১ ডিসেঃ'১৪ প্রস্তাবিত: ডিসেঃ'১৫
০৫	সেন্ট্রাল জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন প্রজেক্ট	১৪৩৯৪	০১ ডিসেঃ'০৯ হতে ৩০ জুন'১৫
০৬	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিদ্যুৎ বিতরণ উন্নয়ন প্রকল্প	১৮০৮	০১ জানুঃ'১১ হতে ৩০ জুন'১৫
০৭	সোলার স্ট্রীট লাইটিং প্রোগ্রাম ইন সিটি কর্পোরেশন	৩১৬৬	০১ জানুঃ'১২ হতে ৩১ ডিসেঃ'১৫
০৮	প্রি-পেমেন্ট মিটারিং ফর ডিস্ট্রিবিউশন কুমিল্লা এন্ড ময়মনসিংহ অঞ্চল	১৩২৫	০১ জুলাই'১৩ হতে ৩১ ডিসেঃ'১৫
০৯	প্রি-পেমেন্ট মিটারিং প্রজেক্ট ফর ডিস্ট্রিবিউশন সাউদার্ন জোন চিটাগাং (ফেজ-১)	১৩৭৪	০১ জানুঃ'০৯ হতে ৩১ ডিসেঃ'১৪ প্রস্তাবিত: ডিসেঃ'১৬

ছক-৩৭: বিদ্যুৎ বিতরণ প্রকল্পসমূহ

১৫.৪.৯ বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ খাতের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

১৫.৪.৯.১ বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড দেশের বর্তমান বিদ্যুৎ সংকট নিরসনে সরকার গৃহীত পরিকল্পনা সমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬৮ শতাংশ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ৩৪৮ কিলোওয়াট আওয়ার (ক্যাপটিভ জেনারেশন সহ) যা বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। দেশের বিদ্যুৎ সংকট নিরসন ও ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে আগামী ২০২১ সালের মধ্যে প্রায় ২৪,০০০ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে প্রায় ৪০,০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

	বর্তমানে (জুন'১৪)	অতিরিক্ত	লক্ষ্যমাত্রা ২০২১
বিউবোর নিজস্ব উৎপাদন (মেগওয়াট)	৪১২৬	৪২১৫	৮৩৪১
বিউবোর নিজস্ব উৎপাদন (গিগাওয়াট ঘন্টা)	১২৯৪৮	১৫,৪০০	২৮,৩৪৮
বিতরণ লাইন (কি.মি)	৩৮,৯৩৪	১৫,৪৮৯	৫৪,৪২৩
৩৩/১১ কেভি সাব-স্টেশন সংখ্যা	১৫৩	১৩৫	২৮৮
সাব-স্টেশনের ক্ষমতা (এমভিএ)	৩৬৩৮	৩৮৪৫	৭৪৮৩
সর্বোচ্চ চাহিদা (মেগওয়াট)	২২৮৪	১৮২৯	৪১১৩
গ্রাহক সংখ্যা	২৯,০১,২৩৫	১৪,৯৮,৭৬৫	৪৩,০০,০০০

ছক-৩৮ : এক নজরে বিউবোর অর্জন

১৫.৪.৯.২ বিদ্যুৎ বিতরণ খাতে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ক্র. নং	প্রকল্পের বিবরণ	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (মিলিয়ন টাকা)	প্রকল্পের মেয়াদ
০১	পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, টিটাগাং	১০৯৯৭	জুন, ২০১৮
০২	পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, কুমিল্লা	১১৬৮১	জুন, ২০১৯
০৩	পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, রংপুর	১৫০০০	জুন, ২০১৯
০৪	পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, রাজশাহী	৯১৪৯.৮৮	জুন, ২০১৮
০৫	প্রি-পেইড মিটারিং প্রজেক্ট ফর ডিস্ট্রিবিউশন জোন, টিটাগাং (ফেজ-২)	১৫০০	জুন, ২০২০
০৬	প্রি-পেইড মিটারিং প্রজেক্ট ফর ডিস্ট্রিবিউশন জোন, রংপুর	২০০০	জুন, ২০২০
০৭	প্রি-পেইড মিটারিং প্রজেক্ট ফর ডিস্ট্রিবিউশন জোন, রাজশাহী	২৬৩৯	জুন, ২০২০
০৮	প্রি-পেইড মিটারিং প্রজেক্ট ফর ডিস্ট্রিবিউশন জোন, সিলেট	৪৯৬২.৬৯	জুন, ২০২১

ছক-৩৯ : বিদ্যুৎ বিতরণ খাতে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

১৫.৪.১০ বিউবোর বর্তমান সমস্যা ও সুপারিশ

১৫.৪.১০.১ জ্বালানি প্রাপ্যতা

দেশের বিদ্যুৎখাত মূলত গ্যাস নির্ভর। বর্তমানে মোট উৎপাদিত বিদ্যুৎ এর শতকরা ৭৩ ভাগই গ্যাস দ্বারা উৎপাদন হচ্ছে। চলমান গ্যাস সংকটের কারণে গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সমূহ হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন কম হচ্ছে। এছাড়াও নতুন গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার না হওয়ায় ভবিষ্যৎ গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সমূহ হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং নতুন গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। সুপারিশ: গ্যাস এর বিকল্প হিসাবে কয়লাকে প্রধান জ্বালানী বিবেচনা করে দেশীয় কয়লা উত্তোলনে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এছাড়াও কয়লা এবং এলএনজি আমদানীর ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

১৫.৪.১০.২ প্রকল্প বাস্তবায়নে সময়মত প্রয়োজনীয়তা অর্থায়ন না পাওয়া

দেশের বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকারি খাতে নতুন নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, পুরাতন বিদ্যুৎ কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন এবং বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ, রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে থাকে। প্রয়োজনীয় অর্থায়নের অভাবে অনেক সময় প্রকল্পগুলো নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়নে বাধাগ্রস্ত হয়। বিভিন্ন দাতা গোষ্ঠী থেকে ঋণ, অনুদান, সাপ্লায়ার্স ক্রেডিট এবং সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করা হয়। ফলে দেখা যায় দাতাগোষ্ঠীর বিভিন্ন রকম শর্তাবলী আরোপের কারণে ঋণ/অনুদান সময়মত না পাওয়ায় প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব হয়।

সুপারিশ: দেশের বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকারি খাতে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে সময়মত বৈদেশিক মুদ্রাসহ প্রয়োজনীয় অর্থায়ন নিশ্চিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এছাড়াও ECA ফাইন্যান্সিং এর মত অন্যান্য বিকল্প অর্থায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

১৫.৪.১০.৩ লোকবলের অভাব

অনুমোদিত পদের সংখ্যা ২০,৮২১ পূরণকৃত পদের সংখ্যা ১৭,৮৬১ এবং শূণ্য পদের সংখ্যা ৩,০৪০ জন। বিউবো'র অনুমোদিত সেট-আপ এবং এর বিপরীতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধির পরিসংখ্যান বিবেচনা করলে দেখা যায় বিউবো'র এ সেট-আপ তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি করা হয়নি। বিউবো'র এ বিশাল কর্মকান্ড সীমিত সেট-আপের মাধ্যমেই পরিচালনা করা হচ্ছে। সীমিত সেট-আপের মধ্যে বিপুল সংখ্যক পদ শূণ্য থাকায় সুষ্ঠুভাবে সকল কাজ সম্পন্ন করতে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এছাড়া নিয়োগকৃত জনবল বেতন কাঠামো তারতম্যের কারণে প্রায়ই বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চলে যায়।

সুপারিশ: বিউবো'র উৎপাদন ও বিতরণ কর্মকান্ড কাজিখত পর্যায়ে নেয়ার লক্ষ্য এবং গ্রাহকের সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালনে শূণ্য পদের বিপরীতে সরাসরি লোকবল নিয়োগ এবং প্রস্তাবিত নতুন পদ অনুমোদন অত্যন্ত জরুরী। এছাড়া বেতন কাঠামো তারতম্যে রোধে স্পেশাল পে-স্কেল এবং ইনসেন্টিভ এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১৫.৪.১০.৪ ব্যয়ের সাথে সামঞ্জস্যহীন বিদ্যুতের মূল্যহার

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডকে একটি দক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরবরাহ ব্যয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ট্যারিফ নির্ধারণ করা অত্যাবশ্যিক। বিদ্যুতের মূল্যহার সব সময়েই সরবরাহ ব্যয় এর তুলনায় কম হওয়ায় বিউবো কখনোই আর্থিকভাবে লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিণত হতে পারেনি।

সুপারিশ: বিউবোকে অর্থনৈতিক ভাবে একটি সাবলম্বী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে সরবরাহ ব্যয় অনুযায়ী বিদ্যুতের মূল্যহার ধাপে ধাপে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন এবং জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি করা হলে একই সাথে বিদ্যুতের মূল্য সমন্বয় করা একান্ত প্রয়োজন।

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

পরিসিতি

পল্লী এলাকা ও কতিপয় অন্যান্য এলাকায় নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করণের মাধ্যমে কৃষি বিপ্লব, কুটির শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং গ্রামীণ অর্থনীতি তথা কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালে অধ্যাদেশ নং ৫১ এর মাধ্যমে পল্লীবিদ্যুতায়ন বোর্ড গঠন করা হয়। পরবর্তীতে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড অধ্যাদেশ ১৯৭৭ (১৯৭৭ সালের অধ্যাদেশ নং ৫১) রহিতকল্পে উহা পুনঃ প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ১০ নভেম্বর ২০১৩ইং সালে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড আইন ২০১৩ (২০১৩ সালের ৫৭ নং আইন) প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ পল্লীবিদ্যুতায়ন বোর্ড ৭২টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মাধ্যমে দেশের গ্রামাঞ্চলের ১ কোটি ৫ লক্ষ গ্রাহককে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান করছে।

১৫.৫.১ উদ্দেশ্য

বাংলাদেশ সরকারের ১৯৭২ সালের সংবিধান এর ১৬ নং অনুচ্ছেদ এর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লবের লক্ষ্যে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী বিপুল জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেয়া, নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা, কুটির শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জন স্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর সাধনের লক্ষ্যে এদেশের প্রতিটি ঘরে বিদ্যুতের বাতি জ্বালানোর প্রত্যয় নিয়ে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কাজ করে যাচ্ছে।

১৭.৫.২ কাঠামো

বর্তমানে বাংলাদেশ পল্লীবিদ্যুতায়ন বোর্ডে ১ জন চেয়ারম্যান, ৫ জন বোর্ডের সার্বক্ষণিক সদস্য ও ৬ জন খন্ডকালীন সদস্য কর্মরত আছেন। সংক্ষেপে বাংলাদেশ পল্লীবিদ্যুতায়ন বোর্ডে নিয়োজিত লোকবলের চিত্র নিরূপণ:

১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা	= ৩৬৮ জন
২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা	= ১০৯ জন
৩য় শ্রেণীর কর্মচারী	= ৩৭৫ জন
৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী	= ১২৯ জন
মোট	= ৯৮১ জন

১৫.৫.৩ বোর্ডের কার্যাবলী

বোর্ডের কার্যাবলী সংক্ষেপে নিচে উপস্থাপন করা হলো:

- (১) পল্লী এলাকায় এবং সরকার কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত অন্যান্য এলাকায় বিদ্যুৎ উৎপাদন, রূপান্তর ও বিতরণ ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- (২) বোর্ড হতে সমিতি ও অন্যান্য গোষ্ঠী কর্তৃক ঋণ বা পুনঃ ঋণ গ্রহণের শর্তাদি নির্ধারণ করা এবং প্রকল্প মূল্য নিরূপণ ও ঋণ প্রশাসনের নীতি নির্ধারণ;
- (৩) সরকারের অনুমোদনক্রমে পল্লী বিদ্যুতায়ন এবং উহার সাথে সংশ্লিষ্ট কাজ সম্পাদনে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার এবং সর্বোচ্চ আর্থসামাজিক সুবিধা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে নীতি নির্ধারণ;
- (৪) কোন সমিতি বা অন্য কোন গোষ্ঠীকে নির্ধারিত শর্তাধীনে অনুমোদিত প্রকল্প বাস্তবায়ন, পূর্ত কর্ম ও সেবাসমূহ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য অগ্রিম প্রদান এবং বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহণ ও বিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদনমুখী ব্যবহারের জন্য উহার সদস্যগণকে উপযোগী করে তুলতে সমিতিকে ঋণ প্রদান;
- (৫) পল্লী এলাকায় বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা স্থাপন ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নতির জন্য বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহারের সুবিধার্থে জরিপ চালানো এবং সম্ভাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে প্রকল্প গ্রহণ;
- (৬) সরকারের অনুমোদনের জন্য প্রতিবেদন ও প্রকল্প পেশ এবং অনুমোদিত প্রকল্প বাস্তবায়ন ;
- (৭) বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত শর্তের অধীন সম্পাদিত প্রকল্প, ইহার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য কোন সমিতি বা অন্য গোষ্ঠীর নিকট হস্তান্তর;
- (৮) বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে সরকার ও অন্যান্য সংস্থা বা ব্যক্তির নিকট হতে অর্থ, মঞ্জুরী, সম্পদ, সম্পত্তি, স্থাপনা ইত্যাদি ঋণ, দান ও অনুদান গ্রহণ;
- (৯) বোর্ডের সাথে সমিতি নিবন্ধীকরণ ও উহাদের ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন, সমন্বয়, রাজস্ব আয় ও অন্যান্য কার্যাবলীর ধরণ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে বিধি, প্রবিধি, উপ-আইন এবং নির্দেশিকা ইত্যাদি প্রণয়ন ;

- (১০) অর্থনৈতিক কার্যাদি যথা-কৃষি উন্নয়ন ও গ্রামীণ শিল্প ও অন্যান্য শিল্প স্থাপন এবং সমাজের অনুন্নত অংশের আয় বৃদ্ধি ও জীবন যাত্রার মানোন্নয়নে সহায়তা প্রদানের জন্য বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদানপূর্বক পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে বিদ্যুতের কার্যকর ব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- (১১) পল্লীউন্নয়ন কার্যক্রমে সরকারী সংস্থা, আর্থহী বেসরকারী সংস্থা এবং স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করা এবং গ্রামীণ এলাকায় শিল্প স্থাপন, সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও নিষ্কাশনে সহায়তা প্রদান এবং বিদ্যুতের বাণিজ্যিক ও আবাসিক ব্যবহার বৃদ্ধিকরণের উদ্যোগ গ্রহণ;
- (১২) বিদ্যুতের অবৈধ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, খেলাপী গ্রাহকদের সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ, বৈদ্যুতিক তার, খুঁটি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি চুরি বা বিনষ্ট করণের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট আইনের আওতায় ব্যবস্থা গ্রহণ।

১৫.৫.৪ অর্জন

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সাফল্য/অর্জন নিম্নরূপ:

০১। সরবরাহ লাইন	:	১৭,৫৪৪ কিলোমিটার
০২। নির্মিত উপকেন্দ্র	:	৬৭ টি
০৩। গ্রাহক সংযোগ	:	৭,৫৮,৯৩২ টি
০৪। প্রশিক্ষণ	:	১৭,০০০ জন
	:	১১.৫ লক্ষ ঘন্টা
০৫। সিস্টেম লস	:	১৩.৭২%
০৬। বিদ্যুৎ ব্যবহার	:	১৫,৫৮২ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড উন্নত ও মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ডিজিটাল পদ্ধতিতে গ্রাহক আবেদন, বিদ্যুৎ বিল, গ্রাহক অভিযোগ গ্রহণ করছে এবং একই সাথে ইউনিয়ন তথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে দ্রুত গ্রাহক সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, স্বচ্ছ ক্রয় প্রক্রিয়া ও সুস্থ্য প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ই-টেন্ডার প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের কেনা-কাটার পদ্ধতি চালু করেছে। এছাড়া বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড সেবার মান উন্নতকরণের লক্ষ্যে ISO 9001:2008 সনদ লাভ করেছে যা বিদ্যুৎ সেক্টরে মানসম্পন্ন সেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে পথিকৃত হিসেবে স্বীকৃতির দাবী রাখে।

১৫.৫.৫ চলমান প্রকল্পের তালিকা

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতাধীন বর্তমানে চলমান প্রকল্পের তালিকা নিম্নে দেয়া হলো:

ক্র.নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ
০১	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগীয় কার্যক্রম-১	০১/০৭/২০১০-৩০/০৬/২০১৫
০২	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ খুলনা বিভাগীয় কার্যক্রম-১	০১/০১/২০১১-৩০/০৬/২০১৫
০৩	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ বরিশাল বিভাগীয় কার্যক্রম-১	০১/০৭/২০১০-৩০/০৬/২০১৬
০৪	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১৮ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ	০১/০১/২০১২-৩১/১২/২০১৫
০৫	রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন আপগ্রেডেশন প্রজেক্ট (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল ডিভিশন)	০১/০৭/২০১০-৩০/০৬/২০১৬
০৬	পল্লী বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেমের ক্ষমতাবর্ধন (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট ডিভিশন)	০১/০৭/২০১৪-৩০/০৬/২০১৮
০৭	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ ঢাকা বিভাগীয় কার্যক্রম-২	০১/০৭/২০১৪-৩০/০৬/২০১৮
০৮	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ রাজশাহী-রংপুর বিভাগীয় কার্যক্রম-২	০১/০৭/২০১৪-৩০/০৬/২০১৮
০৯	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগীয় কার্যক্রম-২	০১/০৭/২০১৪-৩০/০৬/২০১৮
১০	পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের জন্য সুইচিং স্টেশন নির্মাণ	০১/০৭/২০১৪-৩০/০৬/২০১৬
১১	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ খুলনা বিভাগীয় কার্যক্রম-২	০১/০৭/২০১৪-৩০/০৬/২০১৮
১২	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ বরিশাল বিভাগীয় কার্যক্রম-২	০১/০৭/২০১৪-৩০/০৬/২০১৮

ছক-৪০: পবিবোর'র চলমান প্রকল্প



১৫.৫.৬ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড আগামী ২০২১ সাল নাগাদ ১.৫৬ কোটি গ্রাহক সংযোগ এবং একই সময়ের মধ্যে ৩.৯ লক্ষ কিলো-মিটার লাইন নির্মাণ করে পশ্চাৎপদ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে নিরবিচ্ছিন্ন ও মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

১৫.৫.৭ বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের চ্যালেঞ্জ

গত ২০০৭ সালের মার্চ মাসে তৎকালীন ৭০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মধ্যে ঢাকার আশেপাশে অবস্থিত ৯টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির গ্রাহক প্রান্তে বিদ্যুৎ বিক্রয় মূল্য বেড়েছিল ১৪.২৮%। ২০০৮ সালে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক পিডিবি থেকে সমিতিসমূহে পাইকারী বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধির ফলে ৬১টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে বিদ্যুতের মূল্য ২৬.৮৩% এবং অবশিষ্ট ৯টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে তা ৬.৮৪% বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে ২০০২ সালের পর ২০১০ সালের ০১ জানুয়ারিতে সমিতিসমূহ গ্রাহক প্রান্তে খুচরা বিদ্যুতের মূল্য ৬.৭৫% বাড়াতে পারে। ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিউবোর বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি পায় ৭.১৭% হারে কিন্তু গ্রাহক প্রান্তে বাড়ানো হয় ৫% হারে। যদিও সেচ, আবাসিক গ্রাহক ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে বিদ্যুতের খুচরা মূল্য বৃদ্ধি না হওয়ায় প্রকৃত বৃদ্ধি হয় ২.৬৯%। ২০১১ সালে ৪ ধাপে পিডিবির পাইকারী বিদ্যুৎ বিক্রয় মূল্য মোট ৩১.৪৮% বৃদ্ধি করা হয় কিন্তু গ্রাহক পর্যায়ে খুচরা বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধিকরা হয় ২০.৬৯%। বিদ্যুতের পাইকারীমূল্য বৃদ্ধির তুলনায় খুচরা মূল্যবৃদ্ধির হার পিছনে থাকায় এবং সেচ ও প্রাথমিক স্তরের (আবাসিক) গ্রাহক প্রান্তে বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি না করায় পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিগুলো লোকসান করে যাচ্ছে। ফলে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে বিদ্যুতের পাইকারী বিক্রয়মূল্য শোধ করা, বিভিন্ন পরিচালন ব্যয় নির্বাহ করার এবং সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বেতনাদি বাবদ ব্যয় নির্বাহের পর সমিতিসমূহ পরিচালন ঘাটতিতে আছে।

এরূপ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ পল্লীবিদ্যুতায়ন বোর্ডের অবস্থান, সেবা ক্ষেত্র, আর্থিক সঙ্কট বিবেচনায় বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন হতে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের জন্য বিশেষ ট্যারিফ নির্ধারণ করা অথবা সরকার কর্তৃক এই ঘাটতি পূরণকল্পে ভর্তুকী প্রদান করা প্রয়োজন। অন্যথায় সরকারের সাংবিধানিক অঙ্গীকার পূরণে অপরিসীম ভূমিকা রাখার পরও বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডকে টিকে থাকা ও মানসম্পন্ন সেবা নিশ্চিত করার প্রশ্নে কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে।

ঢাকা পাওয়ার ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ডিপিডিসি) লিমিটেড

পরিচিতি

১৯৯০ সনে পাওয়ার সেক্টর রিফর্ম এর আওতায় সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পিডিবি হতে ডেসা গঠন করা হয়। ডেসার একটি অংশ (মিরপুর, গুলশান, উত্তরা, বনানী, বারিধারা ও টঙ্গী এলাকা) ডেসকোকে এবং অপর একটি অংশ (সাভার, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, ঘোড়াশাল ইত্যাদি এলাকা) পর্যায়ক্রমে আরইবিতে হস্তান্তর করা হয়। পাওয়ার সেক্টর রিফর্ম এর আওতায় ২৫ অক্টোবর ২০০৫ তারিখে ডেসাকে রূপান্তর করে সরকারী কোম্পানী হিসাবে ডিপিডিসি সৃষ্টি হয়। ডেসাকে অধিগ্রহণ করে ১লা জুলাই ২০০৮ হতে ডিপিডিসি বাণিজ্যিক কার্যক্রম আরম্ভ করে। ডিপিডিসি'র আওতাধীন এলাকা উত্তরে মোহাম্মদপুর, শ্যামলী, শেরেবাংলা নগর, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, রামপুরা টিভি রোড ও বাসাবো এলাকা; দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা নদী; পূর্বে শীতলক্ষ্যা নদী; পশ্চিমে তুরাগ নদী। প্রায় ৩৫০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় ডিপিডিসি বিদ্যুৎ বিতরণ করে।

১৫.৬.১ ভিশন ও মিশন

ভিশন:

ডিপিডিসি'র অধীন ঢাকা ও নারায়নগঞ্জ এলাকার গ্রাহককে মানসম্মত ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ প্রদান করে সার্বিকভাবে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখা।

মিশন:

- ▶ প্রফেশনাল দক্ষতার মাধ্যমে গ্রাহককে মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা
- ▶ ডিপিডিসি'র আওতাধীন এলাকার সকল গ্রাহককে চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ করা
- ▶ সিস্টেম লস গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে ত্রাস করে উন্নত 'গ্রাহকসেবা' নিশ্চিত করা
- ▶ সংস্থার আধুনিকায়ন, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে কর্পোরেট
- ▶ কালচারের আওতায় আনা এবং কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা
- ▶ আয় বৃদ্ধি ও ব্যয় কমিয়ে ডিপিডিসিকে একটি স্বনির্ভর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা।

১৫.৬.২ কাঠামো ও জনবল

১৫.৬.২.১ নির্বাহী পরিচালনা বোর্ড

ব্যবস্থাপনা পরিচালক	- ১ জন
নির্বাহী পরিচালক (প্রকৌশল)	- ১ জন
নির্বাহী পরিচালক (পরিচালন)	- ১ জন
নির্বাহী পরিচালক (অর্থ)	- ১ জন
নির্বাহী পরিচালক (এডমিন এন্ড এইচআর)	- ১ জন
নির্বাহী পরিচালক (আইসিটি এন্ড প্রকিউরমেন্ট)	- ১ জন

১৫.৬.২.২ বোর্ড অব ডাইরেক্টরস্

চেয়ারম্যান, ডিপিডিসি বোর্ড	- ১ জন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিপিডিসি	- ১ জন
ডাইরেক্টরস্, ডিপিডিসি বোর্ড	- ১১ জন

১৫.৬.২.৩ জনবল (জুন ২০১৪ পর্যন্ত)

অনুমোদিত পদ	- ৫৭৩১ জন (কর্মকর্তা- ১০৬১ জন, কর্মচারী-৪৬৭০ জন)।
চুক্তি ভিত্তিক নিয়োজিত	- ২২৮৩ (কর্মকর্তা-৫৮৮ +কর্মচারী ১৬৯৫) জন
ক্যাজুয়েল ভিত্তিতে নিয়োজিত	- ১৩৪৭ জন
আউটসোর্সড ভিত্তিতে নিয়োজিত	- ১৩১৬ জন

১৫.৬.৩ ডিপিডিসি'র উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

১. ডিপিডিসি'র আওতাধীন এলাকার মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ।
২. পাইকারী বিদ্যুৎ ক্রয় এবং গ্রাহক পর্যায়ে খুচরা বিদ্যুৎ বিক্রয়।

০৩. গ্রাহকগণের নিকট হতে বিক্রিত বিদ্যুতের মূল্য আদায় করা।
০৪. বিদ্যুৎ সরবরাহ ও বিপণন ব্যবস্থার কারিগরি পরামর্শ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
০৫. বিদ্যুৎ ক্রয় ও বিপণনের জন্য ট্রান্সমিশন লাইন, ডিস্ট্রিবিউশন লাইন, উপকেন্দ্র, সুইচিং স্টেশন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
০৬. লোড পর্যালোচনা করে স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী এবং দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা।
০৭. বার্ষিক পরিকল্পনার অধীন উপকেন্দ্র সমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন ও উন্নয়নকরণ।
০৮. সংস্থার আধুনিকায়ন, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে কর্পোরেট কালচারের আওতায় আনা এবং কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
০৯. বিতরণ লাইন ও উপকেন্দ্র সমূহের আধুনিকায়ন এবং নতুন প্রযুক্তির আলোকে ডিপিডিসি'র বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন।
১০. গ্রাহক সন্তুষ্টির লক্ষ্যে “হেল্দি ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই ও কুইক সার্ভিস” নিশ্চিতকরণ।
১১. রাজস্ব আদায় ব্যবস্থাকে উত্তরোত্তর আধুনিক ও সহজতর করা।

১৫.৬.৪ বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থাপনা

নিম্নলিখিত স্থাপনাসমূহের দ্বারা ডিপিডিসি'র বিদ্যুৎ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়:

▶ ১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্র	- ১২ টি
▶ ১৩২/১১ কেভি উপকেন্দ্র	- ১ টি
▶ ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র	- ৪২ টি
▶ ১৩২ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন	- ২২৪ কিঃ মিঃ
▶ ৩৩ কেভি লাইন	- ৩২০ কিঃ মিঃ
▶ ১১/০.৪ কেভি লাইন	- ৩৭২২ কিঃ মিঃ
▶ ১১/০.৪ কেভি বিতরণ ট্রান্সফরমার	- ১১২৮৭ টি
▶ সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ চাহিদা	- ১২৮০.৩০ মেগাওয়াট

১৫.৬.৫ গ্রাহক সংখ্যা ও বিদ্যুৎ ব্যবহার

মার্চ পর্যায় ৩ (তিন) জন প্রধান প্রকৌশলী এর আওতায় ১৮ (আঠারো) জন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এবং ৩৬ (ছত্রিশ) জন নির্বাহী প্রকৌশলী এর দপ্তরসমূহের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা ও বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালন করা হয়।

ডিপিডিসি'র মোট গ্রাহক সংখ্যা- ৯,২৫,৪৩৭ জন (জুন ২০১৪ পর্যন্ত)।

গ্রাহক সংখ্যার বিবরণ ও গ্রাহক শ্রেণী ভিত্তিক বিদ্যুৎ ব্যবহারের হার (%) জুন ২০১৪ পর্যন্ত নিম্নরূপ:

গ্রাহক শ্রেণী	গ্রাহক সংখ্যা	বিদ্যুৎ ব্যবহারের হার (%)
আবাসিক	৮১৫৪১৬	৪৮.৪৮
ক্ষুদ্রশিল্প	১৯৩৬৯	৭.৯৯
বাণিজ্যিক	৮২৩৯২	৮.৬৪
উচ্চ-চাপ	৩৫৯৮	৩৩.৭০
অন্যান্য	৪৬৬২	১.১৯
মোট	৯,২৫,৪৩৭	১০০.০০

ছক-৪১: গ্রাহক সংখ্যা ও বিদ্যুৎ ব্যবহার

১৫.৬.৬ বাণিজ্যিক কার্যক্রম (২০১৩-১৪ অর্থবছর)

▶ মোট আমদানীকৃত ইউনিট	- ৬৯৬.৫৯ কোটি ইউনিট
▶ মোট বিক্রিত ইউনিট	- ৬৩৪.০৯ কোটি ইউনিট
▶ গড় সিস্টেম লসের পরিমাণ	- ৮.৯৭ % (৩৩ কেভি লেভেল)
▶ গড় বিলিং রেট	- ৬.৩৮ টাকা প্রতি ইউনিট

ডিপিডিসি বিভিন্ন ভোল্টেজ লেভেলে ৪২টি পয়েন্ট হতে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড থেকে বিদ্যুৎ ক্রয় করে। পিডিবি'র মোট বিক্রিত বিদ্যুতের প্রায় ২৩% ডিপিডিসি ক্রয় করে থাকে।

১৫.৬.৮ ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ডিপিডিসি'র অর্জন

ক্র. নং	কর্মকাণ্ডের বিষয়	পরিমাণগত	গুণগত
০১	সিস্টেম লস	● ৮.৯৭ % (৩৩ কেভি লেভেলে) নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ ও রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি	
০২	উপকেন্দ্র নির্মাণ (৩৩/১১ কেভি)	৪ টি ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণ সিস্টেম ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি	
০৩	লাইন নির্মাণ	৩৩ কেভি আন্ডার গ্রাউন্ড লাইন - ২৮ কি. মি. ১১ কেভি আন্ডার গ্রাউন্ড লাইন - ২৩.৮ কি. মি. ১১ কেভি ওভারহেড লাইন - ২৩.৩৯ কি. মি. ১১/০.৪ কেভি ওভারহেড লাইন - ১৫৬.৫৯ কি. মি. ০.৪ কেভি ওভারহেড লাইন - ৭৬.৮৮ কি. মি. মোট = ৩০৮.৬৬ কি.মি.	বিতরণ ব্যবস্থার মানোন্নয়ন ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ
০৪	বিতরণ ট্রান্সফরমার স্থাপন	২০১৩-১৪ অর্থবছরে ডিপিডিসি'র সিস্টেমে নতুন ৭৩৩ টি বিতরণ ট্রান্সফরমার স্থাপন করা হয়েছে।	বিতরণ ব্যবস্থার মানোন্নয়ন ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ
০৫	নতুন গ্রাহক সংযোগ প্রদান	২০১৩-১৪ অর্থবছরে ডিপিডিসি'র আওতাধীন এলাকায় ৬২২৫৩ টি নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।	নতুন নতুন গ্রাহক কে বিদ্যুতের আওতায় আনা
০৬	রাজস্ব আদায়	রাজস্ব আদায়: টাকা- ৪১৮১.১২ কোটি	গ্রাহকসেবার মান বৃদ্ধি ও সংস্থার মানোন্নয়ন
০৭	ট্রেনিং	১৩৯৬০ জন-ঘণ্টা হিসাবে কর্মকর্ত-কর্মচারীদের 'ইন-হাউজ', 'অন-জব' ও মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন ট্রেনিং প্রোগ্রামের আওতায় ট্রেনিং প্রদান করা হয়েছে।	গ্রাহকসেবার মান বৃদ্ধি ও সংস্থার মানোন্নয়ন
০৮	বকেয়া	২০১৩-১৪ অর্থবছর পর্যন্ত ডিপিডিসি'র ৮৯৯.২৪ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। সংস্থার মানোন্নয়ন	গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি ও
০৯	প্রি-পেমেন্ট মিটার	আজিমপুরে ডিপিডিসি'র নিজস্ব অর্থায়নে প্রি-পেমেন্ট মিটার- ৫০০০ টি (সিঙ্গেল ফেজ) সিস্টেম লস হ্রাস।	অগ্রীম রাজস্ব আদায় ও
১০	নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ	ডিপিডিসি'র নিজস্ব অর্থায়নে সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৫০ কি:ও: পিক রুফটপ সোলার প্যানেল স্থাপন শেষ পর্যায়ে।	সিস্টেম লোড হ্রাস।

ছক-৪২ : ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ডিপিডিসি'র অর্জন

১৫.৬.৯ চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ (অর্থবছর ২০১৩-১৪)

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়)	আর্থিক অগ্রগতি (জুন'১৪ পর্যন্ত)	ভৌত অগ্রগতি (জুন'১৪ পর্যন্ত)	প্রকল্পের উদ্দেশ্য
০১	ডেভেলপমেন্ট অফ নিউ ১৩২/৩৩ কেভি এন্ড ৩৩/১১ কেভি সাব-স্টেশন আন্ডার ডিপিডিসি। মেয়াদ: জুলাই'০৬-ডিসেম্বর'১৫।	৫৮৭.৯১	৫১১.৩১	৯০.০০%	প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে ১৩২ কেভিতে ২৪০ মেঃওঃ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। ইতোমধ্যে ৩৩ কেভি লেভেলে ২২৪ মেঃওঃ ক্ষমতা যোগ হয়েছে।

ছক-৪৩ : ডিপিডিসি'র চলমান উন্নয়ন প্রকল্প

বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০১৩-১৪

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়)	আর্থিক অগ্রগতি (জুন'১৪ পর্যন্ত)	ভৌত অগ্রগতি (জুন'১৪ পর্যন্ত)	প্রকল্পের উদ্দেশ্য
০২	রিহ্যাবিলিটেশন এন্ড অগমেন্টেশন অব ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক অব ডিপিডিসি। মেয়াদ: জুলাই'১০- জুন'১৫।	২০১.৩০	১৪২.২৫	৮০.০০%	ডিপিডিসি'র বিতরণ লাইনের আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ।
০৩	ইন্সটলেশন/ সিস্টিং অব ১৩২ কেভি, ৩৩কেভি, ১১কেভি এন্ড ০.৪কেভি আন্ডারগ্রাউন্ড/ ওভারহেড লাইন এলং মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভার প্রজেক্ট অব ডিপিডিসি। মেয়াদ: জানু'১৩- জুন'১৪।	৭৮.১৬	২৫.০০	১০০.০০%	মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভার প্রজেক্ট বরাবর ডিপিডিসি'র ১৩২ কেভি, ৩৩কেভি, ১১কেভি এন্ড ০.৪ কেভি আন্ডারগ্রাউন্ড/ ওভারহেড লাইনসমূহ স্থানান্তর ও স্থাপন।

ছক-৪৪ : ডিপিডিসি'র চলমান উন্নয়ন প্রকল্প

১৫.৬.১০ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

১৫.৬.১০.১ ডিপিডিসি'র নিজস্ব অর্থায়নে গৃহীত স্বল্পমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা নিম্নরূপ:

- স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় ডিপিডিসি'র নিজস্ব অর্থায়নে পাইলট প্রকল্প হিসাবে এনওসিএস আজিমপুরে ইতোমধ্যে ৫০০০ টি পি-পেমেন্ট মিটার (১-ফেজ) স্থাপনের কাজ সফলতার সহিত সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ৫০০০ মিটার স্থাপনের কাজ চলমান। দেশব্যাপী একইরূপ মানসম্পন্ন প্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপন কার্যক্রম এর আওতায় ডিপিডিসি'র মগবাজার ও শ্যামলী বিভাগে ১০,০০০ প্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপনের কাজ চলছে। আগামী ২০১৪-১৫ অর্থবছরের মধ্যে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হবে।
- স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় বিদ্যমান ধানমন্ডি, কামরাসীরচর এবং শীতলক্ষ্যা গ্রীড উপকেন্দ্রে ১টি করে ৫০/৭৫ এমভিএ ট্রান্সফরমার স্থাপনের দরপত্র প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। আসাদ গেট, সিকদার মেডিকেল এবং বিদ্যুৎ ভবন ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র নির্মানের দরপত্র প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। বিদ্যমান সারুলিয়া, নারায়নগঞ্জ বিসিক, কামরাসীরচর ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের রিকভার্ড ট্রান্সফরমার স্থাপনের মাধ্যমে ক্ষমতাবর্ধন করা হয়েছে।
- বিদ্যমান মগবাজার, জিগাতলা, তালতলা, গোড়ান এবং মন্ডলপাড়া ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রে রিকভার্ড ট্রান্সফরমার স্থাপনের কাজ চলমান এবং সিদ্দিরগঞ্জ ও খানপুর উপকেন্দ্রের ক্ষমতাবর্ধনের দরপত্র প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। উলন ১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্রের ১৩২ কেভি এবং ৩৩ কেভি সুইচ গিয়ার প্যানেল স্থাপন এবং ধানমন্ডি ও শ্যামপুর ১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্রের ৩৩ কেভি সুইচ গিয়ার প্যানেল স্থাপনকাজ ২০১৪-১৫ অর্থবছরের মধ্যে সমাপ্ত হবে। স্ক্যাডা সিস্টেম আধুনিকায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, যাহা বাস্তবায়নাত্মক।

১৫.৬.১০.২ ডিপিডিসি কর্তৃক গৃহীত মধ্যমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা নিম্নরূপ

- মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় এডিবি ও এএফডি'র অর্থায়নে “কন্সট্রাকশন অব নিউ ১৩২/৩৩ কেভি এন্ড ৩৩/১১ কেভি সাব-স্টেশন আন্ডার ডিপিডিসি” শীর্ষক প্রকল্পটি দ্বারা ৭ টি ১৩২/৩৩ কেভি গ্রীড ও ১৫ টি ৩৩/১১ উপকেন্দ্র নির্মাণ করা হবে।
- “কন্সট্রাকশন এন্ড এক্সপ্যানশন অব ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক অব নর্থ এন্ড সাউথ জোন আন্ডার ডিপিডিসি” শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে নতুন বিতরণ লাইন নির্মাণ ও বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন করা হবে। বঙ্গভবন, গণভবন ও প্রধানমন্ত্রীর অফিস-এ নিরবচ্ছিন্ন নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে ১১ কেভি সুইচিং স্টেশন নির্মাণ করা হবে।
- মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় ২০১৮ সালের মধ্যে ডিপিডিসি'র সকল গ্রাহককে (এ এবং ই ট্যারিফ) পর্যায়ক্রমে প্রি-পেমেন্ট মিটারের আওতায় আনতে ৬ টি প্রকল্পের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কেএফডাব্লু এর অর্থায়নে ১টি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে।

১৫.৬.১০.৩ ডিপিডিসি কর্তৃক গৃহীত দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা নিম্নরূপ

- ❖ দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় ডিপিডিসি কর্তৃক পরিকল্পনাকৃত “রিইনফোর্সমেন্ট, রিনোভেশন এন্ড অগমেন্টেশন অব ১৩২/৩৩ কেভি এন্ড ৩৩/১১ কেভি সাবস্টেশন আন্ডার ডিপিডিসি” শীর্ষক প্রকল্পটি দ্বারা ১৩২/৩৩ কেভি গ্রীড ও ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের ক্ষমতাবর্ধন ও আধুনিকায়ন করা হবে।
- ❖ ধানমন্ডি এলাকায় একটি ২৩০/১৩২/৩৩/১১ কেভি গ্রীড উপকেন্দ্র সহ ৩০ তলা ডিপিডিসি টাওয়ার বিল্ডিং নির্মাণ করা হবে।
- ❖ “কম্প্রোকশন অব ১৩২/৩৩ কেভি এন্ড ৩৩/১১ কেভি সাব-স্টেশন আন্ডার ডিপিডিসি সিস্টেম” শীর্ষক প্রকল্পটির দ্বারা নতুন ১১ টি ১৩২/৩৩ কেভি গ্রীড ও ২০ টি ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণ করা হবে।
- ❖ “স্ট্রেন্ডেনিং অব ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক আন্ডার ডিপিডিসি” শীর্ষক প্রকল্পটির দ্বারা বিতরণ লাইন শক্তিশালী ও আধুনিকায়ন এবং নতুন নতুন লাইন নির্মাণ করা হবে।
- ❖ এছাড়া দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় ডিপিডিসি’র সকল উপকেন্দ্রে “বিকল্প পাওয়ার সোর্স” এবং “রিএকটিভ পাওয়ার কমপেনসেশন” নিশ্চিতকরণের জন্য প্রকল্প পরিকল্পনা করা হয়েছে।
- ❖ ডিপিডিসি’র বর্তমান ওভারহেড বিতরণ ব্যবস্থা পরিবর্তন করে পর্যায়ক্রমে “আন্ডারগ্রাউন্ড ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক” নির্মাণের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিতরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

১৫.৬.১১ সমস্যা ও সুপারিশ

সমস্যা-১: বিদ্যুৎ অপচয়রোধ ও গ্রীষ্মকালীন লোডশেডিং

সামাধান/সুপারিশ

- ❖ বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে গ্রাহকদের উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। গণমাধ্যমসহ ডিপিডিসি’র নিজস্ব প্রচারণা মাধ্যমের দ্বারা বিদ্যুৎ সাশ্রয় বিষয়ে গ্রাহককে সচেতন করা হচ্ছে। গত কয়েক বছর আগে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে বিনামূল্যে ২১ লক্ষ এনার্জি সেভিং বাবু ডিপিডিসি’র আওতাধীন এলাকার গ্রাহকগণের মাঝে বিতরণ করা হয়। এছাড়াও Technical & Equipment Support for Energy Saving in DPDC Area নামক প্রকল্পের আওতায় ২৩,৫০০ টি এনার্জি সেভিং বাবু ও ২২,০০০ টি ইলেক্ট্রনিক ব্যালাস্ট স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা হয়। বর্তমানে ডিপিডিসি’র সকল গ্রাহক এনার্জি সেভিং বাবু ব্যবহারে উৎসাহিত হচ্ছে যাহা বিদ্যুৎ অপচয়রোধকল্পে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।
- ❖ Demand Side Management এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংকট মোকাবেলায় ডিপিডিসি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন- সান্ধ্য পিক-আওয়ারে বিদ্যুতের চাহিদা ত্রাস পূর্বক গ্রীষ্মকালীন সময়ে লোডশেডিং এর মাত্রা সহনীয়/ন্যূনতম পর্যায়ে রাখার উদ্দেশ্যে বিপনী বিতান ও শপিংমল সমূহ রাত ৮ টার মধ্যে বন্ধ রাখার নিমিত্তে অভিযান চালানো হয়।
- ❖ সান্ধ্য পিক-আওয়ারে বিদ্যুতের চাহিদা ত্রাস পূর্বক লোডশেডিং এর মাত্রা সহনীয়/ন্যূনতম পর্যায়ে রাখার উদ্দেশ্যে ডিপিডিসি’র আওতাধীন বিভিন্ন স্টীল ও রি-রোলিং মিলসহ অন্যান্য বৃহৎ মিল কারখানায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রাখা হচ্ছে।
- ❖ রুটিন সিডিউল মোতাবেক বিভিন্ন এলাকায় গ্রীষ্মকালীন সময়ে লোডশেডিং প্রদানের মাধ্যমে বিদ্যুতের সুস্বম বন্টনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
- ❖ অফিস-আদালতে সকাল ৯টা হতে বেলা ১১:৩০ টা পর্যন্ত এসি বন্ধ রাখাসহ ২৪০ঈ তাপমাত্রায় এসি চালানোর নির্দেশনাসহ এসি চালনাকে নিরুৎসাহিত ও নিয়ন্ত্রণের জন্য NOCS বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়ে থাকে।
- ❖ রাস্তার বাতি এক পাশে জ্বালানোর জন্য ইতোমধ্যে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে অনুরোধ করা হয়েছে এবং সে মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
- ❖ দ্বি-টারিফ বিলিং এর মাধ্যমে পিক আওয়ারে বিদ্যুতের উচ্চমূল্য নির্ধারণ পূর্বক বাণিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকগণকে বিদ্যুৎ ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করা হয়।

সমস্যা-২: বিদ্যুতের মিটার রিডিংয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতি রোধ

সামাধান/সুপারিশ

সূর্য ও নিয়মমাফিক মিটার রিডিং নিশ্চিতকরণে ব্যর্থতার অভিযোগে ইতোমধ্যে বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি প্রদান করা হয়। ফলে, ডিপিডিসি’র মিটার রিডিং ব্যবস্থার দৃশ্যমান উন্নতি হয়েছে।

সমস্যা-৩: সিস্টেম লস

সুপারিশ/ গৃহীত সমাধান : সিস্টেম লস হ্রাসে ডিপিডিসি'র গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

- ডিপিডিসি কর্তৃক গঠিত টিমের মাধ্যমে অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করণের বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা ।
- বিদ্যুৎ চুরিরোধে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের অংশ হিসেবে অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ অভিযান একটি চলমান প্রক্রিয়া ।
- এছাড়া ডিপিডিসি কর্তৃক ০১-০৫-২০১৪ হতে বিদ্যুতের অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করণের বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে ।
- উন্নততর গ্রাহক সেবা প্রদানের মাধ্যমে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিস্টেম লস হ্রাস ও বিদ্যুৎ বিল আদায়ের হার বৃদ্ধির প্রয়োজনে টাফফোর্স গঠন করে গঠিত টিম দ্বারা গ্রাহক আঙ্গিনা পরিদর্শন পূর্বক তাৎক্ষণিক ও পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় ।
- সিস্টেম লস হ্রাসে মাঠ পর্যায়ে ত্রুটিপূর্ণ মিটারের কার্যকারিতা ও সঠিকতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রতিটি ঘণ্টােই বিভাগে মিটারিং টেস্ট বেঞ্চ স্থাপন করা হয়েছে ।

সমস্যা-৪: সংস্কার ও সুশাসন সংক্রান্ত

সমাধান/ সুপারিশ

ডেসাকে অধিগ্রহণ করে ১লা জুলাই ২০০৮ হতে ডিপিডিসি বাণিজ্যিক কার্যক্রম আরম্ভ করে । সংস্থাকে লাভজনক করা এবং গ্রাহকসেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোম্পানী গঠনের প্রথম হতেই নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করে । দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা (Zero Tolerance) নীতি গ্রহণ করার ফলে কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধির ফলে গ্রাহক সেবার মান ও কোম্পানীর অবস্থান ভাল হয়েছে ।

ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী (ডেসকো) লিমিটেড

পরিচিতি

বিদ্যুৎ সেক্টরের সংস্কার বা পুনর্গঠন কার্যক্রমের অধীনে বিতরণ খাতকে দক্ষ এবং স্বাবলম্বী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার ০৩ নভেম্বর, ১৯৯৬ সালে Companies Act, 1994 এর আওতায় পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে ৫০০ কোটি টাকা Authorized Capital নিয়ে ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিঃ (ডেসকো) গঠন করে। ডেসার নিকট হতে ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮-ইং সালে মিরপুর এলাকার বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা অধিগ্রহণের মাধ্যমে ৭১,১৬১ জন গ্রাহক এবং ৯০ মেগাওয়াট Load Demand নিয়ে ডেসকোর মাঠ পর্যায়ের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। ক্রমান্বয়ে অগ্রগতি ও সাফল্যের ধারাবাহিকতায় সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তীতে 09/04/2003 তারিখে গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, দক্ষিণখান এবং 04/03/2007 তারিখে গাজীপুর জেলার টঙ্গী পৌরসভার একাংশ ডেসকো কার্যক্রমের আওতাভুক্ত করা হয়। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে নারায়ণগঞ্জ জেলাধীন, বালু নদীর পূর্বপার এবং উত্তর পূর্ব দিকে অবস্থিত “পূর্বাচল মডেল টাউন” ডেসকো এলাকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ডেসকোর বর্তমান গ্রাহক সংখ্যা জুন’২০১৪ পর্যন্ত ৬,৪১,৯৩৩ জন এবং বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৭৮৬ মেগাওয়াট। বর্তমানে ডেসকোর ভৌগলিক এলাকার পরিমাণ ২৫০ বর্গ কিলোমিটার।

১৫.৭.১ ডেসকো’র মিশন ও ভিশন

মিশন: নিরাপদ, নিভ্রযোগ্য এবং স্থিতিশীল বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখা।
ভিশন: বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে গ্রাহকদের সন্তুষ্টি, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে অনুকূল পরিবেশ এবং সামাজিক বন্ধন দৃঢ়করণ। গ্রাহক সেবায় সর্বোচ্চ দক্ষতা, নিভ্রযোগ্যতা এবং সক্ষমতা অর্জন করা এবং তা বজায় রাখা।

১৫.৭.২ জনবল

পে-গ্রেড	পদবী	অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম-১০ (রিভিশন-২) এর বপরীতে লোকবল	বর্তমান লোকবল
১	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	১	১
২	নির্বাহী পরিচালক	৫	৩
৩	মহাব্যবস্থাপক/প্রধান প্রকৌশলী	৭	৩
৪	উপ-মহাব্যবস্থাপক/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী /কোম্পানী সচিব	১৬	১৬
৫	ব্যবস্থাপক/নির্বাহী প্রকৌশলী	৪০	৩৯
৬	উপ-ব্যবস্থাপক/উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী	৭১	৬৮
৭	সহকারী ব্যবস্থাপক/ সহকারী প্রকৌশলী	১৬৬	১৪৬
৮	জুনিয়র সহকারী ব্যবস্থাপক / উপ-সহকারী প্রকৌশলী	২৩৮	২২৪
৯	ফোরম্যান	৮	৩
১০	ক্যাবল জয়েন্টার	১	০
১১	সিনিয়র অফিস সহকারী	৭০	৬৭
	সহকারী ফোরম্যান	৪	৩
	সহকারী ক্যাবল জয়েন্টার	১	০
	সাব-স্টেশন এ্যাটেন্ডেন্ট-১	৮	১
	মিটার টেস্টার	৩	৩
১২	অফিস সহকারী / অফিস সহকারী (বিলিথ/রাজস্ব/স্টোর)/মাঠ সহকারী	২৯৩	২৬৩
	সহকারী মিটার টেস্টার	১৩	১৩
	হেড গার্ড (কেপিআই)	১০	৮
	সাব-স্টেশন এ্যাটেন্ডেন্ট-২	১৯২	১৯০
	ভোল্টেজ অপারেটর	৪	০

বার্ষিক প্রতিবেদন
অর্থবছর ২০১৩-১৪

পে-গ্রেড	পদবী	অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম-১০ (রিভিশন-২) এর বপরীতে লোকবল	বর্তমান লোকবল
	মেশিন অপারেটর	২	০
	কমপ্লেইন এ্যাটেনডেন্ট	৪৮	৪১
	লাইনম্যান	১৭	১৫
১৩	সহকারী লাইনম্যান	৩৫	৩৩
	রিসিপশনিষ্ট	১৪	৫
	হেভি ভেহিক্যাল ড্রাইভার	১৩	১
	ইলেকট্রিশিয়ান	২	১
	ড্রাইভার	৫০	৪৮
১৪	স্পেশাল গার্ড (কেপিআই)	৮০	৫৫
	মিটার রিডার কাম বিল সার্ভার	২১	২১
	মিটার এ্যাসেম্বলার-১	১২	১২
১৫	সিকিউরিটি গার্ড	১২	১২
	মিটার এ্যাসেম্বলার-২	২৪	২৪
	হেল্পার	৩২	৩২
১৬	পিওন	৮০	৭৯
	মেসেঞ্জার	৪৭	৪৬
	লিফট অপারেটর	১	১
	কুক	১৩	১৩
	ক্লিনার	১৪	৬
	মোট	১৬৬৮	১৪৯৬

ছক-৪৫ : জনবল

১৫.৭.৩ অবকাঠামোগত উন্নয়ন

২০০১-০২ অর্থবছর থেকে ২০১৩-১৪ অর্থবছর পর্যন্ত ডেসকো'র অবকাঠামোগত এবং বাণিজ্যিক কার্যক্রমসমূহের বিবরণ উন্নয়ন কার্যক্রম সমূহের বিবরণ নিম্নের সারণিতে দেখানো হলো:

বিবরণ	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪
১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্রের সংখ্যা	০২	০২	০২	০২	০২
৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের সংখ্যা	২১	২২	২৫	২৬	২৯
৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রে স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	৭৭০/১০৭৮	৮৮০ ১২৩২	৯৮০/১৩৭২	১০৮০/১৫১২	১২০০/১৬৮০
সর্বোচ্চ চাহিদা (মেগাওয়াট)	৬২২	৬৪০	৭১৫	৭২৬	৭৮৬
৩৩ কেভি ওভারহেড লাইন (কিঃমিঃ)	৮২.৮	৮২.৮	৮২.৮	৮২.৮	৮২.৮০
৩৩ কেভি আন্ডারগ্রাউন্ড লাইন (কিঃমিঃ)	২০৪.৩৭	২১৫.৮৮	২৯৪.৬১	৩১৬.১৯	৩২২.১৯
১১ কেভি ওভারহেড লাইন (কিঃমিঃ)	১০১৭.৮৭	১০৪৪.৫৫	১০৮৪.০৫	১১২২.৪৬	১২০৪.১৭
১১ কেভি আন্ডারগ্রাউন্ড লাইন (কিঃমিঃ)	৩৫০.১২	৩৬০.৫৪	৩৯০.২৯	৪৩৩.৮৫	৪৩৭.৮৫
এলটি লাইন (কিঃমিঃ)	১৬৭১.৮৯	১৭১৭.৩৬	১৭৭৪.৭৪	১৮৩৮.৪৭	১৯৩৬.২০

ছক-৪৬ : ডেসকো'র অবকাঠামোগত উন্নয়ন



১৫.৭.৪ ডেসকো'র বাণিজ্যিক কার্যক্রম

ক্র নং	বিবরণ	২০০৯- ১০	২০১০- ১১	২০১১- ১২	২০১২- ১৩	২০১৩- ১৪
	বিদ্যুৎ আমদানি					
	(মিলিয়ন কিঃওঃআঃ)	২৯৩৩.৭২	৩১২২.৭৫	৩৪০১.৫৮	৩৭২৬.৩১	৪০৬৪.১৯০
	(কোটি টাকা)	৭৮৪.৫৭	৮৮০.১৮	১৩৩২.৭৭	২০৩৯.৩৫	২২৮৯.৮০৫
	বিদ্যুৎ বিক্রয়					
	(মিলিয়ন কিঃওঃআঃ)	২৬৭৩.৬৯	২৮৪৮.৩৮	৩১১১.১২	৩৪১১.৯১	৩৭২২.২২৭
	(কোটি টাকা)	১০৯১.১২	১২৪০.০২	১৬০৯.৪৬	২২১১.৪১	২৪৬১.০৩৮
৩	সিস্টেম লস (শতাংশ)	৮.৮৬	৮.৭৯	৮.৫৪	৮.৪৪	৮.৪১
৪	আদায় (কোটি টাকা)	১০৭৭.৪৮৪	১২২৭.০৮৫	১৫৮৬.০১৩	২২১৩.৬৮৩	২৪৭৪.০২৯
৫	বিল কালেকশন রেশিও	৯৮.৭৫	৯৮.৯৬	৯৮.৫৪	১০০.১০	১০০.৫৩
৬	সি আই রেশিও (শতাংশ)	৯০.০০	৯০.২৬	৯০.১৩	৯১.৬৬	৯২.০৭
৭	বকেয়া সমমাস	২.৬২	২.৪৩	২.০৫	১.৯৫	১.৮৭
৮	গ্রাহক সংখ্যা	৪৪৬১২৯	৪৪৯০৬৩	৫০৪৭২৩	৫৭৩৩৫৬	৬৪১৯৩৩

ছক-৪৭: ডেসকো'র বাণিজ্যিক কার্যক্রম

১৫.৭.৫ ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের অর্জনসমূহ

- বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ডেসকো'র নিজস্ব অর্থায়নে আগারগাঁও-২, মিরপুর-৬ এবং নিকেতন ৩৩/১১ কেভি জিআইএস বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র নির্মাণ পূর্বক চালু করা হয়েছে। উপকেন্দ্রসমূহ ডেসকো'র Power Handling Capacity মোট ১৫১ মেঃওঃ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- এছাড়াও বনানী, পূর্বাচল, মিরপুর বিআইএইচএস, মহাখালী হেলথ কমপ্লেক্স, ইউনাইটেড সিটি সেন্টার গুলশান-২ ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের নির্মাণ এবং বারিধারা উপকেন্দ্রের উন্নয়নের কাজ ডিসেম্বর ২০১৫ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে মর্মে আশা করা যায়।
- বিগত অর্থ বছরে ডেসকো মোট ১০ সার্কিট কিঃমিঃ ১১ কেভি ভূগর্ভস্থ এইচটি লাইন এবং ১৪৫ কিঃ মিঃ ১১/০.৪ কেভি ওভারহেড লাইন নির্মাণ করেছে।
- মিটারিং সিস্টেমের আধুনিকায়নের অংশ হিসাবে প্রায় ১৯০০০টি paid meter এবং ৪৫০টি Remote Meter স্থাপিত হয়েছে। এসব মিটার ব্যাপকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে লোড ম্যানেজমেন্ট এবং গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।
- ডেসকো'র বিতরণ ব্যবস্থার কারিগরি উন্নয়ন সাধনের পাশাপাশি গ্রাহক সেবাকে ডেসকো অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করে। গ্রাহক সেবার মানোন্নয়নের ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসাবে বিভিন্ন ধরনের গ্রাহক শুনানি, নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রম, গ্রাহক অভিযোগ বস্তু স্থাপন, সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়ন, Online সার্ভিস সুবিধা প্রবর্তনসহ অনেক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে।
- নতুন সংযোগের আবেদনপত্র Internet এর মাধ্যমে গ্রহণ, টেলিচার্জ প্রক্রিয়ায় e-GP, বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে internet bill pay, Mobile phone easy pay ইত্যাদি Digital প্রযুক্তি প্রবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ভূমিকা রাখছে।
- ডেসকো দাপ্তরিক কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুন্দর ভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ডেসকো'র প্রধান কার্যালয় নির্মাণের জন্য ঢাকা ময়মনসিংহ রোড সংলগ্ন নিকুঞ্জ-০২ এলাকায় প্রায় ২ (দুই) বিঘা জমি ক্রয় করা হয়েছে। সেখানে আধুনিক স্থাপত্যশৈলীর ভবন নির্মাণের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

১৫.৭.৬ ডেসকোর চলমান প্রকল্পসমূহ

বর্তমানে ডেসকো এলাকায় বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৭৮৬ মেঃ ওঃ। ২০১৫ সাল নাগাদ বিদ্যুতের এ চাহিদা দাঁড়াবে ১০০৬ মেঃ ওঃ এবং আগামী ২০২০ সাল নাগাদ ডেসকো এলাকায় বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা দাঁড়াবে ১৯১০ মেঃ ওঃ। এ বিদ্যুৎ চাহিদা মোকাবেলার লক্ষ্যে বৈদ্যুতিক অবকাঠামো নির্মাণের জন্য ডেসকো নিম্নে বর্ণিত প্রকল্প গ্রহণ করে। প্রকল্প/ উন্নয়ন কার্যক্রমের বর্তমান অগ্রগতি নিম্নরূপ:

Sl. No	Name of the Project (S)/ Development activities	Sources of Fund (Taka in Lac)				Project Approval	Schedule for Completion & Physical Progress (%)	Physical Progress (%) Up to Janu'15
		DESCO	GoB	P.A.	Total			
1	Design, Supply, Installation and Augmentation of 33/11kV, 2 x 20/28 MVA Substation on Turnkey basis under Development Works- 8 Substations	17700.00	--	--	17700.00	August 2010	May 2014; 95% complete (4Nos of 33/11 KV substation installed, the remaining 4 are undergoing through testing and Commissioning)	98% complete (6Nos of 33/11 KV substation installed, the remaining 2 are undergoing through testing and Commissioning)
2	Design, Supply, Installation, testing and Commissioning of Pre-payment Metering System (10000 nos.)	800.00	--	--	800.00	July 2011	June 2014; Ongoing	Ongoing
3	Design, Supply, Installation and Augmentation of 4 nos. 33/11kV, 20/28 MVA Substation on Turnkey basis under Development Works	8600.00	--	--	8600.00	June 2013	December 2015; NOA has been issued, pre contract negotiation meeting is done, contract signed	Physical progress 10%
4	Augmentation and Rehabilitation of Distribution System in DESCO area	53976.99	34298.49	110640.29	198915.77	December 2013	June 2017; Bidding Document Issued	For Package -2 Technical Bid Evaluation completed. For Package -1 Technical Bid Evaluation is on process.
5	Construction of 132/33/11 KV Grid S/S in DESCO area	24212.70	16047.29	54353.72	94613.71	December 2013	June 2017; Bidding Document Issued	Technical evaluation of Lot -1 and Lot -2 is on process. Hopefully will be completed by 15 th March
6	Construction of 14 storied DESCO Head Office Building	12500 (approx.)	-	-	12500 (approx.)	November 2013	December 2017	Appointment of consultant is on process

ছক-৪৮: ডেসকোর চলমান প্রকল্পসমূহ

১৫.৭.৭ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

২০২০ সালের ভবিষ্যৎ বিদ্যুৎ চাহিদা মোকাবেলার লক্ষ্যে ডেসকো, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে প্রায় ৩,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ডেসকো'র সামগ্রিক বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে ২টি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্প দুটির আওতায় ক) ৫টি নতুন ১৩২/৩৩/১১ কেভি গ্রীড উপকেন্দ্র নির্মাণ এবং ৪৮ সার্কিট কিঃমিঃ ১৩২ কেভি সোর্স লাইন নির্মাণ খ) ১৯টি ৩৩/১১ কেভি নতুন উপকেন্দ্র নির্মাণ এবং ১০টি উপকেন্দ্রের উন্নয়ন গ) ৭০ কিঃমিঃ ৩৩ কেভি এবং ২০০ কিঃ মিঃ ১১ কেভি ভূগর্ভস্থ লাইন নির্মাণ ঘ) ৫০০ কিঃ মিঃ ১১ কেভি ও ০.৪ কেভি লাইন এবং ১৮০০ সংখ্যক ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমার স্থাপন করা হবে। ২০১৭ সাল নাগাদ প্রকল্প-দ্বয় সমাপ্ত হবে। প্রকল্প সমাপ্ত হলে ডেসকো'র মোট সক্ষমতা ২,১০০ মেঃওঃ বৃদ্ধি পাবে এবং ১০,৫০,০০০ জন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান করা যাবে।

নারায়ণগঞ্জ জেলাধীন, বালু নদীর পূর্বপারে এবং ডেসকো এলাকার উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত পূর্বাচল মডেল টাউন এলাকার (পূর্বাচল) বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়নের দায়িত্ব ডেসকো গ্রহণ করেছে। আশা করা যাচ্ছে, ২০২০ সাল নাগাদ এই এলাকার বিদ্যুৎ চাহিদা প্রায় ৫০০ মেগাওয়াট হবে। এইরূপ ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা এবং গ্রাহক সংখ্যার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য ডেসকো পর্যায়ক্রমে নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সুবিধাদি নিশ্চিত করবে।

রাজউক এর আরেকটি প্রকল্প উত্তরা মডেল টাউন (3rd phase) ও পার্শ্ববর্তী এলাকা ডেসকোর বিতরণ অঞ্চলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ অঞ্চলের Electrical network পরিকল্পনার কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। 2015 সালে এই এলাকার বিদ্যুৎ চাহিদা ৩৫২ মেগাওয়াট-এ দাঁড়াবে।

ডেসকো কর্তৃক তিনটি (০৩) প্রকল্পের আওতায় প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে ADB'র অর্থায়নে ৮২,৫০০ টি ডেসকো'র নিজস্ব অর্থায়নে ১,০০,০০০ টি এবং KfW'র অর্থায়নে মিরপুর এলাকায় ২,৬২,৫০০ টি প্রি-পেইড মিটার রয়েছে। ADB'র অর্থায়নে প্রি-পেইড মিটার সংগ্রহের দরপত্রটি বর্তমানে মূল্যায়ন পর্যায়ে রয়েছে ও ডেসকো'র নিজস্ব তত্ত্বাবধানে মিটার সংগ্রহের জন্য অতিশীঘ্র দরপত্র আহ্বান করা হবে এবং KfW'র অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্পটির PDPP পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক ইতোমধ্যে অনুমোদিত হয়েছে এবং পরিকল্পনা কমিশনের অর্থায়ন অনুসন্ধান কমিটির কার্যক্রমের আওতায় আছে। অর্থায়ন নিশ্চিত হলে গৃহীত প্রকল্পের পরবর্তী কার্যক্রম বাস্তবায়ন জোরদার হবে।

১৫.৭.৮ উল্লেখযোগ্য সমস্যা ও সুপারিশ

সমস্যা: বর্তমানে ডেসকোতে এডিবি'র আর্থিক সহায়তায় দুটি প্রকল্প চলমান আছে। চলমান প্রকল্প-দ্বয়ের মধ্যে অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি ১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্রের জন্য এবং ০২ টি ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের জন্য গুলশান ও বনানী এলাকায় জমি প্রয়োজন। রাজউক কর্তৃক চূড়ান্ত জমি বরাদ্দের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়নি। মিরপুর এলাকায়ও ০১টি ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় জমি সংস্থান হয় নাই।

সুপারিশ: গুলশান, বনানী ও মিরপুর এলাকায় বর্ণিত ডেসকোর বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে উল্লেখিত জমি অধিগ্রহণের জন্য সরকারের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী (ওজোপাডিকো) লিঃ

পরিচিতি

দেশের সকল জনসাধারণকে ২০২১ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানসহ বিদ্যুৎ সেটরের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার প্রদানে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। সিস্টেম লস কমানো এবং আর্থিক অবস্থানকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে বিদ্যুৎ সেটরকে আরো জবাবদিহি এবং সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার জন্য উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিতরণ ব্যবস্থাকে পৃথক সংস্থাতে রূপান্তর করা হয়েছে। আর এই সংস্কার কর্মসূচীর আওতায় কোম্পানী আইন-১৯৯৪ অনুসারে ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ওজোপাডিকো), ৪ নভেম্বর ২০০২ সনে কোম্পানী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। আরইবি এলাকা ব্যতিত বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের বৃহত্তর খুলনা ও বরিশাল বিভাগ এবং বৃহত্তর ফরিদপুর জেলায় অবস্থিত ২১ জেলা এবং ২০ উপজেলার দপ্তরসমূহের লোকবলকে ১ অক্টোবর ২০০৩ তারিখে ওজোপাডিকোতে লিয়েনে পদস্থ করা হয়।

ওজোপাডিকো বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সাথে Provisional Vendor's Agreement (VA) I Provisional Power Sales Agreement (PSA) স্বাক্ষরের মাধ্যমে ১ এপ্রিল ২০০৫ সন থেকে বাণিজ্যিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে।

১৫.৮.১ এক নজরে ওজোপাডিকো'র বর্তমান অবস্থা ২০১৩-১৪ অর্থবছর

জেলা শহর	২১ টি
উপজেলা শহর	২০ টি
পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল	৬ টি
বিদ্যুৎ সরবরাহ ইউনিট	৪৮ টি
৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র	৬৩ টি
সার্ভিস সেন্টার	১০৫ টি
ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার	২৬ টি
গ্রাহক সংখ্যা (জুন-১৪ পর্যন্ত)	৭.৯০ লক্ষ
জানুয়ারী-০৯ হতে আগস্ট-১৪ পর্যন্ত নতুন সংযোগ	২,৬৭,৭১৭ টি
প্রতি কিলোমিটার গ্রাহক	৭৯ জন
১ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারী নিয়ন্ত্রিত গ্রাহক সংখ্যা	৩৫১ জন
সর্বোচ্চ চাহিদা	৪৬০ মেঃওঃ
গড় বিদ্যুৎ সরবরাহ	৪০০ মেঃওঃ
গড় আমদানী	১৯৯.৫৬৪ মিঃ ইউনিট প্রতি মাসে
গড় বিদ্যুৎ বিক্রয়	১৭৭.৬৫৫ মিঃ ইউনিট প্রতি মাসে
সিস্টেম লস বুন-১৪ পর্যন্ত	১০.৯৮%
বকেয়া (সমমাস)	২.৭৭ সমমাসের গড় বিল

ছক-৪৯: ২০১৩-১৪ অর্থবছর পর্যন্ত ওজোপাডিকো'র সার্বিক অবস্থা

১৫.৮.২ বর্তমান উপকেন্দ্র ও বিতরণ লাইন এর তথ্যাদি ২০১৩-১৪ অর্থবছর

৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র	৬৩ টি (১৫২০ এমভিএ)
বিতরণ ট্রান্সফরমার	৫৭৯৮ টি (৯৭৫.২৫০ এমভিএ)
মোট বিতরণ লাইন	৯৯৭০ কিমি
ক) ৩৩ কেভি লাইন	১৫৭৩ কিমি
খ) ১১ কেভি লাইন	১৫৮৬ কিমি
গ) ১১/০.৪ কেভি লাইন	২৬১৩ কিমি
ঘ) ০.৪ কেভি লাইন	৪১৯৮ কিমি

ছক-৫০: ২০১৩-১৪ অর্থবছর পর্যন্ত উপকেন্দ্র ও বিতরণ লাইনের তথ্যাদি

১৫.৮.৩ ওজোপাড়িকো'র চলমান প্রকল্পসমীহ

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (মেয়াদ)	প্রাক্কলিত ব্যয় মোট (প্রকল্প সাহায্য যদি থাকে)	জুন, ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্প সাহায্য)	২০১৪-১৫ এডিপিতে বরাদ্দ (প্রকল্প সাহায্য)	জানুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত ০৭ মাসে ব্যয় (প্রকল্প সাহায্য)	মন্তব্য
০১	২১ জেলা বিদ্যুৎ বিতরণ প্রকল্প (০১.০১.২০১১ থেকে ৩০.০৬.২০১৫ পর্যন্ত)	জি ও বি : ৪৪২৭৫.৬৪ ওজোপাড়িকো : ২৬৪২.৪০ প্রকল্প সাহায্য : নাই মোট: ৪৬৯১৮.০৪	৩২২০০.০০	৭৮০০.০০	৫৭৬২.৯২	
	প্রি-পেমেন্ট মিটারিং প্রজেক্ট ফর খুলনা সিটি ফেজ-১ (০১.০৭.২০১৪ থেকে ৩০.০৬.২০১৬ পর্যন্ত)	জি ও বি : ৩৭৪০.৩০ ওজোপাড়িকো : ৫০৩.১০ প্রকল্প সাহায্য : নাই মোট: ৪২৪৩.৪০	-	২.০০	-	প্রকল্পটি ১৬.০৯.২০১৪ ইং তারিখে একনেকে অনুমোদিত হয়। বর্তমানে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। দাখিলের তারিখ ১২.০৩.২০১৫
	বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (০১.০৭.২০১৪ থেকে ৩০.০৬.২০১৮ পর্যন্ত)	জি ও বি : ৭৮৮০১.১৪ ওজোপাড়িকো : ৪৪৪২.৫২ প্রকল্প সাহায্য : নাই মোট: ৮৩২৪৩.৬৬	-	২০০০.০০	-	প্রকল্পটি ২৮.১০.২০১৪ ইং তারিখে একনেকে অনুমোদিত হয়।

ছক-৫১: ওজোপাড়িকো'র চলমান প্রকল্প

১৫.৮.৪ ২০২১ সাল নাগাদ বিতরণ পরিকল্পনা

বর্তমানে	(জুন'১৪)	অতিরিক্ত	লক্ষ্যমাত্রা ২০২১
বিতরণ লাইন (কি.মি.)	৯,৯৭০	২৮২০	১২,৭৯০
৩৩/১১ কেভি সাব-স্টেশন সংখ্যা	৬৩	১৮	৮১
সাব-স্টেশনের ক্ষমতা (এমভিএ)	১৫২০	৫১০	২০৩০
সর্বোচ্চ চাহিদা (মেঃওঃ)	৪৩৫	৫৩৫	৯৭০
গ্রাহক সংখ্যা (লক্ষ)	৭.৭৮	৮.৪০	১৬.২০

ছক-৫২: ২০২১ সাল নাগাদ ওজোপাড়িকো'র বিতরণ পরিকল্পনা

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি) লিমিটেড

পরিচিতি

বাংলাদেশের বিদ্যুৎ সেক্টরের পুনর্নির্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় দক্ষতা বৃদ্ধি, জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা এবং কার্য সম্পাদনে গতিশীলতা আনয়নসহ বাণিজ্যিক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার ১৯৯৬ সালে সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানাধীন পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ (পিজিসিবি) গঠন করা হয়। ১০ বিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন নিয়ে ১৯৯৬ ইং সালের নভেম্বর মাসে পিজিসিবি নিবন্ধিত হয়। ইহা জাতীয় বিদ্যুৎ গ্রীডের মালিকানা গ্রহণ করে তা সুষ্ঠু বাণিজ্যিক ভিত্তিতে দক্ষতার সাথে পরিচালনা ও সম্প্রসারণের দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) ও ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষের (ডেসা বর্তমানে ডিপিডিসি) আওতাধীন সঞ্চালন সিস্টেম পিজিসিবিতে হস্তান্তরের সরকারী সিদ্ধান্ত মোতাবেক দেশের সমগ্র বিদ্যুৎ সঞ্চালন অবকাঠামো ক্রমান্বয়ে অধিগ্রহণ সম্পন্ন করে পিজিসিবি তা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে আসছে।

কোম্পানীর জবাবদিহিতা বৃদ্ধি ও পুঁজিবাজারকে চাঙ্গা করার লক্ষ্যে সরকার পিজিসিবি'র পরিশোধিত মূলধনের ২৫% Direct Listing Regulation 2006 এর মাধ্যমে পুঁজি বাজারে বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সে অনুসারে পিজিসিবি ০৯/১০/২০০৬ ইং তারিখে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও চিটাগং স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) এ তালিকাভুক্ত হয় এবং ০৯/১০/২০০৬ ইং তারিখ হতে শেয়ার বিক্রি শুরু হয়। উক্ত শেয়ারের মধ্যে ২৩.৭৫% ইতিমধ্যে পুঁজি বাজারে বিক্রি করা হয়েছে।

১৫.৯.১ পিজিসিবি'র মিশন ও ভিশন

মিশন: “দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সবার নিকট বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য নির্ভরযোগ্য সঞ্চালন করা।”

ভিশন: “জাতীয় পাওয়ার গ্রীডের দক্ষ ও কার্যকর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশব্যাপী মানসম্পন্ন ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সঞ্চালন নিশ্চিত করা।”

১৫.৯.২ পিজিসিবির কাঠামো

১৫.৯.২.১ পরিচালনা পর্ষদ

পিজিসিবির মেমোরেণ্ডাম এন্ড আর্টিক্যালস অনুযায়ী কোম্পানীর পরিচালক পর্ষদকে কোম্পানী পরিচালনার যাবতীয় ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। বর্তমানে কোম্পানীর পরিচালক পর্ষদে মোট ১২ (বার) জন সদস্য রয়েছেন।

১৫.৯.২.২ সাংগঠনিক উন্নয়ন

পিজিসিবি সীমিত সংখ্যক দক্ষ লোকবল নিয়ে দেশের সঞ্চালন সিস্টেম পরিচালকনার পরিকল্পনা নিয়েছে যাতে দক্ষতা বৃদ্ধি ও মানব সম্পদের Optimum ব্যবহার করা সম্ভব হয়। এই লক্ষ্যে লোড ডেসপ্যাচসহ সমগ্র সঞ্চালন সিস্টেম পরিচালনার জন্য পিজিসিবি'র পরিচালক পর্ষদ ২৮৯৯ জন জনশক্তি সম্বলিত একটি সংশোধিত অর্গানোগ্রাম অনুমোদন করেছে। আলোচ্য বছর শেষে কোম্পানীতে মোট ২৩০২ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্মরত আছে (৩০.০৬.২০১৪ তারিখ পর্যন্ত) যার বিভাজন নিম্নরূপ:

পদবী	সংখ্যা
ব্যবস্থাপনা পরিচালক	১
নির্বাহী পরিচালক	৩
প্রধান প্রকৌশলী/ মহাব্যবস্থাপক	৮
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী / উপ-মহাব্যবস্থাপক	৩২
নির্বাহী প্রকৌশলী / ব্যবস্থাপক	৬৯
উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী/ উপ-ব্যবস্থাপক	১৩১
সহকারী প্রকৌশলী/ সহকারী ব্যবস্থাপক	২০২
জুনিয়র সহকারী প্রকৌশলী/ জুনিয়র সহকারী ব্যবস্থাপক	৮১০
মোট কর্মকর্তা	১২৫৬
মোট কর্মচারী	১০৪৬
সর্বমোট	২৩০২

ছক-৫৩ : সাংগঠনিক উন্নয়ন

বর্ধিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিউবো থেকে পিজিসিবির চাকুরীতে যোগদানের অপশন প্রদানের মাধ্যমে আকর্ষিত হয়েছে।

১৫.৯.৩ ২০১৩-১৪ অর্থবছরে পিজিসিবির উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

২০১৩-১৪ অর্থবছরে উঠেদাঁড়ানো সংখ্যক ও গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হওয়ায় পিজিসিবি'র সঞ্চালন নেটওয়ার্কে সঞ্চালন ক্ষমতা ও কার্যপরিধি সম্প্রসারিত হয়েছে। গত অর্থ বছরেই প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ-ভারত এর মধ্যে আন্তঃদেশীয় বিদ্যুৎ সঞ্চালন নেটওয়ার্ক সংযোগ স্থাপিত হয়।

২০১৩ সালের ৫ অক্টোবর ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ও ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদের যৌথভাবে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় আন্তঃদেশীয় বিদ্যুৎ সংযোগ এর মাধ্যমে নতুন দিগন্তের সূচনা করেছেন। বর্তমানে এ অবকাঠামোর মাধ্যমে বাংলাদেশ দিন-রাত ২৪ঘন্টা ভারত থেকে সিস্টেম এর চাহিদা অনুযায়ী ৩৫০ মেঃওঃ হতে ৫০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ আমদানী করছে।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য প্রকল্প সম্পাদনের মাধ্যমে জাতীয় গ্রীডে নিম্নোক্ত অবকাঠামো সংযুক্ত হয়-

ক্রমিক নং	অবকাঠামো নির্মাণ/ স্থাপন	সংখ্যা (মোট ক্ষমতা/ পরিমান)
০১	HVDC Back to Back স্টেশন	০১ টি (৫০০ মেঃওঃ)
০২	২৩০/১৩২ কেভি গ্রীড উপকেন্দ্র	০৩ টি (১,৮০০ এমভিএ)
০৩	১৩২/৩৩ কেভি গ্রীড উপকেন্দ্র	০২ টি (৪৮০ এমভিএ)
০৪	৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন	১৬৪.৭০ সার্কিট কিঃ মিঃ
০৫	২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন	৪৭ সার্কিট কিঃ মিঃ
০৬	১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন	১৫ সার্কিট কিঃ মিঃ
০৭	১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্রে ক্যাপাসিটর ব্যাংক	৬০০ এমভিএআর (২৬টি উপকেন্দ্রে)

ছক-৫৪: ২০১৩-১৪ অর্থবছরের অবকাঠামো কার্যক্রম

১৫.৯.৪ পিজিসিবির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

বর্তমান গনতান্ত্রিক সরকারের গৃহীত বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা অনুযায়ী পিজিসিবির ২০১৫-২০২১ সালের পরিকল্পনায় ২২টি উন্নয়ন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের জন্য জিওবির অর্থায়নসহ বৈদেশিক অর্থায়নের প্রয়োজন হবে। বৈদেশিক অর্থায়ন সংগ্রহের জন্য ইতোমধ্যে ইআরডির মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে। অর্থায়নের বিষয়টি নিশ্চিত হলে প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন কাজ হাতে নেয়া সম্ভব হবে।

১৫.৯.৫ পিজিসিবির বিশেষ সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ

দেশের বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণ কল্পে একটি দক্ষ ও নিরবিচ্ছিন্ন সঞ্চালন নেটওয়ার্ক পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষন, ভবিষ্যতে পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন কার্যক্রম সঠিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় লক্ষ্যে কোম্পানী গ্যাস্ট- ১৯৯৪ অনুযায়ী পিজিসিবি গঠিত হয়। ২০০৩ সাল থেকে পিজিসিবি তার কার্যক্রম শুরু করার পর সর্বশেষ ২০০৪ সালে প্রতি ইউনিট (কিঃওঃঘন্টা) সঞ্চালনের জন্য ১৩২ কেভি ও ৩৩ কেভিতে যথাক্রমে ০.২২৬৮ এবং ০.২২৯১ টাকা হারে Wheeling Charge পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছিল। ২০০৪ সালে শেষ বারের মত পিজিসিবির হুইলিং চার্জ পুনঃনির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ গত ১০ বছর যাবৎ পিজিসিবির হুইলিং চার্জ বৃদ্ধি করা হয়নি অথচ গত ১০ বছরে বিদ্যুতের ট্যারিফ বহুবার বৃদ্ধি পেয়েছে। ট্রান্সমিশন ট্যারিফ বৃদ্ধি না করার ফলে বর্তমানে পিজিসিবি আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছে।

১৫.৯.৬ পিজিসিবি'র অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

১৫.৯.৬.১ Optical Ground Wire (OPGW) ব্যবস্থাপনা

সুষ্ঠু বিদ্যুৎ সঞ্চালনের নিমিত্তে বিভিন্ন গ্রীড ও বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের সাথে এলডিসি (লোড ডেসপাচ সেন্টার) এর তাৎক্ষণিক যোগাযোগের জন্য একই সঞ্চালন লাইনের মধ্যে স্থাপিত পিএলসি ব্যবস্থার মাধ্যমে পিজিসিবি'র নিজস্ব টেলিকমিউনিকেশন সিস্টেম চালু আছে। এই টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থায় কথাবার্তা ছাড়াও টেলিপ্রটেকশন, টেলিমিটারিং ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যাতে সঞ্চালন লাইনের নিরাপত্তা, তাৎক্ষণিক উপাত্ত সংগ্রহ ও শ্রেণসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়। বিদ্যমান পিএলসি যন্ত্রপাতি ধীরগতি সম্পন্ন ও অনেক পুরাতন প্রযুক্তি হওয়ায় বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ব্যবহৃত উচ্চ গতি সম্পন্ন অপটিক্যাল ফাইবার সঞ্চালন লাইনে স্থাপন পূর্বক মাল্টিপ্লেক্সার ব্যবহার করে পিজিসিবির টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থার উন্নতি করার প্রচেষ্টা হচ্ছে।

বজ্রপাত থেকে সঞ্চালন লাইনের সুরক্ষার জন্য ব্যবহৃত গ্রাউন্ড ওয়্যার এর মধ্যে অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন প্রযুক্তি বর্তমান বিশ্বে বহুলভাবে ব্যবহার হচ্ছে। বিগত ১৯৯৬ ইং হতেই পিজিসিবি'র উচ্চচাপ সঞ্চালন লাইনে গ্রাউন্ড ওয়্যার এর পরিবর্তে OPGW (Optical Ground Wire) স্থাপন শুরু করা হয়েছে।

১৯৯৬ সাল হতে জুন' ২০০৭ সাল পর্যন্ত সঞ্চালন লাইনে স্থাপিত OPGW এর মোট দৈর্ঘ্য ছিল ২২০০ কি.মি., যা ২০১৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত মোট ৫৬০০ কি.মি. এ উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে OPGW এর মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৪৭৫০ কি.মি.। এতে দেশের প্রায় অধিকাংশ বিভাগীয় এলাকা পিজিসিবি'র অপটিক্যাল ফাইবার লিংকের আওতায় এসেছে।

পিজিসিবি'র নিজস্ব ব্যবহারের অতিরিক্ত অপটিক্যাল ফাইবার জাতীয় যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নে স্থানীয় টেলিকম অপারেটর এর নিকট স্বচ্ছতার ভিত্তিতে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের নিমিত্তে লীজ প্রদান করা হয়েছে এবং হচ্ছে। ২০০৬ সালে ঢাকা-চট্টগ্রাম অংশে ২৪৬ কিঃমিঃ অপটিক্যাল ফাইবার গ্রামীণ ফোন লিং এর নিকট লীজ প্রদান করার মাধ্যমে নবদিগন্তের সূচনা হয়।

উল্লেখ্য যে, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার অংশে গ্রামীণ ফোন লিঃ এর নিকট ১৫ (পনের) বৎসর, ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার অংশ বিটিসিএল এর নিকট পুনরায় ২ (দুই) বৎসর, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার অংশ Robi এর নিকট ১৫ (পনের) বৎসর, University Grants Commission (UGC) কে Indefeasible Right of Use (IRU) এর ভিত্তিতে দেশব্যাপী এক জোড়া অপটিক্যাল ফাইবার ২০ (বিশ) বৎসরের জন্য লীজ প্রদান করা হয়েছে। জুন' ২০১২ তে Banglalink কে ফেনী-খুলশী (চট্টগ্রাম) অংশে ১৫ (পনের) বৎসরের জন্য এক পেয়ার অপটিক্যাল ফাইবার লীজ প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়াও জুন' ২০১৩ সালে "Digital Bangladesh" বিনির্মাণে Fiber@home এবং Summit Communication Ltd. নামক দুইটি ঘন্ট (NSP (Network Service Provider) কে ১৫(পনের) বছরের জন্য লীজ প্রদান করা হয়েছে।

১৫.৯.৬.২ National Load Dispatch Centre (NLDC)

দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সঞ্চালন নেটওয়ার্ককে কারিগরী এবং অর্থনৈতিকভাবে অধিকতর দক্ষ উপায়ে পরিচালনা এবং একইসাথে বিদ্যুৎ চাহিদা এবং উৎপাদনের মাঝে সমন্বয় সাধনের নিমিত্তে পিজিসিবি ঢাকার আফতাবনগরে আধুনিক কম্পিউটার ভিত্তিক National Load Dispatch Centre (NLDC) স্থাপন করেছে। NLDC এর আওতায় ঢাকার আফতাবনগর ও বিদ্যুৎ ভবনে দুটি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র রয়েছে।

সম্প্রতি NLDC ৪০০০ কিঃমিঃ এর অধিক অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করে অত্যাধুনিক ডিজিটাল কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে যেটা সকল বিদ্যুৎ স্থাপনাগুলোকে জাতীয় গ্রীডে সংযুক্ত করেছে। ওভার হাই ভোল্টেজ সঞ্চালন লাইন স্থাপন সম্বন্ধে কমিউনিকেশন নেটওয়ার্কটি অনেক নিরাপদ। অত্যন্ত দ্রুত এবং উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ডাটা ট্রান্সমিশন ইকুইপমেন্ট (STM-১, STM-৪) এবং পাওয়ার নেটওয়ার্ক এ যোগাযোগের জন্য টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপন (যা SCADA নিয়ন্ত্রণ এবং ডাটা মনিটরিং করে) এবং লোড ডিসপ্যাচ সেন্টার ও ফিল্ডে পাওয়ার সিস্টেম নেটওয়ার্ক অপারেটরদের জন্য নির্ভরযোগ্য হট লাইন টেলিফোন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এখন অপারেটররা খুব সহজে যেকোন স্থাপনার সাথে তাৎক্ষণিকভাবে যোগাযোগ করতে পারে।

বর্তমানে লোড ডিসপ্যাচাররা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপারে এবং ট্রান্সফরমার, ট্রান্সমিশন লাইন ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির মেইনটেন্যান্স এর ক্ষেত্রে অত্যন্ত দ্রুত সিদ্ধান্ত দিতে পারে। এভাবে তারা সময় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সময় সংরক্ষণ এবং রাজস্ব ক্ষতি কমাতে সক্ষম হয়েছে। উল্লেখিত NLDC এর মাধ্যমে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে:

১. স্ট্যান্ডার্ড, মেজারম্যান্ট ও এলার্ম এর ক্ষেত্রে পাওয়ার নেটওয়ার্ক উপাদান যেমনঃ ট্রান্সমিশন লাইন, ট্রান্সফরমার, সার্কিট ব্রেকার, আইসোলেটর এবং জেনারেটরের অন-লাইন নিয়ন্ত্রণ সুবিধা।
২. NLDC হতে কম্পিউটারের মাধ্যমে ৩৩ কেভি ইনকামিং ট্রান্সফরমার, ১৩২ কেভি এবং তার উপরের ভোল্টেজ লেভেলের সার্কিট ব্রেকার, ট্রান্সফরমার ট্যাপচেঞ্জার এবং কিছু নির্বাচিত ৩৩ কেভি ডিস্ট্রিবিউশন ফিডার রিমোটলি নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে।
৩. পরিকল্পনা, উৎপাদন ও বিশ্লেষণ রিপোর্ট সংরক্ষণ সুবিধা।
৪. পিজিসিবি ও অন্যান্য ইউটিলিটির সকল স্থাপনার বিদ্যুৎ অপারেটরদের ব্যবহার এর জন্য অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করে অত্যন্ত দ্রুত, নিরাপদ ডিজিটাল কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছে।
৫. উপরিউক্ত সুবিধাবলীর জন্য পর্যবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে আরও স্মার্ট পন্থায় পাওয়ার নেটওয়ার্ক পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে। এভাবে আউটেজ টাইম, ফ্রিকোয়েন্সি ফ্লাকচুয়েশন, ভোল্টেজ ফ্লাকচুয়েশন, বৈদ্যুতিক ফ্লাকমানো সম্ভব হচ্ছে।
৬. এভাবে ফ্রিকোয়েন্সি ও ভোল্টেজ উভয় ক্ষেত্রে পাওয়ার নেটওয়ার্কের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
৭. NLDC, SCADA /EMS সিস্টেম এ বিভিন্ন এনার্জি ব্যবস্থাপনা ফাংশনের আধুনিক EMS সফটওয়্যার সুবিধা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

SCADA বিভাগ ইতোমধ্যে প্রায় ৪৭টি নতুন উৎপাদিত ইউনিট, ২৮টি নতুন ১৩২ কেভি ও ২৩০ কেভি লাইন, ২টি নতুন সাবস্টেশন ইত্যাদিকে NLDC মাস্টার স্টেশন প্রান্তে একত্রিত করেছে। এমনকি NLDC এর সাথে বিভিন্ন ভেভারদের RTU ও SAS একত্রিত করা হয়েছে। বর্তমানে প্রায় সকল পাওয়ার স্টেশন এবং সাবস্টেশন NLDC সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত রয়েছে। টেলিকমিউনিকেশন সার্কেলের সঙ্গে সমন্বয় সাধনের মধ্য দিয়ে পিজিসিবি SCADA নিয়ন্ত্রিত ৩৩ কেভি ফিডারের সংখ্যা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা করেছে। ফলে একই ফিডারের বারবার অপারেশন এড়ানো সম্ভবপর হবে।

রুরাল পাওয়ার কোম্পানী (আরপিসিএল) লিমিটেড

পরিচিতি

রুরাল পাওয়ার কোম্পানী লিঃ দেশের বিরাজমান বিদ্যুৎ সংকট উত্তরণের লক্ষ্যে ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৪ইং একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে নিবন্ধিত হয়। প্রাথমিকভাবে পল্লীবিদ্যুতায়ন বোর্ড এবং উদ্যোক্তা ৫ (পাঁচ) টি পল্লীবিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) এর অংশী-দারিত্ব থাকলেও পরবর্তীতে আরো ৭ (সাত) টি পবিস এর অংশীদারিত্ব লাভ করে। আরপিসিএল বর্তমানে ময়মনসিংহ ২১০ মেঃওঃ কনস্ট্রাক্ট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, গাজীপুর ৫২ মেঃওঃ ডুয়েল-ফুয়েল এবং রাউজান ২৫ মেঃওঃ ডুয়েল-ফুয়েল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মাধ্যমে ২৮৭ মেঃওঃ বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করে আসছে। ২০০৯ সালে আরপিসিএল কর্তৃক গাজীপুর ৫২ মেঃওঃ ডুয়েল ফুয়েল বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং ২০১০ সালে রাউজান ২৫ মেঃওঃ ডুয়েল ফুয়েল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে নতুন ৩ (তিন) টি পবিস অর্ন্তভুক্ত হয়।

১৫.১০.১ উন্নয়ন কর্মকান্ড

২০০৯ সালে সরকারের বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির কর্মসূচীর অংশ হিসাবে আরপিসিএল ৩ টি প্রকল্প হাতে নেয় এবং ২০১৩ সালের মধ্যে তিনটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। নিম্নে প্রকল্প সমূহের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হল:

প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নাধীন	ক্যাপাসিটি	প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকা)	অর্থায়ন
ময়মনসিংহ ২১০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস বুস্টার কন্সট্রেকশন স্থাপন	৩০/০৩/২০১০ হতে ০১/০৩/২০১১ পর্যন্ত	২ এসএমএস সিএফ	৪১.৯০	আরপিসিএল এর নিজস্ব অর্থায়ন
গাজীপুর ৫২ মেঃওঃ ডুয়েল ফুয়েল (HFO/Gas) বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কড্ডা, গাজীপুর	২৪/০৮/২০১০ হতে ০৭/০৭/২০১২ পর্যন্ত	৫২.১১২ মেঃওঃ	৩৩৭.১৯	আরপিসিএল এর নিজস্ব অর্থায়ন ও স্থানীয় ব্যাংক ঋণ
রাউজান ২৫ মেঃওঃ ডুয়েল ফুয়েল (HFO/Gas) বিদ্যুৎ কেন্দ্র, নোয়াপাড়া, রাউজান, চট্টগ্রাম	২৫/০৩/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১২ পর্যন্ত	২৫.৫০ মেঃওঃ	২০৭.৩৬	আরপিসিএল এর নিজস্ব অর্থায়ন ও স্থানীয় ব্যাংক ঋণ

ছক-৫৫ : প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি

১৫.১০.২ যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প

সরকার কর্তৃক বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির কর্মসূচীর আওতায় বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং Energy Fund Holdings Bahrain International Ltd. এর সাথে যথাক্রমে বিপিডিবি-আরপিসিএল পাওয়ারজেন লিঃ এবং Rural Energy Holdings Ltd. (REHL) নামে দুইটি পৃথক JV Company গঠন করেছে। এই দুটি JV Company এর মাধ্যমে গাজীপুরের কডডায় দুইটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নাধীন	ক্যাপাসিটি	প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকা)	অর্থায়ন	মন্তব্য
কড্ডা ১৫০ মেঃওঃ ডুয়েল ফুয়েল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কড্ডা, গাজীপুর	২০১৩ইং হতে ২০১৫ইং	১৫০ মেঃওঃ	১২০০	বিপিডিবি-আরপিসিএল ১৫% এবং অবশিষ্ট ৮৫% Exim Bank China Buyers Credit এর আওতায়	প্রকল্পটি বিপিডিবি-আরপিসিএল পাওয়ারজেন লিঃ এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের অগ্রগতি ৩৬% বিপিডিবি শেয়ার - ৫০% আরপিসিএল শেয়ার - ৫০%
২২৫ মেঃওঃ গ্যাস ভিত্তিক কনস্ট্রাক্ট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কড্ডা, গাজীপুর	২০১৩ইং হতে ২০১৫ইং	২২৫ মেঃওঃ	১৮০০	REHL এবং Buyers Credit এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে।	প্রকল্পটি Rural Energy Holdings Ltd. PPA এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। ট্যারিফ অনুমোদন হয়েছে। গ্যাস সরবরাহের সম্মতি পাওয়া গেলে চচঅ স্বাক্ষর পূর্বক Vendor Agreement করা হবে। আরপিসিএল শেয়ার-৪৫% EFH শেয়ার-৫৫%

ছক-৫৬ : বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ

১৫.১০.৩ ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড

১। গত ১২/১০/২০১৪ ইং তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আরপিসিএল এর চট্টগ্রামস্থ রাউজান ২৫ মেঃওঃ ডুয়েল-ফুয়েল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির বানিজ্যিক উৎপাদনের তারিখ ১০/০৫/২০১৪।

২। ময়মনসিংহ ২১০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের GT Unit #৩ এর মেজর মেইনটিন্যান্স গত ০৪/০২/২০১৪ ইং শুরু হয়ে ২৫/০২/২০১৪ ইং তারিখে সমাপ্ত হয়।

১৫.১০.৪ আরপিসিএল এর চলমান কার্যক্রম

কড্ডা ১৫০ মেগাওয়াট ডুয়েল ফুয়েল (গ্যাস/এইচএফও) বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলমান আছে।

১৫.১০.৫ ভবিষ্যত চ্যালেঞ্জ

- আরপিসিএল এর গাজীপুর ৫২ মেঃওঃ ডুয়েল-ফুয়েল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে জ্বালানী তেল পরিবহনের জন্য নৌপথে নাব্যতা না থাকায় এবং ক্যাপিটাল ড্রেজিং প্রকল্প বাস্তবায়ন না হওয়ায় শুধুমাত্র সড়কপথে জ্বালানী তেল পরিবহন করা হচ্ছে। প্ল্যান্টটি পূর্ণ ক্ষমতায় চালানোর জন্য দৈনিক প্রায় ২৫০ টন ফার্নেস অয়েল প্রয়োজন। সড়কপথে এই বিপুল জ্বালানী তেল পরিবহন করে প্ল্যান্ট চালানো আরপিসিএল এর জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।
- চট্টগ্রামের নোয়াপাড়ায় অবস্থিত রাউজান ২৫ মেঃওঃ ডুয়েল-ফুয়েল বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির জ্বালানী তেল ও কোন বিকল্প পথ না থাকায় সড়কপথে পরিবহন করা হচ্ছে।
- ময়মনসিংহ ২১০ মেঃওঃ কয়লাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি পূর্ণ ক্ষমতায় চালানোর জন্য দৈনিক প্রায় ৩৮ এসএমসিএফ গ্যাস প্রয়োজন হলেও বর্তমানে ২১/২২ এমএসসিএফ গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে যার মাধ্যমে প্ল্যান্টটি পূর্ণ ক্ষমতায় চালানো সম্ভব হচ্ছে না।
- সরকারের দীর্ঘমেয়াদী বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির কর্মসূচীর অংশ হিসেবে আরপিসিএল এর জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে ২৭৩০ মেঃওঃ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হলেও কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাস্তবায়নের জন্য কয়লা সোর্সিং, পরিবহন ও বন্দর সুবিধা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

১৫.১০.৬ ভবিষ্যত পরিকল্পনা

বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে রুরাল পাওয়ার কোম্পানী লিঃ এর জন্য বিভিন্ন ধরনের জ্বালানী ভিত্তিক মোট ২৭৩০ মেঃওঃ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয়। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্র সমূহ ২০১৪-২০৩০ সালের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে। বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা এবং বর্তমান অবস্থা নিম্নের ছকে দেখানো হল:

প্রকল্পের নাম	অবস্থান	ক্ষমতা মেঃওঃ	জ্বালানী	বাস্তবায়ন পরিকল্পনা	বর্তমান অবস্থা
১৩২০ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	বরিশাল/বরগুনা/ চট্টগ্রাম	১৩২০ মেঃওঃ (২ ছ ৬৬০ মেঃওঃ)	কয়লা	২০১৪-২০২১	Feasibility Study সহ IEE, EIA, SIA Study সম্পন্নের লক্ষে consultant নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি কোন উপযুক্ত বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়ন করা হবে।
৩০০ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ	৩০০ মেঃওঃ	কয়লা	২০২২-২০৩০	Pre-Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে।
গাজীপুর ৪৫০	কড্ডা, গাজীপুর	৪৫০ মেঃওঃ	গ্যাস/	২০১৪-২০২১	Pre-Feasibility Study

বার্ষিক প্রতিবেদন
অর্থবছর ২০১৩-১৪

প্রকল্পের নাম	অবস্থান	কমতা মেঃওঃ	জ্বালানি	বাস্তবায়ন পরিকল্পনা	বর্তমান অবস্থা
মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র			এলএনজি	২০১৪-২০২১	সম্পন্ন হয়েছে। বরাদ্দব্যতিরেকে PDPP অনুমোদিত হয়েছে। অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান এবং গ্যাস সরবরাহের নিশ্চয়তা সাপেক্ষে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে। জমি বরাদ্দ আছে।
ময়মনসিংহ ৩৬০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	শঙ্কুগঞ্জ, ময়মনসিংহ	৩৬০ মেঃওঃ	গ্যাস/ এলএনজি	২০১৪-২০২১	Pre-Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে। বরাদ্দব্যতিরেকে PDPP অনুমোদিত হয়েছে। অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান এবং গ্যাস সরবরাহের নিশ্চয়তা সাপেক্ষে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে। জমি বরাদ্দ আছে। প্রকল্পের জন্য ময়মনসিংহ ২১০ মেঃওঃ কয়লাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংলগ্ন ১৬.৫ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে।
২০০ মেঃওঃ বায়ু ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	সুবিধাজনক কোন স্থানে	২০০ মেঃওঃ	বায়ু	২০১৪-২০২১ এ ১০০ মেঃওঃ এবং ২০২২-২০৩০ এ ১০০ মেঃওঃ	Pre-Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে। চায়নাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান Norinco International এর সাথে যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়নের জন্য প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
১০০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	সুবিধাজনক কোন স্থানে	১০০ মেঃওঃ	সৌর	২০১৪-২০২১ এ ৫০ মেঃওঃ এবং ২০২২-২০৩০ এ ৫০ মেঃওঃ	Pre-Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে। চায়নাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান Norinco International এর সাথে যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়নের জন্য প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

ছক-৫৭ : ২০১৪-২০৩০ সালের মধ্যে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্প



ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানী অব বাংলাদেশ (ইজিসিবি) লিমিটেড

পরিচিতি

বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ সেক্টর রিফর্ম এর অংশ হিসাবে প্রাথমিক পর্যায়ে তিনটি বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করার মাধ্যমে ইজিসিবি লিঃ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ তারিখ হতে এর কার্যক্রম শুরু করে। প্রকল্প তিনটির মধ্যে সিদ্ধিরগঞ্জ ২৯১২০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ০৫/০২/২০১১ তারিখ হতে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু করে এবং হরিপুর ৪১২ মেঃওঃ সিসিপিপি ০৬/০৪/২০১৪ ইং তারিখ হতে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু করে। এছাড়া সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ সিসিপিপি নির্মাণ প্রকল্পের কাজ চলমান আছে। চলমান প্রকল্পের সর্বশেষ বাস্তবায়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী জুলাই ২০১৫ সাল নাগাদ গ্যাস টারবাইন এবং মার্চ ২০১৬ সাল নাগাদ কন্সট্রাক্ট সাইকেল এর নির্মাণ কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায়। রাজধানী ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ শিল্প এলাকাসহ দেশের সার্বিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ঘাটতি পূরণ করা এবং বিদ্যুৎ ব্যবস্থার গুণগত মান উন্নয়ন, দেশের সার্বিক বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণ, লো-ভোল্টেজ সমস্যা দূরীকরণ, কারিগরী লস কমানো, অধিক সংখ্যক লোককে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার আওতায় আনা এবং দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনয়ন ও মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে এই তিনটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। বর্তমানে সর্বমোট উৎপাদন ক্ষমতা ৬২২ মেঃওঃ এবং আরো ৩৩৫ মেঃওঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।

১৫.১১.১ ইজিসিবি'র ভিশন ও মিশন

ভিশন: জাতীয় উন্নয়নে মানসম্মত বিদ্যুৎ উৎপাদন।

মিশন: ভোক্তাদের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে পরিবেশ বান্ধব, দক্ষ, সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য এবং বাণিজ্যিক উপায়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা।

১৫.১১.২ জনবল কাঠামো

অনুমোদিত পদ ও কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা

ক্রমিক নং	পদবী	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শূন্য পদ
০১.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	১	১	০
০২.	নির্বাহী পরিচালক(অর্থ/প্রকৌশল)	২	২	০
০৩.	প্রধান প্রকৌশলী/মহাব্যবস্থাপক	৪	১	৩
০৪.	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/ উপ-মহাব্যবস্থাপক	৯	৯	০
০৫.	নির্বাহী প্রকৌশলী/ব্যবস্থাপক	৩৩	২৫	৮
০৬.	উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী/উপ-ব্যবস্থাপক	৪৮	২১	২৭
০৭.	সহকারী প্রকৌশলী/সহকারী ব্যবস্থাপক/কেমিষ্ট	৬৭	৫৯	৮
০৮.	উপ-সহকারী প্রকৌশলী/জুনিয়র সহকারী ব্যবস্থাপক	৫৫	৩০	২৫
০৯.	৩য় শ্রেণীর কর্মচারী	১৫৬	৯৪	৬২
১০.	৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী	১১২	৭২	৪০
	মোট	৪৮৭	৩১৪	১৭৩

ছক-৫৮ : জনবল কাঠামো

১৫.১১.৬ ২০১৩-২০১৪ সালে ইজিসিবি লিঃ এর উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

০৬ এপ্রিল ২০১৪ ইং তারিখে ইজিসিবি লিঃ-এর আওতায় হরিপুর ৪১২ মেঃওঃ কন্সট্রাক্ট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন শুরু করে।

১৫.১১.৬.১ এক বছরের উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৪/০৮/২০১৩ তারিখে হরিপুর ৪১২ মেঃওঃ কন্সট্রাক্ট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ও সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ কন্সট্রাক্ট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১৬/০৯/২০১৩ তারিখে হরিপুর ৪১২ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র এর জন্য ইজিসিবি এবং বিপিডিবি এর মধ্যে Provisional Power Purchase Agreement স্বাক্ষরিত হয়। হরিপুর ৪১২ মেঃওঃ কন্সট্রাক্ট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে ০৬/০৪/২০১৪ তারিখে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন শুরু হয় এবং কন্সট্রাক্ট সাইকেল সর্বোচ্চ 470MW load পর্যন্ত জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হয়।

১৫.১১.৬.২ জুন ২০১৪ পর্যন্ত অগ্রগতি

সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ প্রকল্পের Owner's Engineer হিসেবে ১৮/১২/২০১৩ তারিখে Fichtner GmbH & Co. KG, Germany এবং ইজিসিবি'র সাথে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়। প্রকল্পের সার্ভিস পাইল স্থাপনের কাজ ২৬/০৪/২০১৪



তারিখ হতে শুরু হয় এবং ৬৮৩ টি এর মধ্যে ৩০/০৬/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত মোট ৩৯৬ টি চরম্বন স্থাপন সম্পন্ন হয়। এছাড়া প্রকল্পের সকল Major Equipment সমূহ প্রকল্প সাইটে এসে পৌছায়।

১৫.১১.৬.৩ ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত অগ্রগতি

গত ২৩/১২/২০১৪ তারিখে সার্ভিস পাইল এর কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে Admin Building এরিয়াতে Pile Head Breaking এর কাজ চলছে। Gas Turbine (GT) ০১/১০/২০১৪ তারিখে এবং Gas Turbine Generator (GTG) ০২/১০/২০১৪ তারিখে Pedestal এ স্থাপন করা হয়েছে। গত ১০/১২/২০১৪ তারিখে Gas Turbine Generator এর মধ্যে rotor স্থাপন করা হয়েছে। GT Main & Aux Transformer ও Electrical & Control Room building এরিয়ায় Cable rack installation এর কাজ চলছে। HRSG Intel Duct Left and Right স্থাপনের কাজ চলছে। GT Lube Oil Pipe Line স্থাপনের কাজ চলছে।

১৫.১১.৭ ইজিসিবি'র চলমান প্রকল্প

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেঃওঃ)	জ্বালানির ধরন	চাপুর তারিখ	অর্থায়নের উৎস	মন্তব্য
০১	হরিপুর ৪১২ মেঃওঃ কন্সট্রাক্ট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প	০৯/০২/২০১১	৪১২	প্রাকৃতিক গ্যাস	০৬ এপ্রিল, ২০১৪ (ঈউ করা হয়েছে)	জাইকা ও জিওবি	বর্তমানে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদনে আছে এবং বিভিন্ন অংশের চহপয চড়রহঃ এর কাজ চলছে। প্রকল্পটি জুন ২০১৫ সালে সম্পন্ন হবে।
০২	সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃ ওঃ কন্সট্রাক্ট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প	২৮/০৫/২০১২	৩৩৫	প্রাকৃতিক গ্যাস	সিম্পল সাইকেল/ জুলাই ২০১৫ এবং কন্সট্রাক্ট সাইকেল/ মার্চ ২০১৬ (প্রত্যাশিত)		

ছক-৫৯ : ইজিসিবি'র চলমান প্রকল্প

১৫.১১.৮ ভবিষ্যৎ কার্যক্রম

এছাড়া ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনার অংশ হিসাবে মুন্সীগঞ্জ জেলায় ২২৫ মেঃওঃ কন্সট্রাক্ট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প এবং ৫০-১০০ মেঃওঃ সোলার বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের দক্ষিণাঞ্চল জেলায় (ফেনী ও নোয়াখালী) সৌর ও বায়ু চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এর জন্য স্থান নির্বাচনের কাজ চলমান আছে। সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় কক্সবাজার জেলার পেকুয়া উপজেলার উজানটিয়া ইউনিয়নের করিয়ার দিয়ার মৌজায় ২টি ৬০০ মেঃওঃ ক্ষমতা সম্পন্ন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে Departmental Pre-feasibility Study সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত Report এর উপর ভিত্তি করে জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরণ করা হয় এবং বিদ্যুৎ বিভাগ থেকে ১৫৬০ একর ভূমি অধিগ্রহণের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। এ প্রকল্পের জন্য Initial Environmental Study এবং Pre-Feasibility Study সম্পন্ন করার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া LNG Based, বায়ু চালিত এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানী ও মিউনিসিপ্যাল ওয়েস্ট এবং সুরারাজ ওয়েস্ট হতে প্রাপ্ত বায়োগ্যাস ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

সমস্যা: গ্যাস স্বল্পতার কারণে (পরিমাণে এবং চাপে) সিদ্ধিরগঞ্জ ২x১২০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প্লান্ট এর ২টি ইউনিট একত্রে চালানো সম্ভব হয়না এবং গ্যাস সাপ্লাই এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরের প্রক্রিয়ায় আছে।

সুপারিশ: বিদ্যুৎ কেন্দ্র সমূহে সঠিক চাপে গ্যাস সরবরাহ করার লক্ষ্যে তিতাস গ্যাস টিএন্ডডি কোং লিঃ এর সাথে গ্যাস সাপ্লাই এগ্রিমেন্ট এর কাজ ত্বরান্বিত করা।

আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিমিটেড

পরিচিতি

বাংলাদেশ সরকারের পাওয়ার সেক্টর সংস্কার কর্মসূচির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্র কমপ্লেক্সকে কোম্পানী এ্যাক্ট ১৯৯৪ অনুযায়ী কোম্পানীতে রূপান্তর করা হয় এবং আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ ২৮ জুন ২০০০ তারিখ নিবন্ধনভুক্ত হয়। নিবন্ধন নং- সি-৪০৬৩০ (২৩২৮)/২০০০। মে ২০০৩ তারিখে একটি প্রাতিশ্রুতি ভেঙার্স এগ্রিমেন্ট এর মাধ্যমে আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্র কমপ্লেক্স-এর সমস্ত সম্পদ ও দায়-দেনা কোম্পানীর নিকট হস্তান্তর করা হয়। কোম্পানী কার্যক্রম ১লা জুন ২০০৩ তারিখ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়।

১৯৬৬ সালে আশুগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। এ লক্ষ্যে মেঘনা রেলওয়ে ব্রীজের উত্তর-পূর্বে প্রায় ৩১১ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়। তৎকালীন জার্মান সরকারের আর্থিক সহায়তায় ১২৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন দুইটি ইউনিট (ইউনিট ১ ও ২) এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়। ১৯৬৮ সালে প্রধান প্রধান ইকুইপমেন্ট স্থাপনের কাজ শুরু হয় এবং ১৯৭০ সালের এপ্রিল/জুলাই মাসে ইউনিট দুটি চালু হয়। স্বাধীনতা অর্জনের পর যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্নির্মাণে ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক খাতে পরিবর্তন আসা শুরু করে। ক্রমবর্ধমানভাবে বাড়তে থাকে বিদ্যুতের চাহিদা। বাড়তি চাহিদা মেটানোর জন্য আশুগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। আশুগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্প্রসারণের সম্ভাব্যতা যাচাই শেষে প্রতিটি ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন তিনটি ইউনিট স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

আইডিএ, কেএফডব্লিউ (জার্মান সরকার), কুয়েত ও ওপেক ফান্ড এবং এডিবি'র আর্থিক সহায়তায় ১৯৮৬ হতে ১৯৮৮ সালের মধ্যে আশুগঞ্জ ৩, ৪ ও ৫ নম্বর ইউনিট নির্মিত হয়। ব্রিটিশ আর্থিক সহায়তায় ১৯৮২ হতে ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ১৪৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি কনক্রিট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। ১৯৮৮ সালে আশুগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মোট স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	ইউনিট নং	স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)
১	ইউনিট-১	৬৪
২	ইউনিট-২	৬৪
৩	ইউনিট-৩	১৫০
৪	ইউনিট-৪	১৫০
৫	ইউনিট-৫	১৫০
৬	জিটি-১	৫৬
৭	জিটি-২	৫৬
৮	এসটি	৩৪
	সর্বমোট	৭২৪

১৯৮৯ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত আশুগঞ্জে আর কোন নতুন ইউনিট স্থাপিত হয়নি। জুন ২০০০ সাল পর্যন্ত আশুগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত হয়ে আসছিল। কোম্পানীতে রূপান্তরের পরে ২০১১ সালে কোম্পানীর উদ্যোগে ও নিজস্ব অর্থায়নে ৫৩ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি ইউনিট যুক্ত করা হয়।

১৫.১২.১ আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিমিটেড'র ভিশন ও মিশন

ভিশন

সবার জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহের সরকারের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে এপিএসসিএল-কে দেশের সর্ববৃহৎ বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা।

মিশন

দক্ষ ও কার্যকর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কোম্পানীর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে দেশের বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণ করা।

১৫.১২.২ উদ্দেশ্য

- ২০১৫ সালের মধ্যে কোম্পানীর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৬৭১ মেগাওয়াট থেকে ১৫০০ মেগাওয়াট-এ উন্নীত করণ।
- ২০১৫ সালের মধ্যে অক্সিলিয়ারী কম্পানিশন কমপক্ষে ৫% এ আনা।
- ২০১৫ সালের মধ্যে সঠিক পরিচালন ও সংরক্ষণের মাধ্যম প্র্যান্ট এর এভেল এবিলাটি ৯০% এ উন্নীত করণ।
- ২০১৬ সালের মধ্যে নিরাপদ পরিচালনার মাধ্যমে দুর্ঘটনার মাত্রা শূণ্যের কোঠায় নামিয়ে আনা।
- ২০১৫ সালের মধ্যে উদ্বৃত্ত, অব্যবহার্য ও অপ্রয়োজনীয় মালামাল সনাক্ত ও অপসারণ করা।
- মানব সম্পদের উন্নয়নের অংশ হিসেবে প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

১৫.১২.৩ জনবল কাঠামো

ক্রমিক নং	পদবী	সংখ্যা
০১	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	০১
০২	নির্বাহী পরিচালক	০৩
০৩	১ম শ্রেণীর কর্মকতা	১০৭
০৪	২য় শ্রেণীর কর্মকতা	৬৩
০৫	কর্মচারী	৩৮৬
০৬	চুক্তিভিত্তিক	০৮
০৭	কাজ নাই মজুরী নাই	৫৯
	সর্বমোট	৬২৭

ছক-৬০: জনবল কাঠামো

১৫.১২.৪ ২০১৩-১৪ অর্থবছরের উল্লিখযোগ্য অর্জনসমূহ

আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ এর বিদ্যমান বিদ্যুৎ উৎপাদন ইউনিটসমূহ থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে আসছে। বিদ্যমান বিদ্যুৎ উৎপাদন ইউনিটসমূহ থেকে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে মোট ৩,৭০৮,৯৩৯,৯৯৪.০০ কিলোওয়াট-ঘন্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ করেছে এবং এই অর্থ বছরে মোট রেভিনিউ ৭,২৪৫,৩২৩,২০৭.০০ টাকা এবং নীট আয় ৬৮১,১৭৯,৯৫৫.০০ টাকা।

এছাড়া আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ কোম্পানীর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত ৪টি প্রকল্প হাতে নিয়েছেঃ

- ১। আশুগঞ্জ ২২৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি
- ২। আশুগঞ্জ ৪৫০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (সাউথ)
- ৩। আশুগঞ্জ ৪৫০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (নর্থ)
- ৪। আশুগঞ্জ ২০০ মেগাওয়াট মডিউলার পাওয়ার প্র্যান্ট

১৫.১২.৫ এপিএসসিএল এর চলমান প্রকল্পসমূহ

প্রকল্প বাস্তবায়নে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য অর্জন নিরূপণ:

প্রকল্পের নাম	উল্লেখযোগ্য অর্জন
আশুগঞ্জ ২২৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি	<ul style="list-style-type: none"> প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৫২.৩৪% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮৫.২৭%। Gas Turbine, Gas Generator এবং GTG Transformer এর Unloading এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং এধং Gas Generator ফাউন্ডেশনের উপর বসানো হয়েছে। Fuel Gas Supply System এর Erection এর কাজ এবং WTB Building এর সকল Concreting শেষ হয়েছে।
আশুগঞ্জ ৪৫০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (সাউথ)	<ul style="list-style-type: none"> প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৪৩% এবং ভৌত অগ্রগতি ৫৮%। Turbine Building, Warehouse এবং Service Water Tank এর Foundation কাজ সম্পন্ন হয়েছে। Access Control Building এর Structure এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
আশুগঞ্জ ৪৫০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (নর্থ)	<ul style="list-style-type: none"> ১/১২/২০১৩ ইং তারিখে প্রকল্পের ইপিপি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ০২/০৪/২০১৪ তারিখে প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৬.৬১% এবং ভৌত অগ্রগতি ৭.৩০%।
আশুগঞ্জ ২০০ মেগাওয়াট মডিউলার পাওয়ার প্র্যান্ট	<ul style="list-style-type: none"> প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৪৬.২৫% এবং ভৌত অগ্রগতি ৩২%। ইঞ্জিন ফাউন্ডেশনের কাজ শেষ হয়েছে।

গত ১লা ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে বর্তমান সরকারের মাননীয় বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী প্রকল্পগুলোর বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন।

ছক-৬১: এপিএসসিএল এর চলমান প্রকল্পসমূহ



১৫.১২.৬ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সরকারের ভিশন ২০২০ এর বিদ্যুৎ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে প্রথমিক জ্বালানী হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর নির্ভরশীলতা কমানোর উদ্দেশ্যে আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ ২০২০ সালের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য নিম্নলিখিত ৪টি প্রকল্প হাতে নিয়েছে :

- ❖ আশুগঞ্জ ৪০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (পূর্ব)
- ❖ ৬০০x২ মেগাওয়াট দিনাজপুর তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র
- ❖ ৬৬০x২ মেগাওয়াট সুপার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট
- ❖ আশুগঞ্জ ২২৫ মেগাওয়াট মেগাওয়াট সিসিপিপি (পশ্চিম)

এছাড়া কোম্পানীর মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২০২০ সালের মধ্যে ৩৫০০ মেগাওয়াট, ২০২৫ সালের মধ্যে ৬০০০ মেগাওয়াট এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৮০০০ মেগাওয়াট এ উন্নিত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

১৫.১২.৭ উল্লেখযোগ্য সমস্যা ও সুপারিশ

সমস্যা:

- ❖ কোম্পানীর ভবিষ্যৎ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত জমি ও অর্থের সংস্থান করা।
- ❖ স্থাপিত ও ভবিষ্যতে স্থাপিতব্য আধুনিক ও জ্বালানী দক্ষ সকল বিদ্যুৎ ইউনিট সমূহের সুষ্ঠু পরিচালন ও সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত
- ❖ পরিমানে দক্ষ কারিগরী লোকবল গঠন করা।

সুপারিশ:

- ❖ নতুন ভূমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমির সংস্থান করা এবং বৈদেশিক সহায়তার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা।
- ❖ দক্ষ কারিগরী লোকবল গঠনের জন্য বাস্তবসম্মত ও কার্যকর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড

পরিচিতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত বিদ্যুৎ খাত সংস্কার নীতিমালার আওতায় দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণ ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে গত ২৮/০৮/২০০৭ ইং তারিখে কোম্পানী আইন - ১৯৯৪ অনুযায়ী পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড গঠিত ও নিবন্ধিত হয়। কোম্পানী গঠনের পর সিরাজগঞ্জ ১৫০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণ প্রকল্প ও খুলনা ১৫০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণ প্রকল্প নিয়ে এর প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে কোম্পানীর আওতায় ভেড়ামারা ৩৬০ মেঃওঃ কনক্রিট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়। উল্লেখ্য, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)র অর্থায়নে সিরাজগঞ্জ ও খুলনা প্রকল্প দুটি নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রায় মান নিয়ন্ত্রণ করে সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। বর্তমানে এ কোম্পানী যেকোন ধরনের প্রাথমিক জ্বালানি ব্যবহার করে যেকোন ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করতে সক্ষম। এ কোম্পানী গত ০৩ নভেম্বর, ২০১২ তারিখ হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করে। জুন-২০১৪ পর্যন্ত নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেডের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৩৭৫ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। কোম্পানীর চেয়ারম্যান তথা বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব মহোদয় এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সুযোগ্য নেতৃত্বে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিরলস ও নিরন্তর পরিশ্রমের ফলে কোম্পানীর ঈর্ষিত সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এছাড়া, বর্তমান সরকার ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ (Vision-2021) এর সাথে সঙ্গতি রেখে এ কোম্পানী তার নিজস্ব গতিধারায় বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাস্তবায়ন ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে এগিয়ে চলছে।

১৫.১৩.১ নওপাজেকো'র ভিশন

- নির্ভরযোগ্য এবং উজ্জ্বল ভাবমূর্তিসহ উদীয়মান বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থা হিসেবে বিকাশ লাভ করা।

১৫.১৩.২ নওপাজেকো'র মিশন

- উদ্ভাবনী এবং প্রযুক্তি-সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়া।
- এমন একটি আকর্ষণীয় নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়া যেখানে কর্মকর্তা/কর্মচারীরা কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা ও নৈপুণ্যের উৎকর্ষ সাধন করতে পারে।
- স্ট্যাকহোল্ডারদের আস্থাভাজন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়া।
- সেবা, গুণগত মান, নির্ভরযোগ্যতা, নিরাপত্তা এবং কাস্টমার পরিচর্যার মাধ্যমে সমৃদ্ধ সংস্থায় পরিণত হওয়া।
- বিদ্যুৎ উৎপাদনের জগতে উদ্ভাবনী, টেকসই এবং প্রকৌশল ও কাস্টমার কেন্দ্রিক সমস্যা সমাধানে স্বীকৃত নেতৃত্ব প্রদান করা।
- “আমার কোম্পানী” না হয়ে “আমাদের কোম্পানী”-তে পরিণত হওয়া।

১৫.১৩.৩ নওপাজেকো'র জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো

নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড-এ একদল উদ্যমী তরুণ ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তা/কর্মচারী আছেন যারা অদ্যাবধি প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি ও উন্নতিতে মূল ভূমিকা পালন করে আসছেন। জুন, ২০১৪ পর্যন্ত কোম্পানীর মোট অনুমোদিত জনবল ৪৭৭ জন। অনুমোদিত ৪৭৭ জন জনবলের বিপরীতে বর্তমানে ৩১৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত রয়েছে। অনুমোদিত জনবল কাঠামো অনুযায়ী কোম্পানীতে ১০০ জন ১ম শ্রেণীর ও ৩২ জন ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা এবং ১৮৪ জন ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী রয়েছে। জুন, ২০১৪ পর্যন্ত নওপাজেকো'র আওতায় কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা নিরূপণ:

ক্র.নং	পদের নাম	সেট-আপ	কর্মরত	শূণ্য
১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা				
০১	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	১	১	০
০২	নিবাহী পরিচালক (প্রকৌশল/অর্থ)	২	২	০
০৩	প্রধান প্রকৌশলী	৩	২	১
০৪	মহা-ব্যবস্থাপক (এইচআরডি এন্ড এডমিন)	১	০	১
০৫	কোম্পানী সচিব	১	১	০
০৬	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/ উপ-মহাব্যবস্থাপক	১২	৬	৬
০৭	নিবাহী প্রকৌশলী/ ব্যবস্থাপক	৩৩	১৫	১৮
০৮	উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী/ উপ-ব্যবস্থাপক	৪৬	৩১	১৫
০৯	সহকারী প্রকৌশলী/ সহকারী ব্যবস্থাপক/ মেডিকেল অফিসার	৬০	৪২	১৮

ক্র.নং	পদের নাম	সেট-আপ	কর্মরত	শূণ্য
২য় শ্রেণীর কর্মচারী				
১০	উপ-সহকারী প্রকৌশলী/ উপ-সহকারী ব্যবস্থাপক	৫৬	৩২	২৪
৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী				
	সর্বমোট	২৬২	১৮৪	৭৮
		৪৭৭	৩১৬	১৬১

ছক-৬২ : জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো

১৫.১৩.৪ উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

দেশে, বিশেষ করে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বিদ্যুৎ ঘাটতি মেটানো ও লো-ভোটে জ সমস্যা নিরসনকল্পে নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী প্রথম থেকেই নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। এ কোম্পানী কর্তৃক এ পর্যন্ত সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড নিরূপণ:

- ক) গত ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে সিরাজগঞ্জ ১৫০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প্লান্ট এবং গত ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে খুলনা ১৫০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প্লান্ট বাস্তবায়িত হয়েছে। এছাড়া, গত ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে সিরাজগঞ্জ ১৫০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প্লান্টকে ২২৫ মেঃওঃ কন্সাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উন্নীত করা হয়েছে।
- খ) গত ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে ভেড়ামারা কন্সাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট (৩৬০ মেঃওঃ) উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত মেসার্স মার্লবিনি কর্পোরেশন, জাপান এর সাথে গত ২০/০৩/২০১৪ ইং তারিখে ইপিপি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- গ) পটুয়াখালী জেলার অন্তর্গত পায়রা নদীর তীরে কয়লা-ভিত্তিক পায়রা ১৩২০ মেঃওঃ থারমাল পাওয়ার প্লান্ট প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য চীনের প্রতিষ্ঠান মেসার্স সিএমসি এবং নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানীর মধ্যে গত ০৯/০৬/২০১৪ ইং তারিখে চীনে Joint Venture Agreement স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও চীনের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পটি বাস্তবায়নকল্পে NWPGL, Bangladesh এবং CMC, China এর যৌথ উদ্যোগে গত ০১/১০/২০১৪ ইং তারিখে বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি স্বতন্ত্র কোম্পানি গঠন করা হয়।
- ঘ) খুলনায় ৭৫০-৮৫০ মেঃওঃ এলএনজি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কারিগরী ও বাণিজ্যিক বিষয়াদি পর্যালোচনা/পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে এবং পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারত সহ অন্যান্য উৎস হতে এলএনজি আমদানীর বিষয়ে আলোচনা চলমান।

১৫.১৩.৫ গত ১ (এক) বছরে বিদ্যুৎ খাতে নওপাজেকো'র উল্লেখযোগ্য অর্জন

গত ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে কোম্পানির আওতায় খুলনা ১৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নামে ১টি নতুন পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং গত বছরে বাস্তবায়িত সিরাজগঞ্জ ১৫০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে কন্সাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উন্নীত করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে, গত বছরে ২২৫ মেঃওঃ বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যুক্ত হয়েছে। গত বছরে চালুকৃত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের উৎপাদন ক্ষমতা, জ্বালানির ধরণ, চালুর তারিখ ইত্যাদি উল্লেখপূর্বক নিম্নের ছকে দেয়া হলো:

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	উৎপাদন ক্ষমতা (মেঃওঃ)	জ্বালানির ধরণ	চালুর তারিখ (COD)
১)	খুলনা ১৫০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প্লান্ট	১৫৮	এইচএসডি/গ্যাস	২৩/০৯/২০১৩
২)	আপগ্রেডেশন অব সিরাজগঞ্জ ১৫০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প্লান্ট টু ২২৫ মেঃওঃ কন্সাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট	৭৪	গ্যাস টারবাইন হতে নিগত ফ্লু গ্যাস	২৪/০৬/২০১৪

ছক-৫২ : গত ১ (এক) বছরে বিদ্যুৎ খাতে নওপাজেকো'র উল্লেখযোগ্য অর্জন

১৫.১৩.৬ নওপাজেকো'র চলমান প্রকল্পসমূহ

গত অর্থ-বছরে নওপাজেকো'র আওতায় ৩টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হলো:

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেঃওঃ)	জ্বালানির ধরণ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	অর্থায়নের উৎস
১)	আপগ্রেডেশন অব খুলনা ১৫০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প্লান্ট টু ২২৫ মেঃওঃ কন্সাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট প্রকল্প	১৭/১২/২০১৩	৭৮	ফ্লু গ্যাস	সেপ্টেম্বর, ২০১৫	এডিবি, জিওবি ও এনডব্লিউপিজিসি এল
২)	ভেড়ামারা কন্সাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট (৩৬০ মেঃওঃ) উন্নয়ন প্রকল্প	১৬/০৩/২০১৪	৪১৪	গ্যাস/ এইচএসডি	জানুয়ারী, ২০১৭	জাইকা ও জিওবি
৩)	সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেঃওঃ কন্সাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট (২য় ইউনিট - ডুয়েল ফুয়েল)	২০/০৩/২০১৪	২২৫	গ্যাস/ এইচএসডি	জিটি: ডিসেম্বর, ২০১৬ এসটি: জুন, ২০১৭	বিভারস ফাইনাল (ECA) এরেক্সার -SCB) ও এনডব্লিউপিজিসিএল

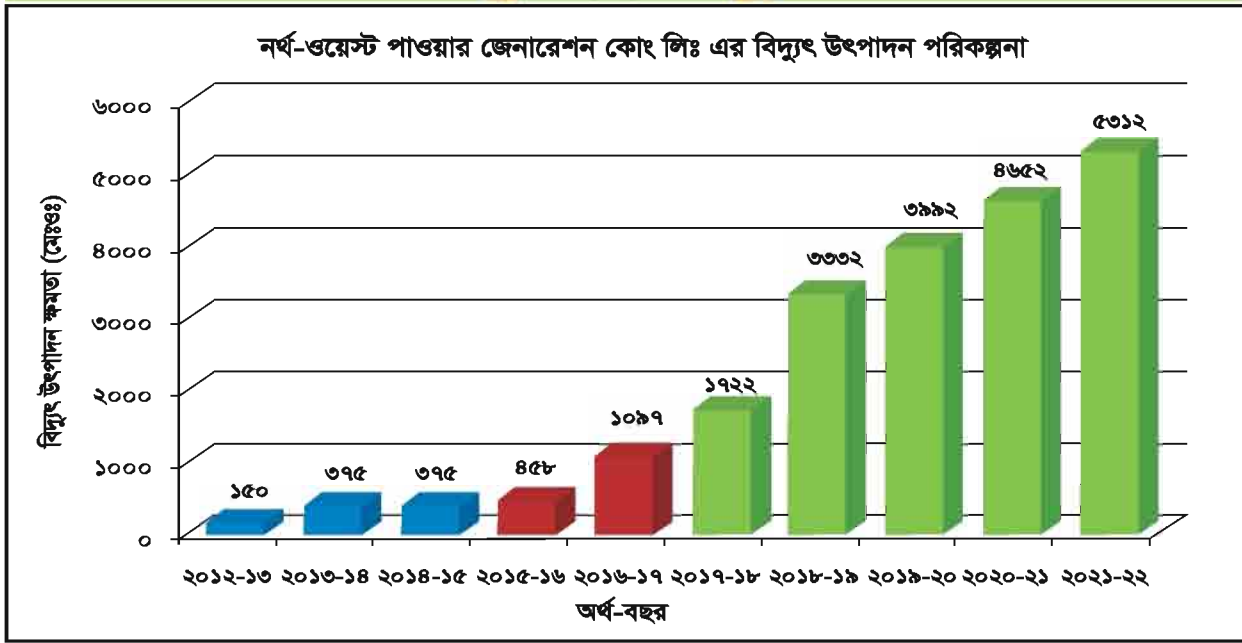
ছক-৬৩ : নওপাজেকো'র চলমান প্রকল্প

১৫.১৩.৭ কোম্পানীর ভবিষ্যৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা

সরকার ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদার সঙ্গে মোকাবেলা করার পাশাপাশি ২০২১ সালের মধ্যে সকলের জন্য বিদ্যুতের যোগান দেয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সেই মোতাবেক, কোম্পানী বিদ্যুৎ উৎপাদনের নিম্নোক্ত ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	স্থাপিতব্য ক্ষমতা (মেঃওঃ)	জ্বালানীর ধরন	সম্ভাব্য চাদুর তারিখ	বর্তমান অবস্থা
১)	পায়রা ১৩২০ মেঃওঃ থারমাল পাওয়ার প্লান্ট প্রকল্প	২x৬৬০	কয়লা	ডিসেম্বর, ২০১৮ (১ম ইউনিট) ডিসেম্বর, ২০১৯ (২য় ইউনিট)	বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পটি বাস্তবায়নকল্পে NWPGL, Bangladesh এবং CMC, China এর যৌথ উদ্যোগে গত ০১/১০/২০১৪ ইং তারিখে বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কোম্পানী প্রাইভেট লিঃনামে একটি স্বতন্ত্র কোম্পানি গঠন করা হয়। জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।
২)	খুলনা ৭৫০-৮৫০ মেঃওঃ ডুয়েল ফুয়েল (এলএনজি/এইচএসডি) কয়লাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট প্রকল্প	৮০০	এলএনজি/এইচএসডি	ডিসেম্বর, ২০১৮	বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কারিগরি ও বাণিজ্যিক বিষয়াদি পর্যালোচনা/পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে এবং পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারত সহ অন্যান্য উৎস হতে এলএনজি আমদানীর বিষয়ে আলোচনা চলমান।
৩)	সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেঃওঃ কয়লাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট প্রকল্প (৩য় ইউনিট -ডুয়েল ফুয়েল)	২২৫	গ্যাস/এইচএসডি	ডিসেম্বর, ২০১৭	গত ২৪/০৯/২০১৪ ইং তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগ হতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ কাজের নীতিগত অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে।
৪)	৪০০ মেঃওঃ (স্ট্রী১০%) ডুয়েল-ফুয়েল কয়লাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট প্রকল্প আন্ডার পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (সিরাজগঞ্জ ইউনিট-৪)	৪০০	গ্যাস/এইচএসডি	ডিসেম্বর, ২০১৭	প্রকল্পের দরপত্র (RFP) মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন।
৫)	বরগুনা/পটুয়াখালী ১৩২০ মেঃওঃ আন্ড্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লা ভিত্তিক থারমাল পাওয়ার প্লান্ট প্রকল্প (২য় ফেইজ)	২x৬৬০	কয়লা	ডিসেম্বর, ২০২০ (১ম ইউনিট) ডিসেম্বর, ২০২১ (২য় ইউনিট)	প্রকল্পের অর্থায়নের উৎস খোঁজা হচ্ছে।
৬)	সিরাজগঞ্জ ৫ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্প	৫	সোলার	ডিসেম্বর, ২০১৫	প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং জয়েন্ট ভ্যাঞ্চার কোম্পানী গঠন প্রক্রিয়াধীন।
৭)	সিরাজগঞ্জ ৫ মেঃওঃ সোলার পার্ক প্রকল্প	৫০	সোলার	মার্চ, ২০১৯	পরিকল্পনাধীন
৮)	কুয়াকাটা ৫০-১০০ মেঃওঃ বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্প	১০০	বায়ু	মার্চ, ২০১৯	পরিকল্পনাধীন

ছক-৬৪ : বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা



চিত্র-১৭ : বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা

১৫.১৩.৮ প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের সুপারিশসমূহ

চ্যালেঞ্জ	উত্তরণের সুপারিশ
১) পরিকল্পনা প্রণয়ন	১) মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী, কার্যকরী এবং সঠিক ও যুগপোযোগী প্রযুক্তি নির্ভর পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।
২) প্রকল্পের ডিজাইন সংক্রান্ত কাজে কনসালটেন্টের উপর নির্ভরশীলতা	২) পরিকল্পনা ও নক্সা বিভাগে কর্মরত জনবলকে অধিকতর ও কার্যকরী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনবল গঠন করা। পাশাপাশি বাংলাদেশে বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য একটি ডিজাইন ইনস্টিটিউট স্থাপন করতে হবে।
৩) প্রকল্পের অর্থায়নে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে শর্তারোপ	৩) বিশেষ করে ECA অর্থায়নপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে Loan-closing এর জটিলতা নিরসনকল্পে প্রকল্পের দরপত্র দলিলে শর্তাদি সহজিকরণপ্রয়োজন। স্বল্পতম সময়ে ও সহজ শর্তে ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সরকারকে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। উন্নয়ন সহযোগী ছাড়াও পাশাপাশি বিকল্প ঋণ প্রাপ্তির বিষয়ে উৎস খোঁজা দরকার।
৪) প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্ট্যাকহোল্ডারদের সমন্বয়ের অভাব	৪) প্রকল্প সূষ্ঠাভাবে বাস্তবায়ন/পরিচালনার ক্ষেত্রে ইপিসি ঠিকাদার, বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও মন্ত্রণালয়/ সংশ্লিষ্ট সংস্থার টীম-ওয়ার্ক অত্যাাবশ্যিক।
৫) ভূমি অধিগ্রহণ জটিলতা	৫) ভূমি অধিগ্রহণ সম্পর্কিত বিদ্যমান আইন সহজিকরণ করা প্রয়োজন যাতে সময় সাশ্রয় হয়। ভূমি অধিগ্রহণ সম্পর্কিত প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদনের পর অধিগ্রহণ সম্পর্কিত কার্যাদি সম্পাদনের জন্য তা আর ভূমি মন্ত্রণালয়ে না পাঠিয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করলে স্বল্পতম সময়ে উক্ত কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব। ভূমি অধিগ্রহণে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে প্রদেয় ক্ষতিপূরণের হার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
৬) দক্ষ জনবলের অভাব	৬) প্রকল্পের কাজ সূষ্ঠাভাবে পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত ও কার্যকর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরী করতে হবে।
৭) অভিজ্ঞ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগ	৭) ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগের লক্ষ্যে প্রকল্পের দরপত্র দলিলে এমন শর্তারোপ করতে হবে, যাতে অভিজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত হয়।
৮) আমলা-তান্ত্রিক জটিলতা	৮) আমলা-তান্ত্রিক জটিলতা পরিহার করে, প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে পারদর্শিতা প্রদর্শন করতে হবে।
৯) বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার মধ্যকার পারস্পারিক যোগাযোগ ও সহযোগিতার অভাব	৯) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কাজে জড়িত বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার সহিত অনলাইন যোগাযোগ ও সুসম্পর্ক স্থাপন করতে হবে।
১০) পরিবেশ-বান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদন-প্রযুক্তি ব্যবহার	১০) বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাস্তবায়নে চুক্তিপত্রানুযায়ী পরিবেশ-দূষণ রোধকল্পে প্রয়োজনীয় পরিবেশ-বান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

ছক-৬৫ : চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের সুপারিশসমূহ

কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী বাংলাদেশ লিমিটেড

পরিচিতি

কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি প্রতিষ্ঠান, যাহা কোম্পানী আইন ১৯৯৪ এর অধীনে নিবন্ধিত (নিবন্ধন নং-সি-৯৫২৩৯/১১, তারিখ ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০১১ইং) একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী। কোম্পানীটি মূলতঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী কোম্পানী তবে অন্যান্য ফ্যুয়েল ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করিতে পারিবে। কোম্পানীর মেমোরেন্ডাম অব এসোসিয়েশন অনুযায়ী বেসরকারী পাওয়ার জেনারেশন নীতি, পাবলিক গ্রাইডেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) নীতি বা সরকারের অন্য কোন নীতি-ফ্রেমওয়ার্কের অধীনে বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করিতে পারিবে।

১৫.১৪.১ লক্ষ্য, মিশন ও উদ্দেশ্য

লক্ষ্য: মানুষের ক্ষমতায়ন, পরিবেশ পরিচর্যা।

মিশন: উদ্ভাবনী এবং পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তির দ্বারা কয়লা সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের বৃহত্তম এবং নির্ভরযোগ্য কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানীতে পরিনত করে সর্বসাধারণের জন্য বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা।

উদ্দেশ্য:

- উচ্চ দক্ষতা ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ;
- বিদ্যুৎ শক্তির দক্ষতা উন্নীতকরণ;
- মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন উন্নীতকরণ;
- প্রযুক্তি উদ্ভাবনী ধারণা উৎসাহিতকরণ;
- পরিবেশ ও ইকো-সিস্টেম রক্ষা করা;
- কর্পোরেট ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;
- স্টেক-হোল্ডারদের সন্তুষ্টি নিশ্চিতকরণ;
- বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিতকরণ;
- কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব নিশ্চিতকরণ;
- উন্নত এবং কষ্ট ইফেকটিভ প্রযুক্তি নিশ্চিতকরণ।

১৫.১৪.২ প্রকল্প পরিচিতি

কোম্পানীটি ০৫ই সেপ্টেম্বর ২০১১ইং তারিখে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে যাত্রা শুরু করে। এর প্রধান উদ্যোগ হলো চট্টগ্রামের কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মাতারবাড়ি এবং ধলঘাটা ইউনিয়নে একটি ২X ৬০০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করা। প্রকল্পের পরিবেশ প্রভাব মূল্যায়ন (ইআইএ) এবং সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করা হয় ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে। মাতারবাড়ি ২X ৬০০ মেঃওঃ প্রকল্পের অর্থায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার ও জাইকার মধ্যে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় জুন, ২০১৪ সালে। প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী মোট ব্যয় হইবে ৩৫,৯৮৪.৪৬ কোটি টাকা। প্রকল্পের জন্য কয়লা আমদানী, কয়লা স্টোরেজ, জেটি ও কয়লা হ্যান্ডলিং সুবিধা, পাওয়ার প্ল্যান্ট, শহর উন্নয়ন, পল্লীবিদ্যুতায়ন, বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন এবং সড়ক যোগাযোগ নির্মাণ কাজ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত।

মাতারবারি কয়লা ভিত্তিক প্রকল্পে আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি সংযোজনের জন্য প্ল্যান্টের নেট দক্ষতা ৪৪% হইবে বলিয়া আশা করা যায়, অর্থাৎ কম পরিমাণে কয়লা খরচ ও কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন। এই প্ল্যান্টে উচ্চ মানের যন্ত্রপাতি ও উপকরণ ব্যবহারের ফলে প্রচলিত কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের তুলনায় সর্বনিম্ন বায়ু দূষণ, কম NOx নির্গমন, দুই পর্যায়ে কম NOx দহনকারী বার্নার সংস্থান করা হইবে। Sox উৎপাদন কমাতে বা নিয়ন্ত্রণ করিতে সী-ওয়াটার টাইপ ডি-সালফারাইজেশন প্ল্যান্ট স্থাপন করা হবে। ফ্ল্যাই-অ্যাস উৎপাদন কমাতে/নিয়ন্ত্রণে আর্ন্তজাতিক নিয়ম ও প্রবিধান অনুযায়ী ইলেকট্রোস্ট্যাটিক প্রেসিপিটেটর ব্যবহার করা হইবে। সর্বসাকুল্যে জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক বিধি প্রবিধান এবং মান অনুযায়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ এবং পরিচালনা করা হইবে।

প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিদ্যুৎ চাহিদা ও সরবরাহের ঘাটতি কমানো, মানব সম্পদ বিকাশ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং আধুনিক প্রযুক্তি স্থানান্তরের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি হইবে। প্ল্যান্টটি বেইজ লোডে পরিচালিত হবে এবং মাতারবাড়িতে আমদানীকৃত কয়লা ব্যবহারে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে। প্রস্তাবিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে সংযুক্ত করা হলে বিদ্যুতের ঘাটতি এবং দেশের বিশেষ করে দক্ষিণ অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ করা হবে। এটি সারাদেশে নির্ভরযোগ্য ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে অবদান রাখবে।

১৫.১৪.৩ কোম্পানীর জনবল

অর্গানোগ্রাম অনুসারে কর্পোরেট অফিসের জন্য ১১৭ জন জনবল এর কাঠামো রয়েছে। বর্তমানে ৩০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী বিভিন্ন দায়িত্বে কর্মরত রয়েছে যার মধ্যে ১৪ জন কর্মকর্তা, ১ জন অফিস সহকারী, ৪ জন কম্পিউটার অপারেটর, ৪ জন এমএলএসএসএস, ৭ জন ড্রাইভার। কোম্পানীর পরিকল্পনা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে অন্যান্য জনবল নিয়োগ করা হবে। মূল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ সম্পন্ন হলে সেখানে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রায় ২০৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রয়োজন হবে।

১৫.১৪.৪ মাইলস্টোন

ক) প্রকল্পের অগ্রগতি

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	সময়কাল
০১	সম্ভাব্যতা পরীক্ষা	সেপ্টেম্বর, ২০১৩
০২	ELA রিপোর্ট অনুমোদন	অক্টোবর, ২০১৩
০৩	ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত	জুন, ২০১৩
০৪	DPP অনুমোদন	আগস্ট, ২০১৪
০৫	ভূমি অধিগ্রহণ সমাপ্ত	আগস্ট, ২০১৪
০৬	আবাসিক ও টাউনশীপ ডেভেলপমেন্ট-এর জন্য সার্ভে, মাস্টার প্ল্যান লে-আউট, ড্রয়িং, ডিজাইন ইত্যাদি কাজ	চলমান
০৭	সীমানা পিলার স্থাপন	চলমান
০৮	মূল পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও পোর্ট সুবিধা) নির্বাচন	জানুয়ারি, ২০১৫

ছক-৬৬ : মাইলস্টোন

খ) প্রকল্পের সিডিউল (টেনটিটিভ)

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	সময়কাল
০১	EPC ঠিকাদার শর্ট লিষ্টিং	জুন, ২০১৫
০২	বেসিক ডিজাইন এবং বিডিং ডকুমেন্ট তৈরীকরণ	নভেম্বর, ২০১৫
০৩	EPC ঠিকাদার নির্বাচন	জুলাই, ২০১৬
০৪	পোর্ট, হারবার এবং সিভিল ওয়ার্কস সমাপ্ত করণ	জুন, ২০১৯
০৫	টেস্টিং ও কমিশন (ইউনিট-১)	এপ্রিল, ২০২২
০৬	টেস্টিং ও কমিশন (ইউনিট-২)	অক্টোবর, ২০২২

ছক-৬৭ : প্রকল্পের সিডিউল (টেনটিটিভ)

বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশীপ পাওয়ার কোম্পানী লিমিটেড

পরিচিতি

বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের যৌথ উদ্যোগে বাগেরহাট জেলার রামপালে কয়লাভিত্তিক ১৩২০ (২(৬৬০) মেগাওয়াট মৈত্রী সুপার থার্মাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্তে বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশীপ কোম্পানী লিঃ করা হয়েছে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং ভারতের NPPC এর সমন্বয়ে বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশীপ পাওয়ার কোম্পানী লিঃ নামে গঠিত কোম্পানীর মাধ্যমে বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ চলছে। ইতিমধ্যে ভূমি উন্নয়ন কাজ শেষ হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ওনার্স ইঞ্জিনিয়ার ও কোল কনসালটেন্ট নিয়োগ করা হয়েছে এবং তাঁরা কাজ শুরু করেছেন। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ১.৬৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় হবে, তন্মধ্যে Export Credit Agency (ECA) ফিন্যান্সিং এর আওতায় ১.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করা হবে। আশা করা যায় আগামী ২০১৮ সালের মধ্যে উক্ত কেন্দ্র হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হবে। রামপাল প্রকল্পে সর্বাধুনিক আলট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল টেকনোলজি ব্যবহার করা হবে। এতে যেমন বিদ্যুৎ উৎপাদনে কম কয়লা ব্যবহারের প্রয়োজন হবে তেমনি পরিবেশ দূষণের পরিমাণ কম হবে। এতে সুন্দরবনের পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়বে না।

১৫.১৫.১ বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের বিস্তারিত

2X660 MW Maitree Super Thermal Power Project

General Information

Project Developer	Bangladesh -India Friendship Power Company(Pvt.) Ltd. [BIFPCL]
Promoters	Bangladesh Power Development Board(BPDB) and NTPC Ltd. India
Equity Contribution	JV Agreement signed on 29.01.2012 (50-50% Equity Contribution
Project Capacity	1320 (2x660) MW , Super Critical Technology Based Units
Project Cost (FR)	USD - 1.68 Bln.(14,510 Crs BDT)
Financing Structure	70% Debt through ECA route. 30% Equity (15% each by NTPC & BPDB)
Agreements	25 Yrs PPA Signed with BPDB (100% Off taker) Implementation Agreement signed with GOB (20.04.2013)
EPC Package NIT	Target: Jan'15 Pre -Bid discussion Target–Feb '15 Tender submission date Target–Apr '15
EPC Pkg. Award	Target : Jun'15
Commissioning	U#1 - : Dec'2018 U#2 - : 6 months thereafter

ছক-৬৮ : বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের বিস্তারিত

Project Progress

Initial Site Infrastructure :	
Land Development:	Completed in 430 Acres.
Boundary wall, Slope protection :	Work under progress Boundary Wall Completion Target – Jan '15 Slope Protection Completion Target – Jun '15
Main plant fencing work:	Completed.
Construction Power:	Available. 33 KV line laid by WZPDCL. 135 KVA DG set commissioned.
Construction water:	Available at site.
Pre - Construction Environmental Monitoring Plan :	(Period -3 yrs. 12 Quarterly Report) 3rd Quarterly report of Environment monitoring contract submitted by CEGIS.
EPC Tender Document :	Technical specification & Tender document . Completion Target – 15 th January '15
Coal Consultant :	Draft coal sourcing report being incorporated in the Tender Document.
Coal sourcing & characteristics :	Draft report submitted
Coal Transportation & Logistics :	Report submission Target – 31 st Jan '15
Coal Supply Contract document :	Submission Target – Sept '15

ছক-৬৯ : বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের বিস্তারিত

২০০৯ থেকে আদ্যবধি নিজস্ব অর্থায়নে এবং ECA (Export Credit Agency) অর্থায়নে প্রকল্প তালিকা
বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প গ্রহণের তারিখ	যদি প্রকল্প সমাপ্ত হয়ে থাকে তাহলে সমাপ্তির তারিখ	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		প্রকল্পের অগ্রগতি
				নিজস্ব অর্থায়ন	ECA অর্থায়ন	
০১	Construction of Bibiyana South 400 ±10 MW Gas Based Combined Cycle Power Plant	জুলাই ২০১৪	-----	২,৫০,৮৪৫	০	১৫/০৭/২০১৪ তারিখে জয় কমিটির অনুমোদনের পর Join Venture of ISOLUX-INGENIERIA S.A. Spain and SAMSUNG C & T Corporation কে NOA দেওয়া হয়েছে ১৬/০৭/২০১৪ তারিখে। ঠিকাদার কর্তৃক PG জমা দেওয়া হয়েছে। Draft Contract এর ভেটিং সম্পন্ন হয়েছে। ১৭/১১/২০১৪ তারিখে প্রকল্পের ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ডিপিপি অনুমোদনের পর চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে।
০২	Construction of Shahajibazar 330 MW Combined Cycle Power Plant	জানুয়ারী ২০১৩	প্রকল্পটির কাজ চলমান	৫,৭২৯	১,৯৪,৫৭৯	৮৯,৭৯২ ২৭/০৩/২০১৪ তারিখে সম্পন্ন হয়। আর্থিক ঋণ চুক্তির বিপরীতে ১৫/০৪/২০১৪ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক Sovereign Guarantee Issue করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৯/১১/২০১৪ তারিখে প্রকল্পটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন। বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে কাজ চলছে।
০৩	কনস্ট্রাকশন অব বিবিয়ানা-৩, ৪০০ মে: ও: কয়লাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট	জুলাই ২০১৩	প্রকল্পটির কাজ চলমান	১৪,১০৫	২,৩৬,১৩৭	প্রকল্পের EPC চুক্তি ২৬/১২/২০১২ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে, বর্তমানে আর্থিক ঋণ চুক্তি প্রক্রিয়াধীন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৯/১১/২০১৪ তারিখে প্রকল্পটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন।
০৪	এক্সটেনশন অব বড়পুকুরিয়া কোল ফায়ারড থার্মাল পাওয়ার স্টেশন বাই ২৭৫ মে: ও: (থার্ড ইউনিট)	ডিসেম্বর ২০১৩	প্রকল্পটির কাজ চলমান	২০,৪০৪	১,৮৩,৫৫৭	EPC চুক্তি ০৪/০৭/২০১৩ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পটি অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানের (Financer Bank ICBC, China) সাথে ঋণ চুক্তির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
০৫	চাঁপাইনবাবগঞ্জ ১০০ মে: ও: এইচএফও বেইজিং পাওয়ার প্ল্যান্ট	জুলাই ২০১৩	প্রকল্পটির কাজ চলমান	৭,৫৪০	৮৯,২৩৮	১/০৩/২০১৩ তারিখে EPC চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। গত ০৩/১১/২০১৪ তারিখে Non-Consessional Loan Approval Committee শর্ত সাপেক্ষে অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ১৩/১১/২০১৪ তারিখে HSBC BANK কে পত্র মারফৎ জানানো হয়েছে।
০৬	Construction of Ghorashal 365 MW Combined Cycle Power Plant	জানুয়ারী ২০১৪	প্রকল্পটির কাজ চলমান	১১,৩৭২	১,৬৫,৩১৯	CNTEXC and CMC এর সাথে ২৯/০৫/১৩ তারিখে EPC চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বর্তমানে ঋণ চুক্তি প্রক্রিয়াধীন আছে।
০৭	Re-Powering Project of Ghorasal 3rd Unit.	জানুয়ারী ২০১৫	-----	৪১,৩০১	২,০১,৯৫৪	EPC চুক্তি ১২/০১/২০১৪ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে, HSBC BANK থেকে Loan Term Sheet দাখিল ও ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন।
০৮	Re-Powering Project of Ghorasal 6th Unit	জুলাই ২০১৫	-----	১৩,৫২৪	২,২৯,৫১১	গত ২৬/০৫/২০১৪ তারিখে প্রকল্পের উপর বাগাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে In House Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়নের কাজ চলছে।
			মোট	৩,৬৪,৮২৪	১৩,০০,২৯৯	৩,৫৯,১৫৫

পাওয়ার গ্রীড জেনারেশন কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড
(নিজস্ব অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্প)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প গ্রহণের তারিখ	যদি প্রকল্প সমাপ্ত হয়ে থাকে তাহলে সমাপ্তির তারিখ	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		অন্যান্য উৎসের অর্থায়ন (জিওবি)	প্রকল্পের অগ্রগতি
				নিজস্ব অর্থায়ন	ECA অর্থায়ন		
০১	নওগাঁ-নিয়ামতপুর ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প	২০০৫-০৬	২০০৯-১০	৯,৪৭৫	---	---	১০০.০%
০২	আমিনবাজার-সাতার ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন এবং সাতার ১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প	২০০৭-০৮	২০০৯-১০	৪,৯৪৬	---	---	১০০.০%
০৩	আশুগঞ্জ-শাহজীবাজার ১৩২ কেভি সিঙ্গেল সার্কিট সঞ্চালন লাইন প্রকল্প	২০০৭-০৮	২০০৯-১০	১,৪৪৬	---	---	১০০.০%
০৪	বরিশাল-ভোলা ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প	২০১০-১১	২০১০-১১	৪৫,৩৪২	---	---	৭১.০%
০৫	আরপিপি এসোসিয়েটেড সঞ্চালন লাইন নির্মাণ ও গ্রীড উপকেন্দ্র সম্প্রসারণ প্রকল্প	২০১০-১১	২০১০-১১	১৭,১০০	---	---	৯৯.০%
০৬	পোয়ালপাড়া-বাগেরহাট ১৩২ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইন প্রকল্প	২০১১-১২	২০১১-১২	৮,৯২২	---	---	৪১.৪%
০৭	কুলাউড়া ও শেরপুর-এ দুইটি নতুন ১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্র সহ আশুগঞ্জযোগ লাইন নির্মাণ প্রকল্প	২০১২-১৩	২০১৪-১৫	২১,৭৪৭	---	---	১০০.০%
০৮	রিনোভেশন রিহেবিলিটেশন এবং অগমেন্টেশন অব গ্রীড সাবস্টেশন (আরআরএজিএস) প্রকল্প	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	১৩,৯৮২	---	---	১০০.০%
০৯	বিবিয়ানা ২৩০ কেভি সুইচিং স্টেশন প্রকল্প	২০১২-১৩	২০১২-১৩	১১,৭৩২	---	---	৮৮.০%
১০	১৩২ কেভি মেঘনা রিভার ক্রসিং এ্যাট টেটিয়া-কানাইনগর	২০১৩-১৪	২০১৩-১৪	৫,০৯২	---	---	৪২.০%
১১	আমনুরা ১৩২/৩৩ কেভি গ্রীড উপকেন্দ্র এবং সংশ্লিষ্ট ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ প্রকল্প	২০১৩-১৪	২০১৩-১৪	৯,১৬৬	---	---	২.০%
১২	মহলা-খুলনা(সোউথ) ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প	২০১৪-১৫	২০১৪-১৫	১৩,৯৭৮	---	---	২.০%
			মোট =	১,৬২,৯২৮			

আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোং লিঃ আশুগঞ্জ (এপিএসসিএল)

(নিজস্ব অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্প)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প গ্রহণের তারিখ	যদি প্রকল্প সমাপ্ত হয়ে থাকে তাহলে সমাপ্তির তারিখ	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		অন্যান্য উৎসের অর্থায়ন (জিওবি)	প্রকল্পের অগ্রগতি
				নিজস্ব অর্থায়ন	ECA অর্থায়ন		
১	৫০ মেগেওয়াট গ্যাস ইঞ্জিন পাওয়ার প্ল্যান্ট	২৭ জুলাই ২০১০	৩০ এপ্রিল ২০১১	৩৫,৩০০	---	---	-----
২	২২৫ মেগেওয়াট সিসিপিপি প্রকল্প	০৫ অক্টোবর ২০১১	---	১৩,০০০	১,৫৮,২৩৫	---	৯৫%
৩	৪৫০ মেগেওয়াট সিসিপিপি (সোউথ) প্রকল্প	১৭ মে ২০১২	-----	২৩,২০০	৩,৪৪,৪০০	---	৮২%
			মোট =	৭১,৫০০	৫,০২,৬৩৫		

ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ডিপিডিসি)

নিজস্ব অর্থায়নে এবং ECA অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্পের তালিকা

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প গ্রহণের তারিখ	যদি প্রকল্প সমাপ্ত হয়ে থাকে তাহলে সমাপ্তির তারিখ	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		প্রকল্পের অগ্রগতি	
				নিজস্ব তহবিল	ECA অর্থায়ন অন্যান্য উৎসের অর্থায়ন		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০১	সাপ্লাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিং এন্ড কমিশনিং অব ১৩২ কেভি সার্কিট ব্রেকার এট উলন ১৩২/৩৩ কেভি সাব-স্টেশন অন টার্নকী বেসিস।	জানুয়ারি ২০১৪	-	১৯০	-	-	চলমান
০২	ইন্সটলেশন অব ৩৩ কেভি জিআইএস সুইচিং স্টেশন এট উলন ৩৩/১১ কেভি সাব-স্টেশন অন টার্নকী বেসিস।	জানুয়ারি ২০১৪	-	২৯০০	-	-	চলমান
০৩	ইন্সটলেশন অব ৩৩ কেভি জিআইএস এন্ড ১১ কেভি এআইএস সুইচিং স্টেশন এট শ্যামপুর ১৩২/৩৩/১১ কেভি সাব-স্টেশন অন টার্নকী বেসিস।	জানুয়ারি ২০১৪	-	৩,৮০০	-	-	চলমান
০৪	ডিজাইন, সাপ্লাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিং এন্ড কমিশনিং অব নিউ ৩৩ কেভি জিআইএস সুইচিং স্টেশন এন্ড রিগ্লেসিং দি একজিস্টিং ৩৩ কেভি ইনডোর ব্রেকার এট ধানমন্ডি ১৩২/৩৩/১১ কেভি ব্রীড সাব-স্টেশন অন টার্নকী বেসিস।	জানুয়ারি ২০১৪	-	২,৫০০	-	-	চলমান
০৫	কামরাসীরচর ১৩২ কেভি আইসোলোটর রিপ্লেসমেন্ট।	জানুয়ারি ২০১৪	ডিসেম্বর ২০১৪	৮০	-	-	সমাপ্ত
০৬	ডিজাইন, সাপ্লাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিং এন্ড কমিশনিং অব ট্রান্সফরমার নিউ ৩৩২/৩৩ কেভি, ৫০/৭৫ এমডিএ এট ধানমন্ডি, শীতলক্ষ্যা, কামরাসীরচর।	জানুয়ারি ২০১৪	-	৪,৬০০	-	-	চলমান
০৭	নিউ ৩৩/১১ কেভি (2x28/35MVA) সাব-স্টেশন এট আসাদগেট।	ফেব্রুয়ারি ২০১৪	-	২,০০০	-	-	চলমান
০৮	নিউ ৩৩/১১ কেভি (1x10/14MVA) সাব-স্টেশন এট সিকদার মেডিকেল কলেজ।	ডিসেম্বর ২০১৪	-	৪০	-	-	চলমান
০৯	ইন্সটলেশন অব এডিশনাল (1x10/14MVA) ট্রান্সফরমার ইন এক্সজিস্টিং সাব-স্টেশন বাই রিকভার্ড ট্রান্সফরমার এট মগবাজার ৩৩/১১ কেভি সাব-স্টেশন (Excluding cost of using Recover Materials)	ডিসেম্বর ২০১৪	-	৫৫	-	-	চলমান
১০	ইন্সটলেশন অব এডিশনাল (1L10/14MVA) ট্রান্সফরমার ইন এক্সজিস্টিং সাব-স্টেশন বাই রিকভার্ড ট্রান্সফরমার এট জিগাতলা ৩৩/১১ কেভি সাব-স্টেশন (Excluding cost of using Recover Materials)	জুন ২০১৪	ডিসেম্বর ২০১৪	১৭	-	-	সমাপ্ত
১১	ইন্সটলেশন অব এডিশনাল (1x10/14MVA) ট্রান্সফরমার ইন এক্সজিস্টিং সাব-স্টেশন বাই রিকভার্ড ট্রান্সফরমার এট তালতলা ৩৩/১১ কেভি সাব-স্টেশন।	জানুয়ারি ২০১৪	ডিসেম্বর ২০১৪	৯১	-	-	সমাপ্ত

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প গ্রহণের তারিখ	যদি প্রকল্প সমাপ্ত হয়ে থাকে তাহলে সমাপ্তির তারিখ	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		প্রকল্পের অগ্রগতি
				নিজস্ব তহবিল	ECA অর্থায়ন অন্যান্য উৎসের অর্থায়ন	
	২	৩	৪	৫	৬	৭
১২.	ইস্টলেশন অব এডিশনাল (1x10/14MVA) ট্রান্সফরমার ইন এতজিস্টিং সাব-স্টেশন বাই রিকভার্ড ট্রান্সফরমার এট গোড়ান ৩৩/১১ কেভি সাব-স্টেশন (Excluding cost of using Recover Materils)	ডিসেম্বর ২০১৪	-	১১৬		চলমান
১৩.	ইস্টলেশন অব এড ট্রান্সফরমার ইন একজিস্টিং সাব-স্টেশন বাই রিকভার্ড ট্রান্সফরমার এট মডলপাড়া ৩৩/১১ কেভি সাব-স্টেশন (Excluding cost of using Recover Materils)	জুন ২০১৪	ডিসেম্বর ২০১৪	২২	-	চলমান
১৪.	ইস্টলেশন অব এডিশনাল (1x10/14MVA) ট্রান্সফরমার ইন এতজিস্টিং সাব-স্টেশন বাই রিকভার্ড ট্রান্সফরমার এট সারুলিয়া ৩৩/১১ কেভি সাব-স্টেশন (Excluding cost of using Recover Materils)	জানুয়ারি ২০১৪	ডিসেম্বর ২০১৪	৩০	-	সমাপ্ত
১৫.	ইস্টলেশন অব এডিশনাল (1x10/14MVA) ট্রান্সফরমার ইন একজিস্টিং সাব-স্টেশন বাই রিকভার্ড ট্রান্সফরমার এট বিসিক নারায়নগঞ্জ ৩৩/১১ কেভি সাব-স্টেশন (Excluding cost of using Recover Materils)	জানুয়ারি ২০১৪	ডিসেম্বর ২০১৪	৩৯	-	সমাপ্ত
১৬.	ইস্টলেশন অব এডিশনাল (1x10/14MVA) ট্রান্সফরমার ইন একজিস্টিং সাব-স্টেশন বাই রিকভার্ড ট্রান্সফরমার এট কামরাঙ্গীরচর ৩৩/১১ কেভি সাব-স্টেশন।	জুলাই ২০১৩	জুন ২০১৪	৩৮	-	সমাপ্ত
১৭.	কম্প্রীকেশন অব ৩৩/১১ কেভি সাব-স্টেশন এট জাপান গার্ডেন সিটি এন্ড মতিবিল।	জুলাই ২০১৩	জুন ২০১৩	৩২	-	সমাপ্ত
১৮.	সাপ্লাই এন্ড ইস্টলেশন অব ৫০০ নং ১১/০.৪ কেভি, ২০০ কেভিএ ডিক্রিবিউশন ট্রান্সফরমার উইথ অল রিলেটেড ম্যাটারিয়াল ইন ডিকারেল নঙ্গর আন্ডার ডিপিভিসি অন টার্নকী বেসিস।	মে ২০০৯	৩০ জুন ২০১০	৩,২০০	-	সমাপ্ত
১৯.	ইস্টলেশন অব এ নিউ স্ক্যাড্যা সিস্টেম (ডেভেলপমেন্ট বাই বুয়েট) ইন ডিপিভিসি।	ডিসেম্বর ২০১৩	-	১,৭০০	-	চলমান
২০.	ডিজাইন, ম্যানুফ্যাকচার, সাপ্লাই, ইস্টলেশন, টেস্টিং এন্ড কমিশনিং অব প্রি-পেম্যা ক্ট মিটারিং সিস্টেম এট নঙ্গর আজিমপুর উইথ ৫ ইয়ার অপারেশন এন্ড মেইনটেন্যান্স সাপোর্ট সার্ভিস অন টার্নকী বেসিস।	মে ২০১৪	-	১,২০১	-	চলমান
২১.	মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার প্রকল্প কাজের এলাকায় বিদ্যমান ১৩২ কেভি ডু-গর্ভস্থ ক্যাবল লাইন বিক্ষয় হওয়ায় উলন-ধানমন্ডি ১৩২ কেভি ডু-গর্ভস্থ ক্যাবল লাইন রি-কন্সট্রিক্টিং।	জুন ২০১৪	-	৫.৮৬৩	-	চলমান
২২.	"Designn, Supply, Installation, Testing and Commissioning of New 33/11 KV GIS Substation at Bibyut Bhaban on Turnkey Basis	মার্চ ২০১৪	-	১,৫০০	-	চলমান
মোট =				৩৩,১৮৪		

রুরাল পাওয়ার কোম্পানী লিঃ

(নিজস্ব অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্প)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প গ্রহণের তারিখ	যদি প্রকল্প সমাপ্ত হয়ে থাকে তাহলে সমাপ্তির তারিখ	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		প্রকল্পের অগ্রগতি
				নিজস্ব অর্থায়ন	অন্যান্য উৎসের অর্থায়ন (জিওবি)	
০১	ময়মনসিংহ বিদ্যুৎ কেন্দ্র গ্যাস বুস্টার কমপ্লেক্সের ট্রেনশন	০৭ জুলাই ২০০৯	১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১১	৪,১৬৫	---	১০০%
০২	সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেঃওঃ কন্সট্রাকশন সাইকেল (২য় ইউনিট ডুয়েল-ফুয়েল) প্রকল্প	২৫ জানুয়ারি ২০১০	১২ জুলাই ২০১২	১২,৩০০	---	১০০%
০৩	রাউজান ২৫ মেঃওঃ ডুয়েল-ফুয়েল (গ্যাস/ফার্নেস ওয়েল) বিদ্যুৎ কেন্দ্র	২৫ জানুয়ারি ২০১০	১০ মে ২০১৩	৪,২০০	---	১০০%
			মোট =	২০,৬৬৫	---	৪৫,০৪৫

নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিঃ

(নিজস্ব অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্প)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প গ্রহণের তারিখ	যদি প্রকল্প সমাপ্ত হয়ে থাকে তাহলে সমাপ্তির তারিখ	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		প্রকল্পের অগ্রগতি
				নিজস্ব অর্থায়ন	অন্যান্য উৎসের অর্থায়ন (জিওবি)	
০১	সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেঃওঃ কন্সট্রাকশন সাইকেল (২য় ইউনিট ডুয়েল-ফুয়েল) প্রকল্প	০৭ মার্চ ২০১৩	---	১,৫৫,৪৭৮	---	গত ২০/০৩/২০১৪ তারিখে Consortium of M/s. CMC & FEDI, China এর সাথে ইপিসি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের ECA Arranger Standard Chartered Bank (SCB) এর সাথে টেকনো-কমার্শিয়াল, পরিবেশ, আইন সংক্রান্ত বিষয়াদি আলোচনা চলছে। আশা করা হচ্ছে, আগামী ব্রায়রি ২০১৫ তারিখে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হবে।
			মোট =	১,৫৫,৪৭৮	---	

ঢাকা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিঃ (ডেসকো)

(নিজস্ব অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্প)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প গ্রহণের তারিখ	যদি প্রকল্প সমাপ্ত হয়ে থাকে তাহলে সমাপ্তির তারিখ	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		প্রকল্পের অগ্রগতি
				নিজস্ব অর্থায়ন	অন্যান্য উৎসের অর্থায়ন (জিওবি)	
০১	Design, Supply installation of 08 nos. 33/11kv substation on Turnkey Basis.	জানুয়ারী ২০১৩	---	১৪,০৩০	---	চুক্তি মোতাবেক প্রায় ৯০% বাস্তবায়ন অগ্রগতি হয়েছে।
০২	Design, Supply installation of 04 nos. 33/11kv substation on Turnkey Basis.	মার্চ ২০১৪	---	৬,২০০	---	ডিজাইন অনুমোদন কার্যক্রম চলমান।
			মোট =	২০,২৩০	---	

সংস্থার নাম

ক্রঃ নং	সংস্থার নাম	মন্তব্য
০১	বাংলাদেশ পল্লীবিদ্যুতায়ন বোর্ড	
০২	ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ	
০৩	কোম্পানী পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী বাংলাদেশ লিঃ	২০০৯ হতে অদ্যাবধি নিজস্ব অর্থায়নে এবং ECA অর্থায়নের কোন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়নি এবং বাস্তবায়নামীন নেই।
০৪	ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ	
০৫	বিপিজিবি-আরপিসিএল পাওয়ারজেন লিঃ (বিপিজিবি ও আরপিসিএল এর JV Company)	

প্রকাশনা ও সম্পাদনা কমিটি

প্রকাশনা উপদেষ্টা

ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ
বিষয়ক উপদেষ্টা

জনাব নসরুল হামিদ, এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

সম্পাদনায়

জনাব মনোয়ার ইসলাম
সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ

সহ-সম্পাদনায়

ড. আহমদ কায়কাউস
অতিরিক্ত সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ

জনাব মোঃ মাহবুব-উল-আলম
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), বিদ্যুৎ বিভাগ

জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), বিদ্যুৎ বিভাগ

মোছাঃ মাকছুদা খাতুন
অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়), বিদ্যুৎ বিভাগ

জনাব মোহাম্মদ হোসাইন
মহাপরিচালক, পাওয়ার সেল

সহযোগিতায়

জনাব মোহাম্মাদ মফিজুর রহমান
উপ-সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ

জনাব মোঃ আব্দুর রৌফ মিয়া
পরিচালক, পাওয়ার সেল

জনাব মোঃ সাজিবুল হক
উপ-পরিচালক, পাওয়ার সেল

জনাব এস এম মাসুদুজ্জামান
সহকারী পরিচালক, পাওয়ার সেল



বিদ্যুৎ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার